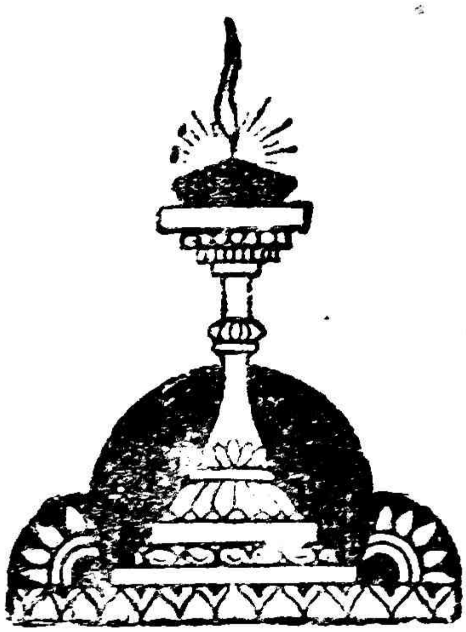
# শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঠিক জন্মস্থান

প্রাচীন মায়াপুর

## শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান আশ্রমের ইতিহাস




শ্রীগুরু চরণাশ্রিত—

**শ্রীমহাপ্রভু দাস বাবাজী** কর্তৃক

সংকলিত।

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura

# শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঠিক জন্মস্থান

## প্রাচীন মায়াপুর

## শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান আশ্রমের ইতিহাস।

পঞ্চম সংস্করণ

গৌরলীলার আচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্‌রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ
ট্রাষ্টের ট্রাষ্টী ও সেবাইতগণের অন্যতম

**শ্রীমহাপ্রভু দাস বাবাজী**

কর্ত্তৃক সংকলিত।

এবং প্রাচীন মায়াপুর শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান আশ্রম
হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩৯৩ শ্রীগৌরাঙ্গ বঙ্গাব্দ ৫০১/৫০২
ইং—১৯৮৬/১৯৮৭

[ সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত ]

সেবানুকূল্যে ভিক্ষা
ছয় টাকা

★ প্রাপ্তিস্থান ★

**শ্রীমহাপ্রভু দাস বাবাজী**

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান আশ্রম

প্রাচীন মায়াপুর

পোঃ—নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

বরাহনগর

পাঠবাড়ী আশ্রম

কলিকাতা—৩৪

নবদ্বীপ সমাজবাড়ী আশ্রম

পোঃ—নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া।

শ্রীগোপাল চন্দ্র কুণ্ডু

শ্রীবাসঅঙ্গন রোড,

মালা ও মনোহারী দোকান

নবদ্বীপ, নদীয়া।

মুদ্রণে ঃ—

।। **রামকৃষ্ণ প্রেস** ।।

গানতলা রোড,

নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি ।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

## ॥ বন্দনা ॥

শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তমাগতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ।
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত ॥

আজানুলম্বিত-ভুজং প্রফুল্ল-কমলেক্ষণং ।
বরাভয়করং শান্তং করুণামৃত-বারিধিম্ ॥

শ্রীনামাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গং হরি-মন্দির-ভালকং ।
প্রসন্ন-বন্দনং ধ্যায়েদ্ গুরুং সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিদম্ ॥

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকিয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

শ্রীগুরো ! পরমানন্দ ! প্রেমানন্দফলপ্রদ ।
নবদ্বীপ-পরানন্দ-সেবায়াং মাং নিয়োজয় ॥

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ ।
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

নমস্ত্রিত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রাণ-সর্ব্বস্বমীশ্বরং।
সর্ব্বাবতার-করুণা-নিঃসীমকরুণং প্রভুম্ ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥
নামাচার্য্য নামদাতা রাধারমণ রাম।
জয় গুরু শ্রীগুরু জয় শ্রীগুরু রাম ॥
প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ, রাধাচরণ রাম।
জয় গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু রাম ॥
রাম রাম রাম গুরু রাধাচরণ রাম।
জয় জয় শ্রীগুরু জয় গুরু রাম ॥

—★—

# উৎসর্গ পত্র

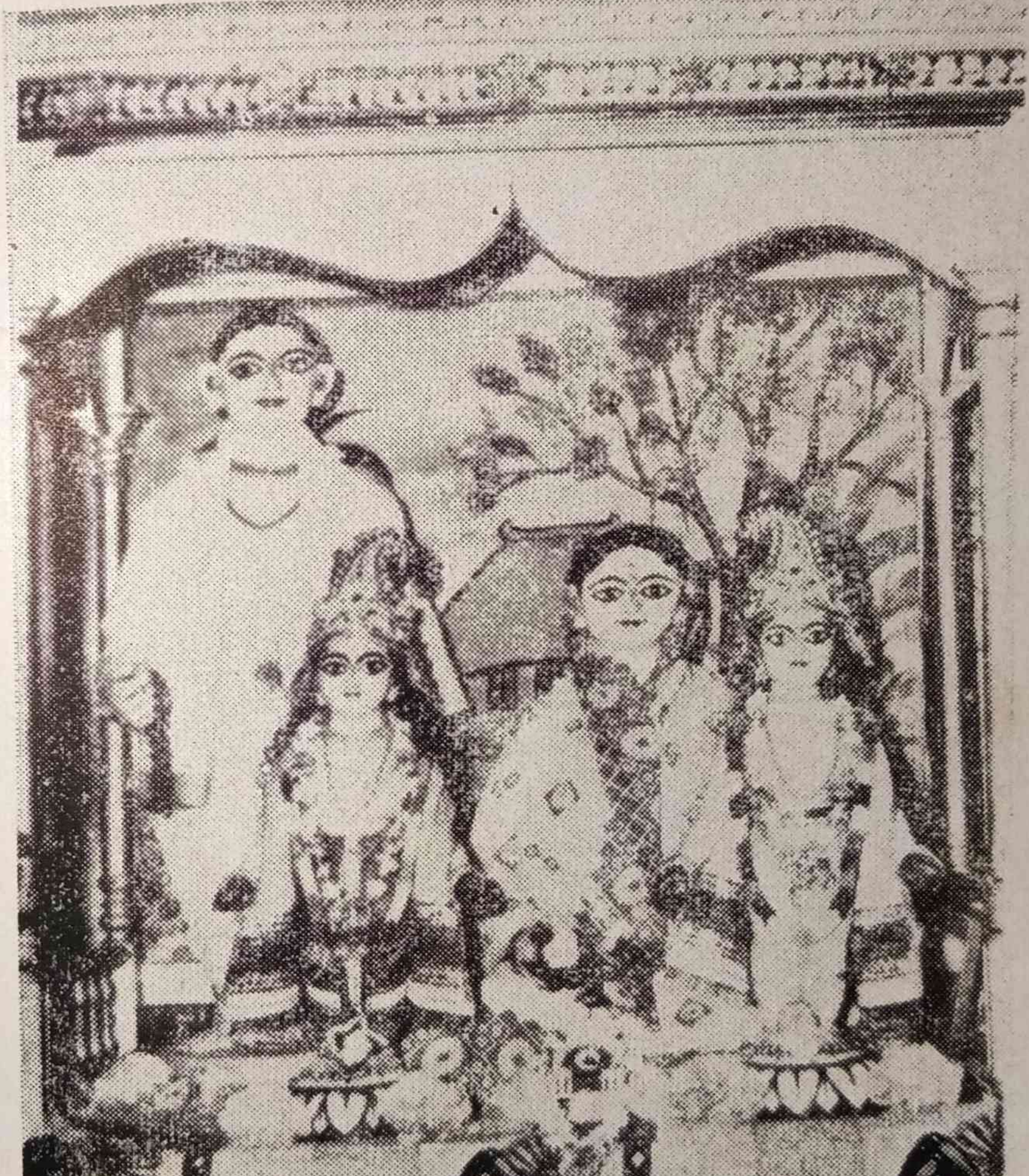
যিনি লুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানের ব্যথা হৃদয়ে লইয়া, শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত ভজন স্থান পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া, বিরুদ্ধবাদীদিগের লাঠি, জুতা ও পদাঘাতাদিতে অব্যর্থ মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসিয়া, অসাধ্যসাধন করতঃ, খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সঠিক জন্মস্থান বাহির করেন এবং সেইস্থানে চোখের জলে কাদা করিয়া এক একখানা ইঁট পুতিয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান" আশ্রম নামক এই আশ্রমটি গঠন করিয়া গিয়াছেন। সেই জগজ্জীবের পরম হিতকারী সর্ব্বজন-পূজ্য, ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ, গৌরভক্ত-মুকুটমণি শ্রীলব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজের করে এই শ্রীগৌরাঙ্গের সঠিক জন্মস্থান নামক গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি—

শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণব ও ভক্তবৃন্দের কৃপাপ্রার্থী
শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত
দীনাতিদীন—
**শ্রীমহাপ্রভু দাস বাবাজী।**

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

# শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীশচীমাতা, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু



প্রাচীন মায়াপুর
শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান আশ্রম মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ।

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম ।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥



**শ্রীল শ্রীমদ্ চরণ দাস বাবাজী মহারাজ**

আবির্ভাব ঃ ১২৬০ সাল চৈত্র সংক্রান্তি বর্ত্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার অন্তর্গত মহিষখোলা গ্রাম ।

তিরোভাব ঃ ১৩১২ সাল ১৩ই ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া । সমাজবাড়ী, নবদ্বীপ ।

বাণী ঃ জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ।

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥



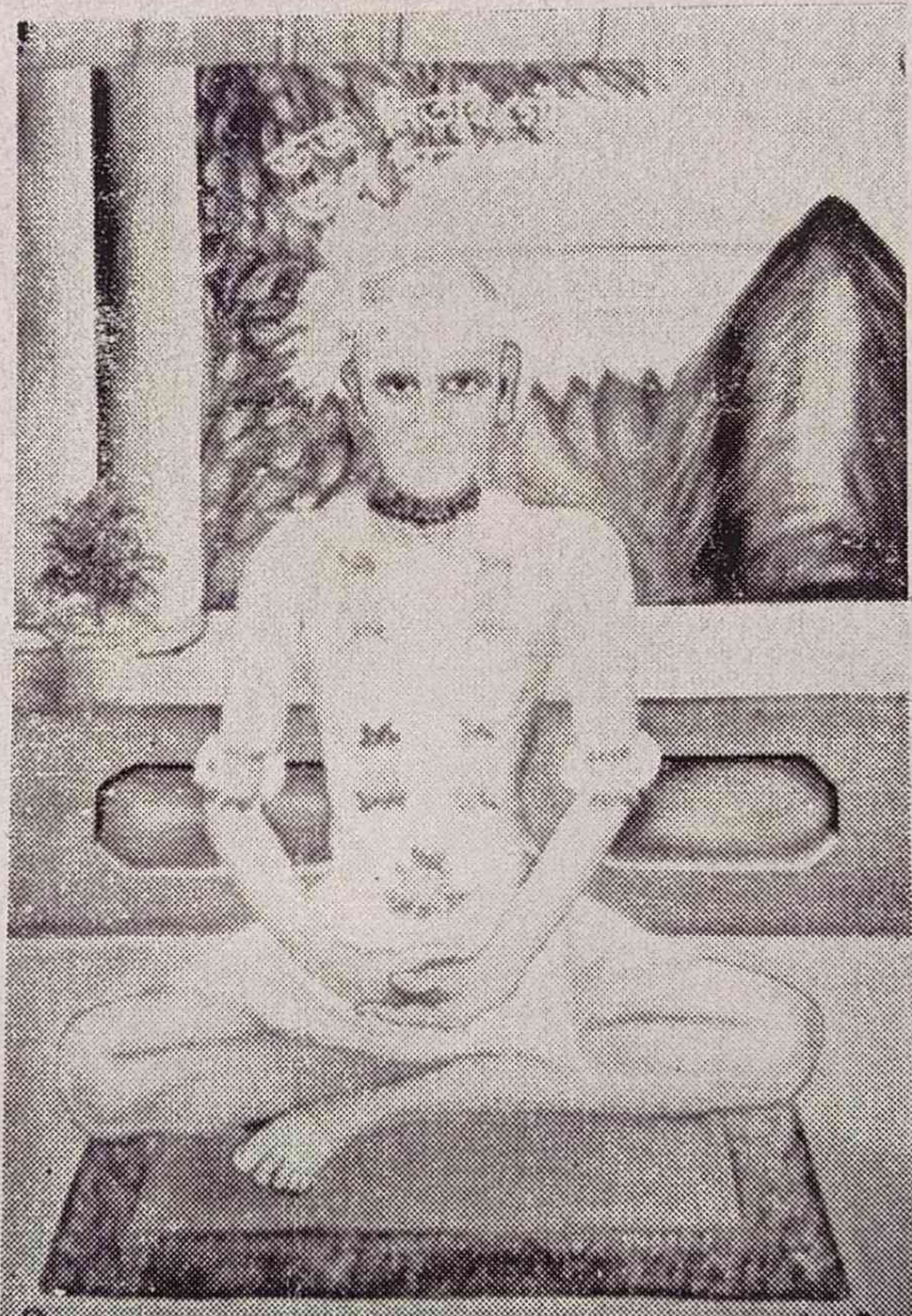
**নামাচার্য্য শ্রীল শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজ**

আবির্ভাব: ১২৮৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র কৃষ্ণা ষষ্ঠী। বর্ত্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার নীলটুলী গ্রাম।

তিরোভাব: ১৩৬০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী, কলিকাতা।

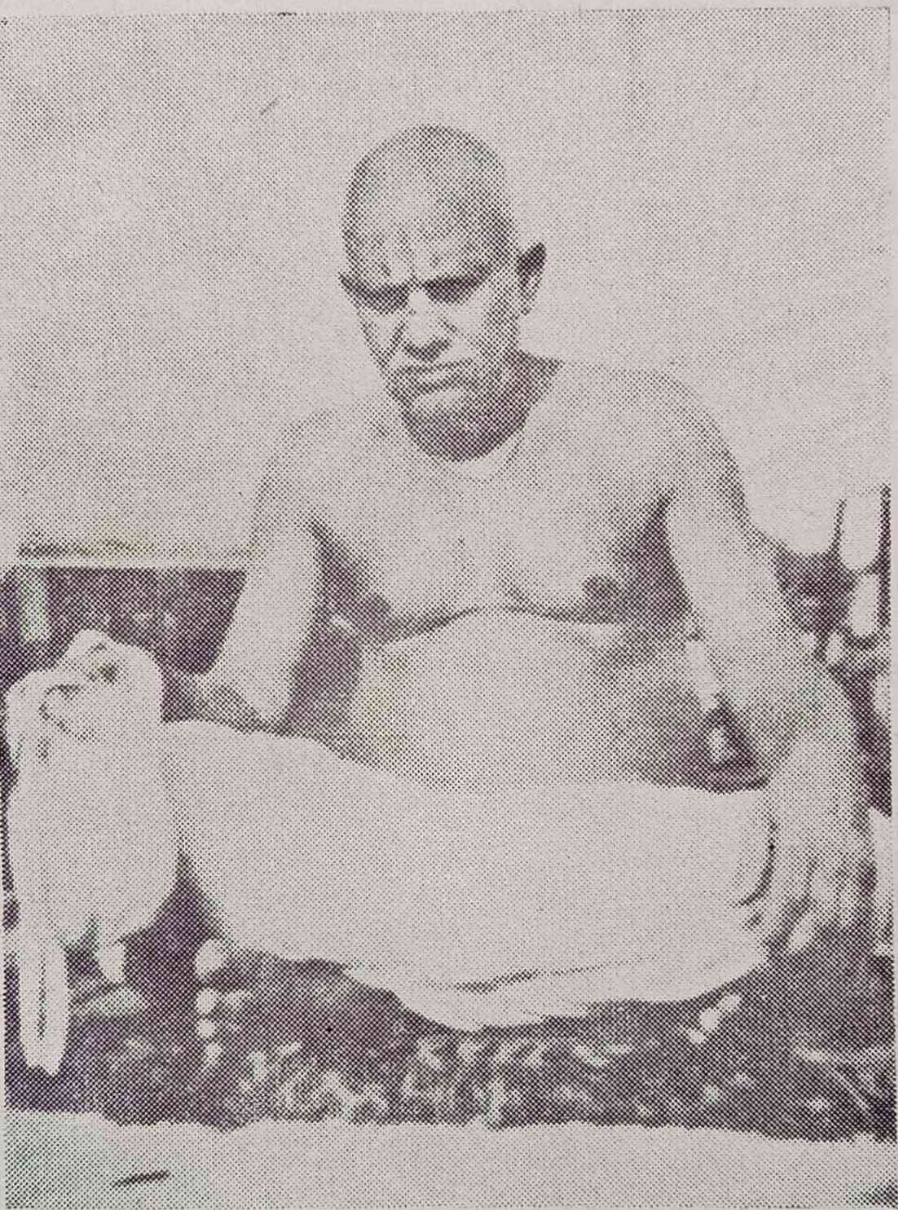
ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥




ব্রজের দূত ব্রজমোহন দাস বাবাজী

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥



## ১০৮ শ্রীমহাপ্রভুদাস বাবাজী মহারাজ

যশোহর জেলার মগুরা মহকুমার অন্তর্গত মধুমতী নদীর পূর্বপার "বেলবায়না" নামক গ্রামে কায়স্থকুলে ১৩০৬ সালে ৭ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম —শ্রীনিমানন্দ সিকদার, মাতা শ্রীমতি কঙ্কালী, বাল্যনাম মণীন্দ্র।

১৩৯১ সালে ১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার ত্রয়োদশীর দিন "হা গৌর, প্রাণ গৌর" বলিয়া নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন।

এই পবিত্র স্থান দর্শন করে খুবই আনন্দ পেলাম।



শ্রীভৈরব দত্ত পাণ্ডে. রাজ্যপাল

৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৩

শ্রীগৌরাঙ্গের এই পবিত্র জন্মস্থান দর্শনকে আমি খুবই সৌভাগ্যের বলে মনে করি। এই আশ্রমের সমগ্র পরিবেশ অধ্যাত্ম চেতনায় প্রোজ্জ্বল।



**শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত** রাজ্যপাল

৭ই মার্চ, ১৯৮৫

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে শান্তির পথ দেখাক।



**শ্রীআর, ভেঙ্কটরমন,** উপরাষ্ট্রপতি

১৯শে জুন, ১৯৮৫

# পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে প্রার্থনা—

জয় জয় ব্রজমোহন বৈষ্ণব মহান্।
সাধন ভজন তোমার গৌর জন্মস্থান ॥
অবিচারে-অত্যাচারে খাইয়া প্রহার।
জন্মস্থান উদ্ধারিতে অস্থি চর্ম্মসার ॥
ব্রজবনে ছিলে তুমি ভজন অনুরাগে।
গৌর-জন্মস্থানের অভাব হৃদয়েতে জাগে ॥
নবদ্বীপে আসি, তাই রাম দাদা সনে।
যুক্তি কর, নিরজনে বসি দুইজনে ॥
প্রথমে "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম ॥
জন্মস্থান-উদ্ধারের সঙ্কল্প করিয়া।
দিলে অখণ্ড নাম যজ্ঞ বসাইয়া ॥
তেরশ-তেইশ সালে নবদ্বীপে এলে।
ষোল বৎসর ধরি এই সঙ্কল্প সাধিলে ॥
প্রাচীন মায়াপুর এই গৌর-জন্মস্থান।
আবিষ্কার করি তুমি হলে অন্তর্দ্ধান ॥
প্রিয় রাম দাদা তোমার গৌর-গত প্রাণ।
তোমার অদর্শনে প্রাণে বড় দুঃখ পান ॥
কে করিবে গৌর-জন্মস্থানের প্রচার।
এত বলি তোমা লাগি করেন হাহাকার ॥

ধ্যানাবিষ্ট রহে, কভু কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
হা নিতাই! গৌরাঙ্গ! বলি ডাকে সকাতরে॥
তেরশ ষাট সালে তিঁহ অদর্শন।
নিত্যধামে নবদ্বীপে মিলেছ দুইজন॥
আমরা সবে কেঁদে মরি না দেখি উপায়।
গৌর-জন্মস্থানের সেবা কে বল চালায়॥
দুষ্ট অসংমতি মোর নাই অধিকার।
তবুও লইনু শিরে দারুণ সেবাভার॥
কেবল তোমা দোঁহার কাঁদা কাঁদা বদন চেয়ে।
কেঁদে কেঁদে গেছ দোঁহে, বুকে ব্যথা নিয়ে॥
এবে ঘোর কলি-কাল, দুর্দ্দিন অতিশয়।
সেবা লয়ে তাই মোরা ঠেকিয়াছি দায়॥
আমরা সবে প্রাণে মরি তাহে দুঃখ নাই।
জন্মস্থানের সেবার তরে বড় দুঃখ পাই॥
এই মিনতি তোমা দোঁহার শ্রীচরণে।
রক্ষা কর সেবা, চেয়ে করুণা নয়নে॥
শকতি সঞ্চার কর, শিরে পদ দিয়া।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝাবাতে রহি স্থির হইয়া॥
মহাপ্রভু দাসের এই শেষ নিবেদন।
সেবানন্দে মত্ত রেখো দিয়ে প্রেমধণ॥

—*—

শ্রীগৌরহরির্জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

# নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীহরির জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়া ভক্তগণ অনেকেই ধাঁধায় পড়িয়া যান। তাঁহারা বলেন—"ওপারে শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠের স্বামীজীরা বলেন—নিম্ব-'বৃক্ষতলেই সুতিকা মন্দিরে ঐ দেখুন শচী মায়ের কোলে নিমাই। এইটি প্রাচীন স্থান আর এই নিম্ববৃক্ষটা'ও প্রাচীন। শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীহরি এই নিম্ব-বৃক্ষতলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" আবার এপারে নবদ্বীপ-বাসীরা চড়া-ভূমিতে নূতন বসতি দেখাইয়া বলেন—"এইটি প্রাচীন মায়াপুর।" এবং ভিখারী বাবাজীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি দেখাইয়া বলেন, এইস্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের বাড়ী ছিল। এইটি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীহরির জন্ম-ভিটা। ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থোক্ত "মায়াপুর" নামক স্থান। ইহার কোন্‌টি সঠিক তাহা কি প্রকারে বুঝিব? তাই ভক্তগণের শ্রীচরণে দীনের বিনীত নিবেদন—প্রথমে বোঝা উচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীহরির লীলাস্থলী বিদ্যানগরে অবস্থিত শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলবাড়ী, বিদ্য বিলাসের স্থান। কাটোয়া শ্রীকেশব ভারতীর আশ্রম, সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান। তাঁহারা বিহার ভূমি পানিহাটি রাঘব ভবন, বরাহনগর শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের পাঠবাড়ী এবং নীলাচলে গম্ভীরা বাসস্থান। সিদ্ধ-বকুল, ঠাকুর হরিদাসের সমাধি, আইটোটা ইত্যাদি ও তাঁহার বিহারভূমি। এইভাবে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন

দেশে যে সকল প্রাচীন লীলাস্থলী রহিয়াছে, কৈ তাহা লইয়া তো কোন মতবাদ নাই ? তবে শ্রীধাম জন্মস্থান ও লীলাস্থলী লইয়া এই মতবাদ কেন ? নিশ্চয়ই এইস্থানে কিছু ব্যতিক্রম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাই এই মতবাদ। যদি সেই প্রাচীন স্থানই ঠিক থাকিত আর বিধর্ম্মিগণ কর্তৃক দলিল-পত্রাদি দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার বিপর্য্যয় ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পূর্ব্বপরম্পরা জনশ্রুতি থাকিত। ইহার দৃষ্টান্ত এ যুগে নয় সুদূর দ্বাপর-যুগে মথুরায় কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। ঐস্থান বহুকাল পূর্ব্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ অধিকার করিয়া ঐ স্থানের উপর নিজেদের জাতীয় কীর্ত্তি বহু মূল্যবান অতি বৃহৎ একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু সেই হইতে অদ্যাবধি পূর্ব্বপরম্পরা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণ যে ভূমিখণ্ডের উপর ঐ বৃহৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ ভূমিখণ্ডকেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছেন। খ্যাতনামা ভাগ্যবান বিড়লা শেঠ বহুকাল ধরিয়া মামলা করিয়া কংগ্রেস আমলে গত কয়েক বৎসর হইল ঐস্থান অধিকার করিয়াছেন। এবং বহু অর্থব্যয়ে ঐস্থানে বিরাট মন্দিরাদি নির্মাণ ও ঐ স্থানের মহিমা প্রচার করিতেছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় মাত্র ৪৮৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরির আবির্ভাব-কাল। ইহারই মধ্যে দুইবার গঙ্গাদেবী এই গৌরহরির জন্মস্থান গ্রাস করেন। নবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস মহাপুরুষদিগের জীবন চরিত গ্রন্থ, গভর্ণমেণ্ট ঘরের নক্সা, দলিল-পত্রাদিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ এবং পূর্ব্বপরম্পরা জনশ্রুতি প্রবাদও রহিয়াছে।

প্রথমে বন-বিষ্ণুপুরের ভক্ত রাজা বীরহাম্বির এই শ্রীগৌর-হরির জন্মস্থানে কষ্টিপাথরের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই মন্দিরে

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবিত ধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ পূজিত হন। পরে গঙ্গাদেবী ক্রমে ক্রমে যখন ঐ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হন, তখন ঐ ধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হন। এদিকে মন্দিরটা গঙ্গাদেবী গ্রাস করেন। কিছুকাল পরে গঙ্গাদেবী এইস্থান হইতে সরিয়া গেলে এইস্থানে চড়া পড়ে। তখন ইংরাজ সরকারের দেওয়ান শ্রীল গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাহাদুর পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীহরির জন্মস্থান আবিষ্কার করিয়া এইস্থানে ১১৯৯ বঙ্গাব্দে লাল পাথরের নবরত্ন চূড়াবিশিষ্ট একটি বহুমূল্যবান মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের বিবরণ "টেরিটোরিয়াল এরিষ্টক্রেসী অব বেঙ্গল' নামক ইংরাজী পুস্তকে বর্ণিত আছে। মাত্র ৩০ বৎসর পরে ১২১৯ বঙ্গাব্দে পুনরায় গঙ্গাদেবী ঐ মন্দিরটাও গ্রাস করেন। তৎপরে কিছুকাল এইস্থান লুপ্ত থাকে। শোনা যায়, একসময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশবতাংশ প্রভুপাদ শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই শ্রীগৌরহরির জন্মস্থান প্রকট করিবার নিমিত্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের এই গঙ্গার চড়ায় অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর সাধন করিতে থাকেন। তখন তাঁহার প্রতি গঙ্গাদেবীর আদেশ হয়, তুমি কেন অযথা কষ্ট করিতেছ? আমার প্রাণবল্লভের জন্মস্থান ও লীলাস্থানের উপর পাষণ্ডীগণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আমি ঐস্থান নিজবক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছি। এখনও ঐস্থান প্রকাশের কাল আসে নাই। এখনও কাহারও প্রাণে এই জন্মস্থানের অভাব জাগে নাই। এখনও এই জন্মস্থানের' নিমিত্ত কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। এখনও জীব-হিংসা, অধর্ম্ম, অন্যায়, অত্যাচার, স্বার্থপরতা ও ছল-চাতুরীতে নবদ্বীপধাম পরিপূর্ণ। যখন এই জন্মস্থানের নিমিত্ত ভক্তগণের প্রাণ কাঁদিবে, আকুলি-ব্যাকুলি, হা-হুতাশ চলিতে থাকিবে, যখন নদীয়াবাসীদের ঘরে ঘরে আমার

প্রাণবল্লভের আরাধনা চলিতে থাকিবে, যখন ভুবনমণ্ডল শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনে নবদ্বীপধাম পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন এই জন্মস্থান প্রকাশিত হইবেন। তাহার পূর্ব্বে নয়। ঐসময়ে বুদ্ধির বলে ও অর্থবলে ওপারে সীমন্ত-দ্বীপে "মিয়াপুর" নামক গ্রামে বল্লাল দিঘীর পাড়ে নিম্ববৃক্ষ-তলে অশাস্ত্রীয় অযুক্তিকর অশৌচ স্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীহরির জন্মস্থান প্রকট হয়। এবং সেই হইতে মিয়াপুর গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া 'শ্রীমায়াপুর' শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরির জন্মস্থান বলিয়া প্রচার আরম্ভ হয়। ইহার কিছুকাল পরে গৌরগত-প্রাণ ভজনানুরাগী ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের প্রাণে এই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীহরির জন্মস্থানের অভাব জাগিয়া উঠে। আকুলি-ব্যাকুলি, হাহুতাশ চলিতে থাকে। উহাদিগের মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী, ভজন-অনুরাগী, বৈষ্ণব-চূড়ামণি, অবসরপ্রাপ্ত ইনঞ্জিনীয়ার, ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ মূর্ত্তি, গৌরগতপ্রাণ শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাবলে মহা-বলীয়ান হইয়া এই "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীহরির জন্মস্থান উদ্ধার সংকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবের আজ্ঞামালা লইয়া সন ১৩২৩ সালে এই শ্রীধাম নবদ্বীপে আসেন। এবং ঐ ১৩২৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৩৮ সাল এই ১৬ বৎসর ধরিয়া অসাধ্যসাধন করতঃ বৈষ্ণব-বাদীদিগের লাঠি জুতা পদাঘাতাদিতে অব্যর্থ মৃত্যুর কবল হইতে অব্যাহতি পাইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীহরির সঠিক জন্মস্থান আবিষ্কার করিয়া তৃতীয়বার এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করতঃ "শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান" নামে এই আশ্রমটি গঠন করিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণের সংশয় দূর করিবার মানসে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, জীবন চরিত, গভর্ণমেণ্ট ঘরের নক্সা,

দলিল-পত্রাদির এবং এই জন্মস্থানের বিবরণ পূর্ব্বে প্রকাশিত শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর 'নবদ্বীপ-তত্ত্ব' শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজের 'নবদ্বীপ দর্পণ' শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান নির্ণয় সমিতির 'শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান' উন্নয়ন পরিষদের 'প্রাচীন মায়াপুর' ইত্যাদি পূর্ব্বে প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থের প্রমাণ, প্রাচীন জনশ্রুতি ও যুক্তি আদি দেখাইয়া এই শ্রীগৌরাঙ্গের সঠিক জন্মস্থান নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলেন। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কোন্‌টি শ্রীগৌরাঙ্গের সঠিক জন্মস্থান ভক্তগণ তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন। যদি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া ভক্তগণ হা গৌর প্রাণগৌর বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া এই-মহাতীর্থের রজে গড়াগড়ি দিয়া জীবন ধন্য করেন, তবেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি

বিনীত নিবেদন—

*দীনাতিদীন সংকলয়িতা।*

# ভূমিকা

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সপুত্রায় সভৃত্যায় সকলত্রায়তে নমঃ॥

পরমার্থ বস্তু নিরূপণে দুইটি প্রমাণকেই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে—শাস্ত্র এবং মহদনুভব। যেখানে শাস্ত্রবাক্য বিচার করিতে মানুষ অপারগ হইবে, সেখানে মহাজনগণের অনুভূতিকেই আশ্রয় করিতে হইবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান লইয়া লোকের মনে বহুদিন হইতে সন্দেহ জাত হইয়াছে, সে সন্দেহ দূর করিবার জন্য বহু-দিন হইতে চেষ্টা চলিতেছে, তথাপি সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। তাহার কারণ হইতেছে মহাজনগণের অনুভূতির প্রতি অনাস্থা যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মহাজনগণের অনুভূতির উপর আস্থা রাখিয়াছেন তাঁহাদের মনে কোন সন্দেহ নাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান বিষয়ে প্রাচীন মায়াপুরই যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন এবং অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়া সেই সুদুর্লভ প্রেমময় স্থানের পূজা করিতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরগণ নিজেদের অনুভূতির মাধ্যমে সেই লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহাদের অহেতুকী করুণায় আজ আমরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি, প্রেমানন্দে সেইস্থানের ধূলি গায়ে মাখিয়া পুলকিত হইতেছি। কিন্তু যাঁহারা যুক্তিবাদী তাঁহাদিগকেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকরগণ কৃপা করিতে কুণ্ঠা করেন নাই। গোস্বামীগণ শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখাইয়া নিজেদের অনুভূত শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিকেতনকে প্রমাণিত করিয়াছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া অনুভবী শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাস "শ্রীগৌরাঙ্গের সঠিক জন্মস্থান" গ্রন্থে সেই পরমপূজ্য গোস্বামী গণের পদ্ধতিই অনুকরণ করিয়াছেন। তিনি ঐস্থান নির্ণয় ব্যাপারে মহাজনগণের অনুভূতিকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিলেও নানাযুক্তির অবতারণা করিয়া যুক্তিবাদীগণেরও সংশয় দূর করিবার আলোক সংপাত কবিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে যে সকল প্রত্যক্ষমূলক ও শাস্ত্র-মূলক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন মায়াপুরে মহাজন-গণের অনুভূত স্থানই যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যুক্তিবাদীগণের নিকট।

শ্রীমন মহাপ্রভুই যাঁহার সর্ব্বস্ব সেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত্তি, নিত্যধামগত শ্রীপাদ ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজ ঐ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থানটিকে জনগণের নিকট ধরাইয়া দিবার জন্য জীবন পণ করিয়া যে সকল অকাট্য প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণার প্রেরণায় আমাদের শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাদা সেইগুলিই প্রধানতঃ উপজীব্য করিয়া অতি সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় "শ্রীগৌরাঙ্গের সঠিক জন্মস্থান" লিখিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে যাঁহারা ভ্রান্তির কবলে পড়িয়াছেন, যেস্থান শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নয় তাহাকে তাহা বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহাদের সেই ভ্রান্তি দূর হইবে।

বর্ত্তমানে আমাদের রাষ্ট্র স্বাধীন হইয়াছে। রাষ্ট্রকর্ণধারগণ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন বলিয়া সংবিধানের মাধ্যমে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ঐ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থানের প্রতি তেমন আন্তরিক চেষ্টার অভাব দেখিয়া বড়ই খেদ জাত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইয়া আমাদের ভারতের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ধর্ম্মকে নবরূপ দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আচরণ ও তাঁহার প্রেমের বাণী ভারত-আত্মার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তিনি চণ্ডাল, ব্রাহ্মণকে সমভাবে প্রেমের ভূমিকায়

অবতরণ করাইয়া উদার সাম্যবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারি দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণ জনকল্যণ সাধন করিয়া রাষ্ট্র নতা, জননেতা তথা ধর্ম্মনেতারূপে জনসাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় ব্যাপারে আমাদের বর্ত্তম ন কর্ণধারগণের আন্তরিকতার অভাবে সত্যই জনগণের মনে বেদনা সঞ্চার করিবার কথা।

গঙ্গার বিবর্ত্তনে ভূগর্ভের মধ্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থানের অভেদ্য নিদর্শনরূপ যে মন্দির আত্মগোপন করিয়াছে, খননের দ্বারা তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলে বর্ত্তমান গঙ্গার পরপারে শ্রীমন মহাপ্রভুর জন্মস্থান কল্পনা করিয়া এবং সেইভাবে তাহা প্রচার করিয়া যাঁহারা জনসাধারণকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতেছেন তাঁহাদের সেই কল্পনা-জাল ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং যাঁহারা সেই জালের মধ্যে পড়িয়াছেন তাঁহারও মুক্তিলাভ করিবেন।

সরকার বাহাদুরের সাহায্য ব্যতীত বহু অর্থসাধ্য ভূগর্ভ হইতে এই মন্দিরের আবিষ্কার অন্য উপায়ে সম্ভব নয়। সেইজন্য আমি আমাদের জনসাধারণ পক্ষ হইতে এই মহৎ কার্য্যের প্রতি আমাদের রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করিতেছি তিনি সবাইকে সেই মন, সেই বুদ্ধি দান করুন যাহাতে তাঁহারা সেই সুদুর্লভ প্রেমময় স্থান, যে স্থানটিকে তিনি প্রথম স্পর্শ দিয়া ধরাবাসীকে ধরা দিয়াছিলেন, সেই অলৌকিক অপার্থিব বিস্ময় স্থানটির পরিচয় ও স্পর্শ পাইয়া সবাই জীবনকে ধন্য করুন। সেই ভূমির মাটি গায়ে মাখিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া প্রেমভক্তি লাভ করুক! জয়গুরু শ্রীগুরু! জয় জয় গুরু!

সেবাভিক্ষু—

**দীন—বৈষ্ণব চরণ দাস**
( কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-তর্ক-ভক্তিতীর্থ )
অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবত চতুষ্পাঠি
বরাহনগর : পাঠবাড়ী : কলি-৩৫

## শ্রীশ্রীনবদ্বীপের ধ্যান

স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎ-কুর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রং ।
রম্যারামাবৃতং সন্মণি-কনক-মহাসদ্ম-সঙ্ঘৈঃ পরীতম্ ॥
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎকৃষ্ণসংকীর্ত্তনাঢ্যং ॥
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে ॥

( বঙ্গানুবাদ )

শ্রীধাম নবদ্বীপ, ভাগীরথীর মনোহর তীরে অতি বৃহৎ কুর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় প্রকাশিত. পরম রমণীয় পুষ্পোদ্যানে ও উৎকৃষ্ট মণিময় ও সুবর্ণময় গৃহাদিতে পরিশোভিত এবং অহরহঃ প্রতিগৃহে প্রণয়ভরোত্থিত শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনযুক্ত, শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন ও জগতে অতুলনীয় আমি ইহার স্তুতি করি ।

## শ্রীশ্রীনবদ্বীপের প্রণাম

নবীন কনক গৌরাকৃতি পতি যাঁর ।
নবীন শ্রীহরিরস সর্ব্বত্র প্রচার ॥
নবারণ্যশ্রেণী চতুর্দ্দিকেতে বলিত ।
নব সুরধুনী পবনেতে সুসেবিত ॥
নবীন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রস সংকীর্ত্তন ।
নিরবধি যাতে হয় কর্ণ রসায়ন ॥
নবীন গৌরাঙ্গ কৃপারসে উনমত্ত ।
হেন নবদ্বীপ-বন্দো হঞা একচিত ॥

—*—

# নবদ্বীপের যোগপীঠের পদ

নবদ্বীপ রম্যস্থল অভিন্ন ব্রজমণ্ডল
শ্রীধাম ত্রিজগদনুপম।
নাম স্মরণে যাঁর হয় প্রেম ভক্তিসার
হৃদয়ের নাশে তাপ তম॥
বেষ্টিত জাহ্নবী নীরে মিলিত মন্দ সমীরে
উঠে তীরে তরঙ্গ আবলি।
চতুর্বিধ কমলে গুঞ্জরত অলি দলে
তীরে নীরে দ্বিজ করে কেলি॥
ফল পুষ্পে সুশোভিত সুরম্য আরামাবৃত
মধ্যে দিব কনক মন্দির।
রবি জিনি প্রভা অতি অভক্ত অসুর প্রতি
সমজ্যোতিঃ প্রতি ভক্তাদির॥
তার মধ্যে সুবিস্তার কুর্ম্মপৃষ্ঠ আকার
হেমপীঠে রত্ন সিংহাসন।
মন্ত্র-বর্ণ যন্ত্রান্বিত ষট্ কোণ মনোরমিত
তদুপরি দিব্য পুষ্পাসন॥
মধ্যে গৌর কৃষ্ণেশ্বর দক্ষিণে নিতাই হলধর
বামে গদাধর রাধারূপ।
অগ্রে দেব দেবাদ্বৈত দক্ষিণেতে ছত্রহস্ত
পণ্ডিত শ্রীবাস ভক্তভুপ॥
চতুর্দ্দিকে মহানন্দ ময় গৌর ভক্তবৃন্দ
সানন্দদাতা সিংহাসন পাশে।
কি মোর অসৎ মতি চরণে না হল রতি
ধিক্ রহু এ মোহন দাসে॥

# শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরির

## জন্মস্থান বন্দনা

শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী

জয় শচী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
জয় বিশ্বরূপ নিতাই জয় বিশ্বম্ভর॥
জয় জগন্নাথ গৃহ গৌর জন্মস্থান।
প্রাচীন মায়াপুর জয় বিবর্ত্ত বৃন্দাবন॥
নবদ্বীপ ধাম নাম প্রেম জন্ম খনি।
গৌরপ্রেম প্রবাহিনী জয় সুরধনী॥
ব্রহ্মা শিব সনকাদি সদা করে ধ্যান।
নিগম নিগূঢ় গূঢ় গৌর জন্মস্থান॥
ব্রজমোহন রামদাস প্রভুর কৃপায়।
লুপ্ততীর্থ প্রকটিত দীপ্ত মহিমায়॥
মহাপ্রভু দাসের সাধন সেবা নিষ্ঠাবলে।
লুপ্ততীর্থের গুপ্ত সেবা প্রকাশ এতকালে॥
ধন্য হউক ত্রিভুবন করি দরশন।
ভক্ত পদরজ যাচে দ্বিজ আকিঞ্চন॥

—(*)—

# শ্রীগৌরাঙ্গের সঠিক জন্মস্থান

## জন্মস্থানের ইতিবৃত্ত

ভগবতবিমুখী কলিকবলিত জীবগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া কাতর হইয়া শ্রীবাস, শ্রীহরিদাস প্রভৃতি পরম-করুণ শ্রীহরিভক্তগণ তাঁহার প্রতিকারের নিমিত্ত জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণে সবিনয় কাতর প্রার্থনা জানান। তখন শ্রীল অদ্বৈত প্রভু প্রতিজ্ঞা করেন "আনিব আনিব নিশ্চয় আনিব।" আমার প্রভু শ্রীমদনগোপালকে নিশ্চয় আনিয়া কলিহত জীবগণকে দেখাইব এবং তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধনে ধনী করিব। শুন শুন ভক্তগণ এই প্রতিজ্ঞা আমার, নতুবা জগৎ আমি করিব সংহার। ইহা বলিয়া শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শান্তিপুরে গিয়া অনাহারে অনিদ্রায় সুরধুনী তীরে অনাদির আদি গোলকবিহারী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা আরম্ভ করেন। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ (শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র) পাঠ করতঃ কান্দিয়া কান্দিয়া দুটি নয়নধারায় মুখ বুক ভাসাইয়া গঙ্গা-জল তুলসী ও চন্দন পুষ্পাদি করে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে গঙ্গাসলিলে ভাসাইতে লাগিলেন এবং আইস প্রভু, আইস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করত' প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীশান্তিপুরনাথের সেই প্রেমহুঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রভু শ্রীমদন-গোপাল শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহার ভাবকান্তি সুবলিত হইয়া সুরম্য সুরধুনী তীরে শ্রীধাম নবদ্বীপ গ্রামের উত্তরে বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লীতে বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর ঘরে আসিলেন। শ্রীশচীদেবীর গর্ভ সুধাসিন্ধু মাঝে আবির্ভূত হইয়া বঙ্গাব্দ ৮৯২ সালের ফাল্গুনী-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় গ্রহণছলে বিশ্ববাসী নরনারীগণের মুখে শ্রীহরিনাম লওয়াইয়া প্রেমোন্মত্ত করিয়া শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর ভবনে নিম্ববৃক্ষতলে চালাঘরে আপনি জন্মগ্রহণ করিলেন। লোকেভু

গোলক প্রকাশ হইল। নিম্ববৃক্ষতলে জন্ম হইল বলিয়া নাম রাখা হইল শ্রীনিমাইচাঁদ। শ্রীশচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গণনা করিয়া জানিলেন, ইনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ বিশ্বের পালনকর্ত্তা তাই তিনি নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর। নবদ্বীপে জন্ম বলিয়া কেহ নাম রাখিলেন শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র। কেহ বা নাম রাখিলেন শ্রীনদীয়ার চাঁদ, কেহ কেহ জানিলেন ইনি রাধাগোবিন্দের মিলিত বিগ্রহ, তাই গোবিন্দ নামের আদি অক্ষর গো, আর রাধানামের আদি অক্ষর রা-এই অক্ষর যুক্ত করিয়া নাম রাখিলেন গোরা বা শ্রীগোরাচাঁদ। কেহ কেহ সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ অবতার জানিয়া নাম রাখিলেন শ্রীমন মহাপ্রভু। কেহ কেহ গোরচনা হরিতাল বিনিন্দিত অপূর্ব্ব গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তি দেখিয় নাম রাখিলেন গৌর। কেহ বা শ্রীগৌরাঙ্গ, কেহ বা শ্রীগৌরসুন্দর ইত্যাদি। আবার অচৈতন্য জীবকে চৈতন্য করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন জানিয়া শ্রীপাদ কেশব ভারতী নাম রাখিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যে যাহাই বলুক না কেন আমি কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ বা গৌরসুন্দর বলিয়াই বলিব।

যেখানে এই শ্রীগৌরসুন্দর জন্মগ্রহণ করিলেন, সকল ধর্ম মুকুটমণি প্রেমানন্দ খনি শচীদুলাল শ্রীগৌরসুন্দরের সেই জন্মস্থান কোথায়? যে স্থান দর্শনমাত্রে, যে স্থানের রজঃকণা স্পর্শে পামরেরও পরমাগতি লাভ হয়, প্রেমধনে ধনী হইয়া ধন্য হয়। কোথা সেই স্থান? কোথা সেই চিন্তামণিময় ভূমি? ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি আছে—যথা—"ছন্ন-কলৌ" আপনি কলিযুগে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। নারদ পুরাণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে যথা—

"অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।"

'ভাগবদ্‌ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা।" এইসব প্রমাণে জানা যায় এই কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচ্ছন্নলীলা। সেই নিমিত্ত তাঁহার প্রপঞ্চে প্রকট জন্মলীলা স্থানও গঙ্গা প্রবাহে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। সেইপ্রচ্ছন্নতার আবরণ উন্মোচন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিবার মানসে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রেরণা দিলেন বৈষ্ণবচূড়ামণি সিদ্ধ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের অন্তরে। এই শ্রীনিত্যানন্দ-রামই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাধাম। তিনি ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রকাশ আর কে করিবে। তাই তিনি সেই ধামরূপ স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ বাসনায় নিজ প্রিয়ভৃত্য সিদ্ধ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের প্রাণে প্রেরণা দিলেন। এই সিদ্ধ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের নাম পরে শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী হয়। যে কারণে তোতারাম নাম হয় সে কথা পরে বলিতেছি। শ্রীনিতাই চাঁদের কৃপা প্রেরণায় এই সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীবৃন্দাবনের নিজ নিভৃত ভজন-স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বসিলেন শ্রীধাম নবদ্বীপের উত্তর বায়ু কোণের চড়াভূমির উপর যেখানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের ভবন ছিল, যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর শচীদেবীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

শোনা যায় পাষণ্ডীগণ জুতার মালা গাঁথিয়া সেই মহাত্মার গলায় পরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু তিনি ভজনাবিষ্ট ছিলেন বলিয়া কিছুই জানিতে পারেন নাই। এমন সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নৌকাযোগে যাইতে যাইতে সুরম্য সুরধুনী তীরে তেজোদীপ্ত কলেবর ভজনাবিষ্ট সেই মহাপুরুষকে দেখিতে পাইয়া নৌকা হইতে তীরে নামিলেন। সেই মহাপুরুষের নিকটে গিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার গলে জুতার মালা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন - বাবা, কে আপনার গলায় জুতার মালা দিয়াছে?

বলুন আমি তাঁহার উচিত শাস্তিবিধান করিব। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার তখন সেইরূপ ক্ষমতা ছিল। কারণ তিনি তখন ইংরাজ সরকারের সারা বাংলার সর্বময় কর্ত্তা। সিদ্ধ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ দেওয়ানজীর ঐ কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখেন যে সত্য সত্য নিজবক্ষে জুতার মালা ঝুলিতেছে। দেখিয়াই তিনি স্বেদ, কম্প অশ্রু, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ভূষণে ভূষিতাঙ্গ হইয়া হুঙ্কার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুটি নয়নধারায় বক্ষ ভাসাইয়া বলিয়া উঠেন—হা প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদ ! হা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ! তোমাদের এত করুণা ! ধামের রজমাখা ধামবাসীর পাদুকা আমার বক্ষে ঝুলাইয়া দিয়াছ ! আমিতো এত কৃপার পাত্র নই। তোমাদের বালাই লয়ে মরে যাই। সিদ্ধ বাবাজী মহারাজের এই উক্তি শুনিয়া এবং তাঁহার অশ্রুকম্প-পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবভূষণে ভূষিত শ্রীঅঙ্গের শোভা দেখিয়া দেওয়ানজী মুগ্ধ হইলেন। বুঝিলেন, ইনি অক্রোধ পরমানন্দ অদোষ-দরশী শ্রীনিতাই চান্দের নিত্য কিঙ্কর এবং শ্রীগৌরসুন্দরের নিতান্ত কৃপাপাত্র, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা ভাবিয়া দেওয়ানজী ঐ সিদ্ধ বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণতলে পতিত ও নতজানু হইয়া জোড় করে প্রার্থনা করিলেন—বাবা আমাকে কিঞ্চিৎ সেবার সৌভাগ্য দিয়া কৃতার্থ করুন। তাহা শুনিয়া সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ বলিলেন—আপনি শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত কৃপাপাত্র, মহাভাগ্যবান। আমি আপনারই অপেক্ষায় বসিয়া আছি। শ্রীধাম নবদ্বীপ গ্রামের বৈদিক ব্রাহ্মণ-পল্লীর এইস্থানে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের ভবন ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর এইস্থানে নিম্ববৃক্ষের তলে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী পাদ

এই স্থানের নাম মায়াপুর বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। নিম্ববৃক্ষের বিবরণ ঃ শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহনের পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালেই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে শ্রীগৌরসুন্দর সে নিম্ববৃক্ষের তলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নিম্ববৃক্ষ দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া এইস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন নাই। প্রকাশভেদে শ্রীগৌরসুন্দরই স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ শ্রীল মুরারী গুপ্ত, যিনি ত্রেতাযুগের হনুমান: তিনি তাঁহার কড়চার চতুর্থ প্রক্রমে ১৪।৮ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

প্রকাশরূপেণ নিজ-প্রিয়ায়াঃ।
সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্ ॥
বিধায় তস্যাং স্থিত এষ কৃষ্ণঃ।
সা লক্ষ্মীরূপা চ নিবেষতে প্রভুম্।

বংশী বিলাস ঠাকুরের বংশী শিক্ষা নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—গৌরসুন্দর যে নিম্ববৃক্ষতলে আবির্ভূত হন, গৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিয়া যাওয়ার পর একদিন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণবল্লভের বিরহে সেই নিম্ববৃক্ষ তলে বসিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছেন হেনকালে গৌরসুন্দর সেই নিম্ববৃক্ষ হইতে প্রকট হইয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলেন, প্রিয়ে? তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি জীব উদ্ধারের নিমিত্ত লোকচক্ষে সন্ন্যাসী হইয়া নবদ্বীপ ছাড়িয়া দূরে সরিয়া গিয়াছি বটে, কিন্তু নবদ্বীপ আমার ধাম।

নবদ্বীপে আমি সদাই আছি। ইহা বলিয়া সেই নিম্ববৃক্ষ দেখাইয়া বলেন, এই যে নিম্ববৃক্ষ দেখিতেছ, ইহা আমারই স্বরূপ। তুমি এই বৃক্ষের দ্বারা আমার মূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া সেবা কর, আমি তোমার নিকট প্রকট থাকিলাম, জগৎ জানিবে বিগ্রহ। ইহা বলিয়া পুনরায় সেই নিম্ববৃক্ষেই অন্তর্দ্ধান হন। তৎপরে গৌরসুন্দর তাঁহার প্রাণ-প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত বাগনাপাড়ার বংশীবদন গোস্বামীকে আদেশ করেন। যথা—

মোর এই আদেশ শুন শ্রীবংশীবদন।
যে নিম্ববৃক্ষ তলে মাতা দিলা মোরে স্তন।।
সেই নিম্ববৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
মোর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিবে হর্ষ হইয়া।।

শ্রীপাদ বংশীবদন গোস্বামী ঠাকুর গৌরসুন্দরের এই আদেশ পাইয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীযুক্ত নবীনানন্দ আচার্য্য ঠাকুরকে দিয়া সেই নিম্ববৃক্ষের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি মনোহর শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চিতচোরা প্রাণনাথের মনমোহনিয়া অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি পাইয়া বিরহ দুঃখ ভুলিয়া সাক্ষাৎ অনুভবে এইস্থানে সারাজীবন পরমানন্দ মনে সেবা করেন।

"বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত" গ্রন্থে বর্ণিত আছে—অন্তকালে এইস্থানে যে ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যায় গৌরসুন্দর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যায় ভক্তগণ অঙ্গনে জন্মলীলা কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত, সেইকালে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রাণনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের সেই শ্রীবিগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া মানবনেত্রের অগোচর হন।

(বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধানের পর, বনবিষ্ণুপুরের ভক্তরাজা শ্রীবীরহাম্বীর সেই শ্রীবিগ্রহের নিমিত্ত এইস্থানে কাল পাথরের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিছুকাল সেই শ্রীমন্দিরে ঐ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ পূজিত হন। পরে যখন গঙ্গার প্রবাহ সেই শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হন, তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা শ্রীযাদবাচার্য্য গোস্বামীর বংশধর সেবাইতগণ ঐ শ্রীবিগ্রহ মালঞ্চপাড়া নিজেদের বাটীতে লইয়া যান। এদিকে সুরধূনী এইস্থানেও সেই মন্দির গ্রাস করেন। এখন আবার চড়া পড়িয়াছে। এই চড়ার নিম্নে সেই মন্দির ভূতলশায়ী আছে। এই স্থান খনন করিলেই আপনি সেই মন্দির পাইবেন। আপনি তাহার কিছু অংশ তুলিয়া পুনরায় এইস্থানে নবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থানের স্মৃতি রক্ষা করতঃ জগজ্জীবের মহা উপকার করিয়া কীর্তিমান ও ভাগ্যবান হউন।

দেওয়ান শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সেই সিদ্ধ বাবাজী মহারাজের নির্দেশ অনুসারে সেইস্থান খনন করিয়া রাজা শ্রীবীর হাম্বির নির্মিত মন্দিরের কয়েকখণ্ড কাল পাথর তুলিয়া পুনরায় দ্বিতীয়বার সেইস্থানে লাল পাথরের ৬০ ফুট উচ্চ নবরত্ন চূড়া বিশিষ্ট বহু মূল্যবান মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের বিবরণ "টেরিটোরিয়াল এরিষ্টক্রেশি অব্ বেঙ্গল নামক ইংরাজী পুস্তকে বর্ণিত আছে। তৎপরে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মালঞ্চপাড়া হইতে শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর প্রাণবল্লভ সেই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ আনিয়া পুনরায় ঐ নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করেন। ঐ প্রস্তাবে

সেই শ্রীবিগ্রহের সেবাইতগণ অমত করেন। তখন দেওয়ানজী সেই নবমন্দিরে নিজ ইষ্টদেব শ্রীরাধাবল্লভ জীউ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তিনশত বিঘা দেবোত্তর ভূমি, পঞ্চাশ মূর্ত্তি বৈষ্ণবের ভজন কুঠীর ও ঐ মন্দির হইতে তাঁহাদিগের প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া ঐ সিদ্ধ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের দ্বারা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সেবা চালাইতে থাকেন। এবং ঐ সিদ্ধ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার নামকরণে ঐ চড়াভূমিতে রামচন্দ্রপুর নামে গ্রাম বসান।

এদিকে ঘোর বৈষ্ণব বিদ্বেষী শাক্ত ধর্ম্মের প্রচারক কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই সকল সমাচার অবগত হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। তিনি লোক পাঠাইয়া সিদ্ধ শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজকে নিজ নিকটে ডাকাইয়া লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা উড়াইয়া দিয়া বলেন—বেলপুকুরের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্রী শচী পিসির ছেলে নিমাই উচ্ছৃঙ্খলের চূড়ামণি, সে কি ভগবান? সে একটি অপগণ্ড জঘন্য প্রকৃতির মানুষ। কতকগুলি অপগণ্ড উচ্ছৃঙ্খল লোক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভগবান সাজাইয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত একটি উচ্ছৃঙ্খল ধর্মের প্রচার চালাইয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে গিয়াছিল ভাল হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতি লোপ হইয়াছিল। তোমরা কেন আবার তাঁহার জন্মস্থানে মন্দির করিয়া সেই উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মের প্রচার চালাইতেছ?

রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই দুর্ব্যবহারে সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ দুঃখিত না হইয়া বরং হৃষ্টচিত্তে অতি সুমধুর

ভাষায় শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা সম্বন্ধে নানা শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়া, শেষকালে বলেন—"শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা বিষয়ে এত-কাল আমারও মনে একটি বিষয়ে সন্দেহ ছিল। সে সন্দেহটি এই—যুগে যুগেই দেখা যায় যখনি ভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখনই তৎকালীন রাজা তাঁহার বিদ্রোহী হয়। রাম অবতারে রাবণ, কৃষ্ণ অবতারে কংস, এই গৌর অবতারে এতদিন সেরূপ কিছু দেখিতে পাই নাই, তাই, গৌরসুন্দর ভগবান কি-না আমার সন্দেহ ছিল, আজ আমার সেই সন্দেহ ঘুচিল। কারণ, রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন গৌর বিদ্বেষী, তখন আমার শ্রীগৌরসুন্দর নিশ্চয়ই ভগবান।" সেই সিদ্ধ মহাত্মা ইহা বলিতে বলিতেই কম্প, অশ্রু, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ভূষণে ভূষিতাঙ্গ হইয়া "গৌর গৌর" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তোতা পাখীর ন্যায় সুমিষ্ট ভাষায় তাঁহার মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তি শুনিয়া এবং তৎকালীন তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ভূষণে ভূষিত শ্রীঅঙ্গের শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন, এবং তখন তিনি শ্রীগৌরসুন্দরকে ভগবান বলিয়া মানিতে বাধ্য হইলেন এবং ঐ সিদ্ধ মহাপুরুষের নাম রাখিলেন শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী। **সেই হইতে সেই সিদ্ধ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের নাম সিদ্ধ শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী বলিয়া খ্যাতি হইল।**

তৎপরে রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের নামে চিনাডাঙ্গার প্রান্তভাগে কিছু দেবোত্তর ভূমি দান করেন। সিদ্ধ শ্রীল তোতারাম

দাস বাবাজী মহারাজের আদেশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ চিনাডাঙ্গার ঐ দেবোত্তর ভূমিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবিত সেই শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের নিমিত্ত একটি ছোট আকারের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাজা বীর হাম্বির নির্মিত মহাপ্রভুর জন্মস্থানের মন্দিরের নিদর্শন স্বরূপ যাহা খনন করিয়া ভূতল হইতে তুলিয়াছিলেন, তাঁহার একখণ্ড কাল পাথর ঐ চিনাডাঙ্গাস্থিত মন্দিরের দরজার চৌকাঠের নিম্নে সংরক্ষিত করেন। তৎপরে ঐ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহের সেবাইতগণ মালঞ্চপাড়া নিজেদের গৃহ হইতে ঐ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ আনিয়া চিনাডাঙ্গায় ঐ নব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে সেবাইতগণ সকলে একে একে মালঞ্চপাড়া হইতে উঠিয়া আসিয়া চিনাডাঙ্গার ঐ মন্দিরের আশে পাশে বসবাস করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান চিনাডাঙ্গার ঐ মন্দিরস্থ বাড়ীই শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ী, ঐ পাড়ায় শ্রীমন মহাপ্রভুর পাড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রাজা বীর হাম্বির নির্মিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থানের মন্দিরের নিদর্শন সেই কাল পাথর অদ্যাপিও ঐ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ীর পুরাতন মন্দিরের দরজার চৌকাঠের নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দরের বিচিত্র লীলায় ৩০ বৎসর পরে গঙ্গার প্রবল প্রবাহে ১২২৯ সালে পুনরায় শ্রীধাম নবদ্বীপ গ্রামের উত্তর বায়ব্য হইতে প্রায় দেড় মাইল সীমা গঙ্গাগর্ভস্থ হয় এবং গঙ্গার গতি পশ্চিমদিক ছাড়িয়া উত্তরদিক হইতে পূর্ব্বদিকে অলকানন্দার সহিত মিলিত সাতকুলিয়ার নিকটে দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গার সহিত মিলিত হন। সেই সময়ে দ্বিতীয়বার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নির্ম্মিত

জন্মস্থানের সেই লাল পাথরের মন্দিরটিও গঙ্গাগর্ভস্থ হয়। নবদ্বীপ গ্রামের পশ্চিমদিকে নদীয়া জেলা ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যস্থলে আদি গঙ্গার খাদ দুই জেলাকে বিভাগ করিয়া অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের "বাণী" নামক গ্রন্থে প্রকাশ আছে—তিনি যখন শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন তখন এই জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে জল মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের কোথাও কিছু অনুভব অনুভূতি না পাইয়া দুঃখিত অন্তরে সীমন্তদ্বীপে চাঁদকাজীর সমাধির দিকে যাইবার মানসে নৌকায় চাপিয়া গঙ্গা পার হইতে গঙ্গাবক্ষে সমাধিস্থ হন এবং তথায় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ প্রভুদ্বয় জলমধ্য হইতে প্রকাশ হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া আলিঙ্গন করতঃ তাঁহার শরীরে মিলাইয়া যান। তখন তিনি বুঝিলেন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভেই অবস্থিত। "এইভাবে কিছুকাল এই জন্মস্থান লুপ্ত থাকে। পরে যখন নবদ্বীপের ঈশান কোণে গঙ্গার পর-পারে সীমন্তদ্বীপে চাঁদকাজীর সমাধির অনতিদূরে বল্লাল দীঘির পাড়ে মিঞাপুর নামক মুসলমান পল্লীর পার্শ্বে পতিত ভিটায় নিম্ববৃক্ষ তলে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান আবিষ্কার করিয়া ভক্তগণকে ভ্রান্ত-পথে চালাইবার ব্যবস্থা করতঃ—শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভিটা বলিয়া প্রচার আরম্ভ হয়। তখন বৈষ্ণব সমাজে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা শ্রীসনাতন রাজপণ্ডিত, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীবাস গদাধর ইত্যাদি শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ আরও অনেকেরই বংশধর ছিলেন বা আছেন। তাঁহারা সকলেই ঐ প্রচারে প্রতিবাদ করেন।

তাঁহারা বলেন, মায়াপুর নামে একটি পৃথক গ্রাম ছিল না। নবদ্বীপ গ্রামের উত্তরে বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লীতে শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর ভবনে নিম্ববৃক্ষতলে শ্রীগৌরসুন্দর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরসুন্দর অন্তর্দ্ধান হন, তৎপরে আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী পাদ শ্রীভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ঐ গ্রন্থে শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর ভবনে নিম্ববৃক্ষ তলে যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, সেই স্থানকে মায়াপুর বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনিও মায়াপুরকে গ্রাম বলিয়া বলেন নাই। মায়াপুর নামে স্থান বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

যথাঃ নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥

যদি মায়াপুর একটি পৃথক গ্রাম হইত তাহা হইলে এই পয়ারে মায়াপুর নামে স্থান না বলিয়া মায়াপুর নামে গ্রাম বলিতে পারিতেন। আবার এই শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী-পাদই এই শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ নামে গ্রাম বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।

যথা :— অন্তর্দ্বীপ মধ্যে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধনী বেষ্টিত পরম রম্য স্থান॥

আবার মোদদ্রুম দ্বীপ বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

দ্বাপরের পরে কলির প্রথমে।
হবে মহা কৌতুক ঐ নবদ্বীপ গ্রামে॥

বিশ্বসার তন্ত্রেও এই নবদ্বীপ গ্রামেই শ্রীগৌরসুন্দর জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

যথা ঃ— পার্বতীর প্রতি শিবের উক্তি—

গঙ্গায়াঃ দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলিপাপ-বিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনী ॥
জনিষ্যতি প্রিয়ে মিশ্র-পুরন্দর গৃহে স্বয়ং।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌর-বিগ্রহঃ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও নবদ্বীপে শচীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ হইয়াছেন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

যথা ঃ নবদ্বীপে শচীগর্ভে শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু।
তাহাতে প্রকাশ হৈলা কৃষ্ণপূর্ণ ইন্দু ॥

আবার এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্যত্র বলিয়াছেন

চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণ নাম প্রেমে

শ্রীচৈতন্য ভগবতে ব্যাসাবতার শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আবার এই শ্রীনবদ্বীপ গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এই নবদ্বীপ গ্রামের মহা মহিমা প্রকাশ করতঃ মুক্তকণ্ঠে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই ॥

এই সব প্রমাণে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, এই শ্রীনবদ্বীপ গ্রামেই শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান। আর এই নবদ্বীপ গ্রামের উত্তরে বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লীতেই যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা ছিল তাহার প্রমাণ

এই নবদ্বীপের প্রাচীন দলিলাদিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গাব্দ ১১৮৭ সালে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামচন্দ্র শিরোমণি নামক জনৈক বৈদিক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন। সেই দানপত্রে উল্লেখ আছে যথা—নবদ্বীপের উত্তরে বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লীতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর বাড়ীর সন্নিকটে তোমার বাটী গঙ্গায় নিমগ্ন হওয়ায় তোমাকে দেয়াড়াপাড়া বাসের অধিকার দেওয়া গেল। (এই দানপত্র দলিল উক্ত পণ্ডিতের বংশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।) ঐ রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বুড়োশিবতলা নিবাসী আর একজন বৈদিক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্রাহ্মণের আর একখানা দানপত্র দলিলে এইরূপ উল্লেখ আছে যথা- নবদ্বীপের উত্তরে বৈদিক ব্রাহ্মণ-পল্লীতে ৺গৌরাঙ্গ প্রভুর স্নানের ঘাটের নিকট তোমার বাড়ী গঙ্গা-গর্ভে পতিত হওয়ায় তোমাকে চিনা-ডাঙ্গায় বাসের অধিকার দেওয়া গেল। গৌরসুন্দরের জন্মস্থান বা বাসভবন যে এই নবদ্বীপ গ্রামের উত্তরদিকে বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লীতে ছিল, এইরূপ তাহার আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ইহা যুক্তিযুক্তও বটে। কেননা শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র নিষ্ঠাবান বৈদিক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় সেকালের বসবাস ছিল না। সেকালে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন পল্লীতে বসবাস করিতেন। তাহার প্রমাণ অদ্যাপি পুরাতন বসতি ব্যানার্জি পাড়া, মুখুজ্যে পাড়া, বাক্‌চিপাড়া তেলিপাড়া, মালিপাড়া, তাঁতিপাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। নিষ্ঠাবান বৈদিক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের বাসভবন কখনই মুসলমান

পল্লীতে ছিল না বা হইতে পারে না, ইহা সুনিশ্চিত। কেহ কেহ নবদ্বীপ বলিতে নয় দ্বীপ, তাহার মধ্যে মায়াপুর একটি গ্রাম বলিয়া বুঝেন বা বোঝান। নয় দ্বীপ নবদ্বীপ ইহাও মিথ্যা নয়, কিন্তু তাহার মধ্যে নবদ্বীপ নামে একটি গ্রামও বটে। নবদ্বীপের সমষ্টি যখন একটি গ্রাম হইতে পারে না। তবে কি পূর্ব্বে বর্ণিত মহাজনগণের নবদ্বীপ নামে গ্রাম বলিয়া বর্ণন ভুল? তাহা তো হইতে পারে না, কারণ, "শাস্ত্র বাক্য—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। মহাজন বাক্যে নাই দোষ এইসব॥" ভক্তি রত্নকর গ্রন্থে এই নবদ্বীপ ও নয়দ্বীপ গ্রামের পরিষ্কার বর্ণন রহিয়াছে। যথাঃ—

নবদ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়।
গঙ্গার পূর্ব্ব-পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ সীমন্তদ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ মধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥

কোলদ্বীপ ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥ ভঃ রঃ ১২ শতঃ

অষ্টদ্বীপে অষ্টদল মধ্যে দ্বীপ বর।
অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর॥ নবদ্বীপ ভারতরঙ্গ ১৫ পঃ

কহি অন্তরের কথা হইল অন্তর্ধান।
এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ নাম॥

এই ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আরও জানা যায় মণ্ডলাকারে ১৬ ক্রোশ নবদ্বীপের সীমা। চতুর্দ্দিকে গঙ্গা ও গংগার শাখা অলকানন্দা পরিবেষ্টিত অষ্টাক্রোশ নবদ্বীপ ধাম বা গ্রাম। যথাঃ

নদীয়া বসতি অষ্টক্রোশ কেহ কয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয়॥

নবদ্বীপ ধাম পদ্ম পুষ্প প্রায় রীত।
ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত॥
অন্তর্দ্বীপ মধ্যে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনী বেষ্টিত অতি রম্য স্থান॥ ভঃ রঃ ১২ তঃ।

এই বর্ণনায় পরিস্কার বোঝা যায় নবদ্বীপ ধাম বা গ্রাম সুরধুনী দ্বারা পরিবেষ্টিত অন্য ভূমি হইতে পৃথক। যে ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের মায়াপুর লইয়া বিরোধ সেই ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থেরই এই বর্ণন। আরও দেখাইতেছি ক্রমে এই ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন। ইহা বিচার করিলেই বোঝা যাইবে মায়াপুর নামক স্থানেই শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান, কিম্বা মায়াপুর নামক গ্রামেই শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান। ঐ জন্মস্থান বর্ত্তমান গঙ্গার এপারে কিম্বা ওপারে অর্থাৎ নবদ্বীপের পারে, কিম্বা, কাজীপাড়া, মোল্লাপাড়া ও ব্রাহ্মণ পুকুরের পারে। ঐ ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের ১২শ তরঙ্গে বর্ণন আছে। যথা—

নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিদীপ্ত যাতে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন আদি নববিধা ভক্তি।
দেখহ শ্রীভাগবতে (সপ্তম স্কন্ধে) প্রহ্লাদের উক্তি॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যামাত্মনিবেদনম্॥

যেদিকে যে দ্বীপ, আর যে দ্বীপে যে ভক্তি এবং যে দ্বীপে যে গ্রাম বর্ণন করিব তাহার প্রধান প্রধান ঐ ভক্তিরত্নাকরের উক্তি।

১। উত্তরেতে সখ্যাখ্য শ্রীরুদ্রদ্বীপ রাহুপুর বা রুদ্রপুর গ্রাম।

২। ঈশান কোণে শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ সীমন্তদেবীর বা সীমুলিয়া দেবীর পীঠস্থান সীমুলিয়া গ্রাম। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ পুকুর, কাজীপাড়া, মোল্লাপাড়া, মিঞাপাড়া বা শ্রীমায়াপুর গ্রাম।

৩। পূর্ব্বদিকে কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ, গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার স্বরূপগঞ্জ গ্রাম।

৪। অগ্নিকোণে স্মরণাখ্য শ্রীমধ্যদ্বীপ মাজিদা গ্রাম।

৫। দক্ষিণ দিকে পাদসেবনাখ্য শ্রীকোল দ্বীপ, সাতকুলিয়া, চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড় গ্রাম।

৬। নৈঋতকোণে অর্চ্চনাখ্য, শ্রীঋতু দ্বীপ, রাতুপুর বারাহুতপুর গ্রাম।

৭। পশ্চিমে বন্দনাখ্য শ্রীজহ্নুদ্বীপ, জান্নগর, বিদ্যানগর গ্রাম।

৮। বায়ুকোণে সখ্যাখ্য শ্রীমদদ্রুম দ্বীপ, মাউগাছি গ্রাম।

৯। মধ্যস্থলে আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, নদীয়ানগর বা নবদ্বীপ গ্রাম, তার মধ্যে ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ ' উক্ত মায়াপুর স্থানে নাম যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥''

সর্ব্ব প্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয়॥

## ১। অন্তর্দ্বীপ বা নবদ্বীপ বা নদীয়ানগরের বিবরণ

শ্রীঈশান দাস ঠাকুর যিনি শিশুকাল হইতে শ্রীগৌরসুন্দরকে কোলে-পিঠে করিয়া লালন-পালন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহার উপর শ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীনিবাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ জয়তিঃ।

# ঃ নয়দ্বীপের মানচিত্র ঃ

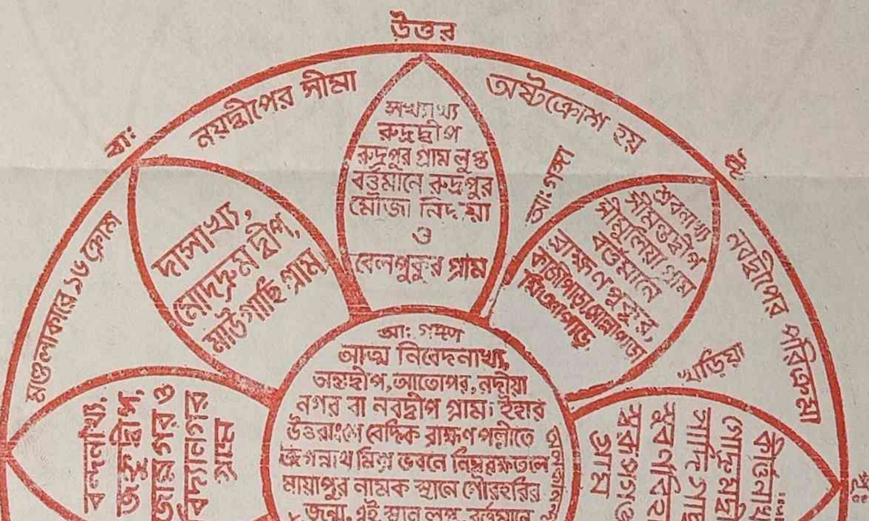
ভক্তিরত্নাকরাদি শাস্ত্রের প্রমাণ। চিত্রে মিলাইয়া দেখ কোথা জন্মস্থান ॥
নয়দ্বীপ নবদ্বীপ ইহাও মিথ্যা নয়। তার মধ্যে একটি গ্রাম নবদ্বীপ হয় ॥

এই নবদ্বীপ গ্রামের বর্ণন শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ব্যাস অবতার বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পয়ার — "নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই। যৈছে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পয়ার—"চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে। লওয়াইল সর্ব্বজীবে কৃষ্ণনাম প্রেমে ॥"

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী পাদের পয়ার—"দ্বাপরের পরে কলির প্রথমে। হবে মহা কৌতুক ঐ নবদ্বীপ গ্রামে ॥" নবদ্বীপ যথা — ১। রুদ্রদ্বীপ, ২। শ্রীমন্তদ্বীপ, ৩। গোদ্রুমদ্বীপ, ৪। মধ্যদ্বীপ, ৫। কোলদ্বীপ, ৬। ঋতুদ্বীপ, ৭। জহ্নুদ্বীপ, ৮। মদদ্রুমদ্বীপ, ৯। অন্তর্দ্বীপ। এই তো হল নয়দ্বীপ। এখন দেখা যাক নবদ্বীপ গ্রামটি কোথায়? ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন—"অষ্টদলে অষ্টদ্বীপ মধ্যে দ্বীপ বড়। অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর ॥ অন্তর্দ্বীপ মধ্যে নবদ্বীপ নামে গ্রাম। সুরধনী বেষ্টিত অতি মনোরম ॥" নবদ্বীপ ধাম পদ্ম পুষ্প প্রায় খ্যাত। ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত ॥ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণন - গৌরসুন্দরের জন্ম নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুরে। এই মায়াপুর কোথায়? এই মায়াপুরের বর্ণন অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী পাদের ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। যথা —

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥"
বৃন্দাবন যৈছে যোগপীঠ সুমধুর। নবদ্বীপ তৈছে যোগপীঠ মায়াপুর ॥
মায়াপুর শ্রীগৌরাঙ্গ যোগপীঠ স্থান। দেব মুনিন্দ্রাদি যার সদা করে ধ্যান ॥

ইহাতে পরিস্কার বুঝা যায় এই মায়াপুর নবদ্বীপের মধ্যে একটি পৃথক গ্রাম নয়। নবদ্বীপে গ্রামের উত্তরে বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লীতে শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের বাড়ী যথায় গৌরচন্দ্র ভগবান আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে সেই স্থানকেই মায়াপুর আখ্যা দিয়াছেন। যদি নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর একটি পৃথক গ্রাম হইত তাহা হইলে নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান না বলিয়া নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে গ্রাম বলিতে পারিতেন। নবদ্বীপের উত্তরে বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লীতে যে গৌরসুন্দরের বাড়ী ছিল তাহা প্রাচীন দলিলাদিতে জানা যায়।
( এই গ্রন্থের ১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য )




শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় সুরধনী গঙ্গা নবদ্বীপ গ্রামের উত্তরদিক হইতে আসিয়া পশ্চিমদিক বেড়িয়া দক্ষিণবাহিনী ছিলেন। গঙ্গার আর একটি শাখা সুরধনী গঙ্গার উত্তরদিক হইতে বাহির হইয়া নবদ্বীপ গ্রামের পূর্ব্বদিক বেড়িয়া দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার সহিত মিলিত ছিলেন। কবি জয়ানন্দের পদে জানা যায় তৎকালে নবদ্বীপ গ্রামবাসীদের অলকানন্দা ও গঙ্গাস্নানের সুযোগ ছিল। যথা — অলকানন্দার জলে স্নান করি কুতূহলে নিত্য হরিনাম জপিও, নিত্য গঙ্গাস্নান করিও। কাজী দলনে যাতায়াত পথে মহাপ্রভু যে কীর্ত্তন মণ্ডলী লইয়া অলকানন্দার সেতু পার হইয়াছিলেন উদ্ধবদাস ঠাকুরের পদে তাহা বর্ণিত আছে। যথা — "অলকানন্দার কুলে নাচে গোরা বাহু তুলে, পদভরে ধরা টলমল। সেতু হইল শ্রীঅনন্ত দেখিলেন ভাগ্যবন্ত অতিক্রান্ত কীর্ত্তন মণ্ডল ॥ তৎকালে নবদ্বীপ গ্রামের চারিদিকে বেড়িয়া যে গঙ্গা ও অলকানন্দা প্রবাহিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য ভাগবতে চারিদিকে চারিটি পারঘাট তাহার প্রমাণ।
( এই গ্রন্থের ৪৪ পৃঃ তাহা দ্রষ্টব্য )

আচার্য্য প্রভু যখন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিবাস প্রভুকে দেখিয়া সেই ঈশান দাস ঠাকুরের মনে শ্রীগৌরাঙ্গের স্মৃতি উদ্দীপন হওয়ায় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কণ্ঠ ধরিয়া রোদন করেন। পরে আচার্য্য প্রভু ঈশান দাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ পরিক্রমায় বাহির হন। শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপের যেখানে যেখানে যে যে লীলা করিয়াছিলেন, শ্রীঈশান দাস ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে সেই সেই সকল স্থানে লইয়া গিয়া, সেই সকল স্থান দেখাইয়া সেই সকল স্থানের লীলা তাঁহার নিকট বর্ণন করেন। ঐ সকল লীলা শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী পাদের রচিত ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে সবিস্তারিত বর্ণন আছে। ঐ গ্রন্থ হইতে প্রয়োজন মত সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছূ কিছু নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। যথা ঃ—

শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে দেখাইয়া বলেন—

ওহে শ্রীনিবাস এই আতি পুরস্থান।
বহুকালাবধি লুপ্ত হইল এই গ্রাম॥
পূর্বে অন্তদ্বীপ নাম আছিল ইহার।
অন্তদ্বীপ নাম যৈছে কহি সে প্রকার॥
দ্বাপর যুগেতে কৃষ্ণ ব্রজেতে বিহরয়।
তাঁর মায়াবেশে কেবা মোহিত না হয়॥
আনের কা কথা ব্রহ্মা মোহিত হইলা।
সখা সহ শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরিলা॥

ইহা বলিয়া ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরণ, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোবৎস ও সখাগণ হইয়া ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ, ব্রহ্মা নিজ অপরাধ জানিয়া

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণতলে পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি, ব্রহ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা, তাহাতেও ব্রহ্মার মন প্রসন্ন না হওয়ায় নিরজনে বসিয়া ব্রহ্মার চিন্তা ইত্যাদি শ্রীঈশান দাস ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট বর্ণন করিয়া বলেন ঃ—

মনে মনে বিচার ব্রহ্মা করে নিরজনে।
না দেখি উপায় চৈতান্যবতার বিনে॥
কলির প্রথমে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
অবতীর্ণ হইয়া করিবে কলি ধন্য॥
নবদ্বীপে করিলে প্রভুর আরাধনা।
করিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা॥ ভঃ রঃ ২২শ তঃ

ব্রহ্মা মনে ইহা চিন্তা করিয়া এই নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর আরাধনা করেন। ব্রহ্মার আরাধনায় প্রভু প্রসন্ন হইয়া ভুবনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়া বর মাগিতে আদেশ করেন। যথা ঃ—

দেখিয়া ব্রহ্মার চেষ্টা শচীর নন্দন।
কহে সুমধুর বাক্যে করি আলিঙ্গন॥
তুমি প্রিয় আমি সদা প্রসন্ন তোমায়।
এবে যে ইচ্ছা বর মাগহ আমায়॥
ব্রহ্মা কহে এই কলিযুগে নদীয়াতে।
করিবে প্রকট লীলা স্বগণ সহিতে॥
সে সময় প্রভু মোরে করি অঙ্গীকার।
জন্মাইব নীচকুলে এ ইচ্ছ. আমার॥

ওহে প্রভু ! মোর অভিমান অতিশয় ।
লোকে ঘৃণা করে যেন ঐছেহ দণ্ড হয় ॥
ঘুচাইয়া আমার দারুণ দুষ্টমতি ।
করাইবা তোমার নামে গাঢ় রতি ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভুর উল্লাস ।
প্রভু কহে পূর্ণ হবে সব অভিলাষ ॥
পাইয়া প্রভুর বর উল্লাস অন্তরে ।
প্রণমিয়া ব্রহ্মা পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সকলের পর ।
কে বুঝিতে পারে প্রভু ! তোমার অন্তর ॥
নানা লীলা কৈলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে ।
না জানি কি লীলা এই নদীয়া নগরে ॥
জীব নিস্তারিবে প্রভু ! এ অল্প বিষয়।
ইথে যে বিশেষ কিছু—শুনি, সাধ হয় ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য চাহি ব্রহ্মা পানে ।
অন্তরের কথা কিছু কহয়ে তাহানে ॥
কহি অন্তরে কথা হৈলা অন্তর্দ্ধান ।
এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ নাম ॥
প্রভুর কৃপাতে ব্রহ্মার হৈল হর্ষমতি ।
নবদ্বীপে প্রভুর প্রকট চিন্তে নিতি ।
এই অন্তর্দ্বীপ ভূমে গৌরগণ সনে ।
করে যে বিলাস তা বর্ণিবে কোন্‌জনে ॥

ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়।
এ স্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধ হয়॥

ইহা বলিয়া দোঁহে রজে গড়াগড়ি দিয়া সীমন্তদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীঈশান দাস ঠাকুরের এই বর্ণনার মধ্যে "মায়াপুর" গ্রামের কোন উল্লেখ নাই। আতপুর, অন্তর্দ্বীপ, নবদ্বীপ, নদীয়ানগর এই চারিটি নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে যে অন্যত্র মায়াপুর নামের উল্লেখ দেখা যায়—সেও তো মায়াপুর গ্রাম বলিয়া বলেন নাই। নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।

## ২। সীমন্তদ্বীপের বিবরণ

শ্রীঈশান দাস ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু
দোঁহে সীমন্তদ্বীপে আসিয়া—
ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
দেখ এই সিমুলিয়া গ্রাম শোভাময়॥
পূর্বে এ সীমন্তদ্বীপ বিখ্যাত জগতে।
সীমন্তদ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে॥
একদিন কৈলাস পর্বতে মহেশ্বর।
ভক্ত নামামৃত-পানে অধৈর্য্য অন্তর॥
সর্ব্ব অবতারের সর্ব্ব ভক্ত নদীয়ায়।
সেইসব নাম ব্যক্ত করি উচ্চারয়॥
গায় প্রভু ভক্তের মহিমা পঞ্চমুখে।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক কিবা উথলয়ে সুখে॥
পরম অদ্ভুত নৃত্য করে দিগম্বর॥

পদভরে কম্পয়ে কৈলাস গিরিবর ॥
যায় নিজ যন্ত্রধ্বনি ভেদিয়া গগন ।
মহামত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার গর্জ্জন ॥
প্রভু শঙ্করের চেষ্টা দেখিয়া পার্ব্বতি ।
হইল বিহ্বল কিছু নাহি বুদ্ধি গতি ॥
নৃত্যাবেশ হৈলা স্থির দেব ত্রিলোচন ।
ঝরয়ে আনন্দাশ্রু নহে নিবারণ ॥
কৈলাস পর্ব্বতোপরি বসি' চর্ম্মাসনে ।
প্রশংসয়ে কলির সৌভাগ্য শ্রীবদনে ॥
পার্ব্বতী পরমানন্দে কহে—"ওহে প্রভু !
অদ্য যে করিলে কৃপা ঐছে নহে কভু ॥
এ সকল নাম কভু না শুনি শ্রবণে ।
যে সকল নাম উচ্চারিলা শ্রীবদনে ॥
কলির সৌভাগ্য প্রশংসহ বার বার ।
ইথে বুঝি—কলিতে প্রকট এ সবার ॥
শুনি পার্ব্বতীর কথা মহেশ উল্লাসে ।
কহে গৌরলীলা কথা অশেষ বিশেষে ॥
আদি মধ্য অন্তলীলা বিস্তারিয়া কয় ।
আনন্দে অধীর হইয়া হুঙ্কার করয় ॥
সে সকল শুনিয়া পার্ব্বতীর মনে যাহা ।
একমুখে কেবা বা বর্ণিতে পারে তাহা ॥
সিমুলিয়া পার্ব্বতী আসি এইস্থানে ।
আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানে ॥

দেবীর আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া, ভুবন-মন-মোহনিয়া, মধুর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ দেবীকে দর্শন দিয়া দেবীর সকল মন-কথা শুনিয়া দেবীকে আশ্বাস দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন । যথা ঃ—

পার্ব্বতী পড়িয়া করিতে প্রণাম ।
প্রভু প্রবোধিয়া তাঁরে হল অন্তর্দ্ধান ॥
প্রভুর চরণ-ধূলা সীমন্তে ধরিল ।
এ হেতু সীমন্তদ্বীপ নাম ব্যক্ত হইল ॥

এত কহি সীমন্তদেবীর পীঠস্থান দোঁহে গড়াগড়ি দিয়া গোদ্রুম দ্বীপ অভিমুখে চলিলেন ।

## ৩। *শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের বিবরণ*

গোদ্রুম-দ্বীপে আসি ঈশাম ঠাকুর এই গোদ্রুম-দ্বীপের সকল বিবরণ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট বর্ণন করেন । যথা ঃ—

ঈশান কহয়ে এই গাদিগাছা গ্রাম ।
বিজ্ঞে কহে পূর্ব্বে গোদ্রুম-দ্বীপ নাম ॥
গোদ্রুম-দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে ।
শুনিনু যে পূর্ব্বে বিজ্ঞগণের মুখেতে ॥
একদিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল হৃদয় ।
সুরভী গাভীর প্রতি ধীরে ধীরে কয় ॥
প্রভুর মায়ায় স্থির হইতে নারিনু ।
অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অপরাধ কৈনু ॥
যদ্যপি প্রসন্ন প্রভু হইলা আমারে ।
তথাপি চিত্ত স্থির নারি করিবারে ॥
নহিল উচিত দণ্ড, দণ্ড দিয়া প্রভু ।
নিজ সেবা যোগ্য কি করিব মোরে কভু ?

শুনিয়া ইন্দ্রের কথা সুরভি সন্তোষে।
ইন্দ্রের প্রতি কহে অতি সুমধুর ভাষে॥
জানিনু—অন্তরে কিছু চিন্তা না করিবে।
এই অবতারে মনোরথ সিদ্ধ হবে ।।
অবতীর্ণ হইতে অল্প দিবস আছয়।
এই কলিযুগেয় সৌভাগ্য অতিশয় ।।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
বিহরিব নবদ্বীপে অতি গূঢ়তর ।।
এত কহি ইন্দ্র সহ সুরতি এথায়।
দেখয়ে নবদ্বীপ শোভা উল্লাস হিয়ায় ।।
আরাধিতে সুরভি প্রভুর শ্রীচরণ।
হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ।।
ভুবন-মোহন গৌর-মূর্তি নিরখিয়া।
মহানন্দে সুরভি ধরিতে নারে হিয়াঃ ।।
ইন্দ্র সহ সুরভি অনেক স্তব কৈল।
দোঁহে বর দিয়া প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈল ।।
হেথা ছিল অশ্বত্থ বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
অতি বিস্তারিত বৃক্ষ, শোভা মনোহর ।।
শ্রীসুরভি গাভী দ্রুমতলে বিলসয়।
এহেতু গোদ্রুম-দ্বীপ পূর্ব্বে বিজ্ঞ কয় ।।

এত কহি শ্রীঈশান দাস ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া তথা হইতে মধ্যদ্বীপে গমন করিলেন।

## ৪। মধ্যদ্বীপের বিবরণ যথা—

শ্রীঈশান ঠাকুর মধ্যদ্বীপে আসি—
শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ মাজিদা গ্রাম।
কহয়ে প্রাচীন পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম॥
মধ্যদ্বীপ নাম যৈছে কহিয়ে সংক্ষেপে।
প্রভুর পরমাদ্ভুত লীলা মধ্যদ্বীপে॥
এথা সপ্তঋষি প্রভু-গুণে মুগ্ধ হৈয়া।
নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া॥
কেহ কহে দেখ নবদ্বীপ শোভাময়।
প্রভুর বিলাস স্থান সুখের আলয়॥
আছয়ে যতেক তীর্থ পৃথিবী ভিতরে।
সেসব তীর্থের স্মৃতি নদীয়া নগরে॥
কেহ কহে নবদ্বীপ-মহিমা অপার।
প্রকটা প্রকটে এথা অদ্ভুত বিহার॥

এত কহি সপ্তঋষি গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্বেই প্রকট অপ্রকট লীলা আরোপে দেখিয়া, গৌরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের রূপ মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তখন গৌর-গুণগানে অধৈর্য্য ঋষিগণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরসুন্দর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সম মধ্যাহ্নকালে সপ্তঋষির সন্মুখে প্রকট হইলেন।

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সম মধ্যাহ্ন কালেতে।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা কে পারে বর্ণিতে॥

ব্যাপিল পুলক অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার।
ভূমে পড়ি প্রভুরে প্রণমে বার বার॥
করিল অনেক স্তুতি কহিলে না হয়।
করি প্রদক্ষিণ পুনঃ প্রভুরে কহয়॥
"ওরে প্রভু বহু অভিলাষ মোসবার।
নেত্র ভরি দেখি এই নদীয়া বিহার॥"

ঋষিস্তুতি-বশে প্রভু কহে ঋষিগণে।
হইবেক পূর্ণ সব যে করিলে মনে॥
নবদ্বীপ লীলা মোর অতি গোপ্য হয়।
রাখিবে গোপনে ইথে মোর সুখ হয়॥
ঋষিগণে মনের আনন্দে কৃপা করি।
হইলেন অন্তর্দ্ধান প্রভু গৌরহরি॥

ওহে শ্রীনিবাস মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গ।
অল্পে জানাইনু এথা হইল মহারঙ্গ॥
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সম মধ্যাহ্ন সময়।

দেখা দিল প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয়॥ ভরঃ ১২ শতঃ

এত বলি শ্রীঈশান দাস ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু দোঁহে তথাকার ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দিয়া কোল-দ্বীপে চলিলেন।

## ৫। শ্রীকোলদ্বীপের বিবরণ

শ্রীকোল-দ্বীপে দোঁহে আসিয়া সত্বরে শ্রীঈশান ঠাকুর —

শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষ।
কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস ॥
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার।
এ নাম হৈল যৈছে কহি সে প্রকার ॥
শ্রীকোলদেবের ভক্ত প্রিয় একজন।
এথা আরাধয়ে কোলদেবের চরণ ॥

আর্ত্তনাদ করি কত কহে বিপ্রবর।
দেখিতে সে চেষ্টা ধৈর্য্য ধরে কে অন্তর ॥
ভক্তাধীন প্রভু অবতরি গৌরহরি।
হইলেন কোলরূপ অদ্ভুত মাধুরী ॥
নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর।
হস্ত, পদ, নাসা, মুখ চক্ষু মনোহর ॥
পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ শোভা সে আশ্চর্য্য।
দেখিতে বরাহদেবে কে বা ধরে ধৈর্য্য ॥

ভূমে পড়ি বিপ্র প্রণমিয়া প্রভু পায়।
কৈল যত স্তুতি তাহা কহনে না যায় ॥
ভকত বৎসল কোলদেব বিপ্র প্রতি।
কহয়ে মধুর বাক্য হৈয়া হর্ষ মতি ॥

হইবেক পূর্ণ, মনে যে আছে তোমার।
দেখিবা এ নবদ্বীপে অদ্ভুত বিহার॥
ঐছে কহি অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণে।
অন্তর্দ্ধান হৈলা কোলদেব ততক্ষণে॥
পর্ব্বত প্রমাণ কোল বিপ্রে দেখা দিল।
এই হেতু কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য হৈল॥

এত বলি তথাকার রজে গড়াগড়ি দিয়া ঋতুদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

## ৬। ঋতুদ্বীপের বিবরণ

আসিয়া শ্রীঋতুদ্বীপে শ্রীঈশানদাস ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে কহেন—

ওহে শ্রীনিবাস ঋতুদ্বীপাখ্যা যে মতে।
তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীন লোকেতে
হেথা ছয় ঋতু—বর্ষা, শরৎ হেমন্ত।
শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম সবে মূর্ত্তিমন্ত॥
কেহ কারু প্রতি কহে মধুর ভাষায়।
—"হইব প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায়॥"
কেহ কহে,—"করিবেন অদ্ভুত বিহার।
তিলে তিলে মোদ বাঢ়াবেন মো সবার॥"
কেহ কহে,—"ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি।
কতদিনে মোদ জন্মাইবে অবতরি॥"
কেহ কহে,—"কলির প্রথমে অবতার।
শ্রীনারদ মুনি কৈল সর্ব্বত্র প্রচার॥"

কেহ কহে,—"কহ অবতারের সময়।"
কেহ কহে, "বসন্তের ভাগ্য অতিশয়॥"

হইলা বসন্ত ঋতু হর্ষ অনিবার।
আপনেই প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার॥
ঋতুরাজ বসন্ত সহিতে ঋতুগণ।
প্রভু অবতীর্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
ঋতুগণ বহু অভিলাষে আরাধয়।
এ হেতু এ ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কয়॥ ভঃ রঃ ১২ শতঃ
এত বলি ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দিয়া।
জহ্নুদ্বীপে চলে দোঁহে হরষিত হৈয়া॥

## ৭। শ্রীজহ্নুদ্বীপের বিবরণ

জান্নগর গ্রামে আসি ঈশান ঠাকুর—
শ্রীনিবাসে কহে,—দেখ গ্রাম জান্নগর॥
পূর্ব্বে জহ্নুদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর॥
যৈছে জহ্নুদ্বীপ নাম ব্যক্ত মহীতলে।
তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীন সকলে॥
জহ্নুমুনিপরম আনন্দে এইখানে।
দেখি নবদ্বীপ শোভা বিচারয়ে মনে॥
—"অন্য কলি হইতে এই কলিযুগ ধন্য।
যাতে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

সর্ব্বাবতারের সর্ব্ববিপ্র প্রিয়গণ সনে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ কলির প্রথমে॥
ধরিব সে গৌরবর্ণ উপমার পার।
হইব শ্রীঅঙ্গের ভঙ্গিমা চমৎকার॥
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস।
তাহা দেখি, কি পূর্ণ হইবে অভিলাষ॥"
ঐছে বিচারিয়া মুনি মনের আনন্দে।
আরাধয়ে ভুবনমোহ গৌরচন্দ্রে॥

মুনিবর ধ্যানস্থ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আদি, মধ্য, অন্তলীলা দর্শন পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। ধ্যান ভঙ্গে নেত্র মেলিতেই সাক্ষাতে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইলেন। যথা:—

ঐছে নিরখিয়া মুনি নারে স্থির হৈতে।
নেত্র মেলিতেই তিহঁ উদয় সাক্ষাতে॥
সুচারু চাঁচর কেশ মাতায় ভুবন।
ঝলমল করে নানা অঙ্গের ভূষণ॥
জগত করয়ে আলো রূপের ছটায়।
স্বর্ণাদি মলিন সে উপমা নহে তায়॥
অঙ্গ-ভঙ্গি কোটি-কন্দর্পের দর্পনাশে।
দেখি মুনি হইলেন বিহ্বল উল্লাসে॥

করিলা অনেক স্তুতি রহিয়া সম্মুখে।
সমর্পিয়া নেত্রদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখে॥

প্রভু আলিঙ্গন করি' কহে বার বার।
—"সর্ব্ব মনোরথ-সিদ্ধ হইবে তোমার ॥"
ঐছে কত কহি' প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলা।
প্রভুর ইচ্ছায় মুনি ধৈর্য্যাবলম্বিলা ॥
জহ্নুমুনি মহানন্দে রহে এইখানে।
এই হেতু জহ্নুদ্বীপ কহে বিজ্ঞগণে ॥ ভঃ রঃ ১২ শত

এত বলি ঈশান ঠাকুর ও আচার্য্য প্রভু দোঁহে তথাকার রজে গড়াগড়ি দিয়া দোঁহে মোদদ্রুমদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

### ৮। *শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপের বিবরণ*

মাউগাছি প্রদেশের শোভা নিরখিয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈশান হাসিয়া॥
—এই মাউগাছি গ্রাম লোকেতে প্রচার।
মোদদ্রুপ-দ্বীপ নাম পূর্ব্বে সেই ইহার ॥
মোদদ্রুম-দ্বীপ নাম যৈছে ব্যক্ত হৈল।
তাহা কহি প্রাচীনের মুখে যা শুনিল ॥

এত বলি ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালিতে সীতাদেবী লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ লীলাটি আমুল বৃত্তান্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট ঈশান ঠাকুর বর্ণন করিয়া বলেন,—এইখানে আসিয়া রামচন্দ্র নবদ্বীপের পানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া সীতাদেবী রামচন্দ্রকে এই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যথা :—

কিছুদূর হৈতে নবদ্বীপ পানে চায়।
মন্দ মন্দ হাসে অতি উল্লাস হিয়ায় ॥

শ্রীরামচন্দ্রের দেখি সহাস্য বদন।
জিজ্ঞাসে জানকী,—"কহ হাস্যের কারণ ?
শুনি শ্রীসীতার পোঢ় বাক্য রসাবেশে।
কহয়ে জানকী প্রতি সুমধুর ভাষে।।
"দ্বাপরের পরে কলিযুগের প্রথমে।
হইবে মহা কৌতুক ঐ নবদ্বীপ গ্রামে॥
নবদ্বীপে করি অতি অদ্ভুত বিহার।
ততুপরি করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার।।
এবে যৈছে ভ্রমি ঐছে করিব ভ্রমণ।।
হইল স্মরণ তাই হাসিনু এখন।
শুনিয়া জানকী নিবেদয়ে যোড়-করে।
-"কৈছে বিলাসিবা প্রভু নদীয়া নগরে।"

জানকীর এই কথা শুনি শ্রীরামচন্দ্র জানকীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের আদি-মধ্য-অন্ত লীলা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া জানকী ঐ শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ এবং ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তনাদি লীলা দেখিতে চাহিলে শ্রীরামচন্দ্র জানকীজীকে নয়ন মুদ্রিত করিতে বলিলেন। জানকীজী নয়ন মুদ্রিত করিতে অপূর্ব্ব গৌর-মুরতি ও সংকীর্ত্তনাদি লীলা দেখেন. সাক্ষাতে দেখিয়া সে অপরূপ গৌরলীলা সীতাদেবী অধৈর্য্য হইলেন।

নয়ন মেলিয়া চাহে প্রাণনাথ পানে।
হাসিয়া সে রামচন্দ্র স্থির কৈল তানে।।
সর্ব্ব তত্ত্ব জানেন শ্রীসুমিত্রা নন্দন।
হইলা অধৈর্য্য লীলা করিয়া স্মরণ।।
এথা সকলের মোদ বৃদ্ধি অতিশয়।
এই হেতু মোদদ্রুম-দ্বীপ পূর্ব্বে কয়॥ ভঃ রঃ ১২ শতঃ

এত বলি শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে লইয়া তথাকার রজে গড়াগড়ি দিয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপে যান।

## ৯। শ্রীরুদ্রদ্বীপের বিবরণ

শ্রীঈশান ঠাকুর সে রাতুপুরে গিয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
—এই রাতুপুর পূর্বে রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হইল এবে আছে মাত্র স্থান॥
রুদ্রদ্বীপ নাম যৈছে প্রচার হইল।
তাহা কিছু কহি বিজ্ঞ মুখে যে শুনিল॥
গৌরচন্দ্র প্রকট হইব নদীয়ায়।
ইথে শ্রীরুদ্রের মহা উল্লাস হিয়ায়॥
নিজগণ সনে রুদ্রদেব এইখানে।
হইলা উন্মত্ত গৌর-চরিত্র কীর্ত্তনে॥

প্রভু না জন্মিতে রুদ্র প্রভু জন্ম গায়।
—"এবে প্রভু অবশ্য জন্মিবে নদীয়ায়॥
দেখি প্রভু জন্ম লীলা জুড়াবে নয়ন।
এত কহি স্বর্গেও নাচয়ে দেবগণ॥
প্রভুগুণ-গানে রুদ্র আত্ম বিস্মরিত।
হৈলা অধৈর্য্য প্রভু দেখি রুদ্র-রীত॥
অন্য অলক্ষিতে রুদ্রদেবে দেখা দিয়া।
রুদ্রদেবে করে স্থির বহু প্রবোধিয়া॥

প্রভু বাক্যে রুদ্র স্থির হৈয়া মহানন্দে।
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে গৌরচন্দ্রে ॥
শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবে আলিঙ্গিয়া।
হইলেন অদর্শন প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥
নিজগণ রুদ্র সহ বসি এইখানে।
করে সুধা-বৃষ্টি গৌর-চরিত্র কথনে ॥
ওহে শ্রীনিবাস এ পরম পুণ্যস্থান।
শ্রীরুদ্র বিলাসে তেঞি রুদ্রদ্বীপ নাম ॥

শ্রীঈশান দাস ঠাকুরের বর্ণনীয় এই নবদ্বীপে বহু গ্রাম আছে। তাহার মধ্যে দ্বীপের নামের সহিত যুক্ত, প্রধান প্রধান প্রাচীন যে সকল গ্রাম, তাহার মধ্যে রুদ্রদ্বীপের রুদ্রপুর বা রাতুপুর গ্রাম এবং নবদ্বীপ গ্রামের যেদিকে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ী, আদি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রধান প্রধান লীলাস্থলী ছিল সেই দিক হইতে নবদ্বীপের প্রায় বার আনা অংশ গঙ্গাপ্রবাহে লুপ্ত হইয়াছে। তৎভিন্ন অন্য সাতটি দ্বীপের প্রাচীন সাতটি গ্রামই বর্ত্তমান আছে। নবদ্বীপের ঈশান কোণে সীমন্তদেবীর পীঠস্থান প্রাচীন, বর্ত্তমান আছে। গ্রামের নাম সিমুলিয়ার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণপুকুর কাজীপাড়া, মোল্লাপাড়া, মিঞাপুর অধুনা শ্রীমায়াপুর নাম হইয়াছে। পূর্বদিকে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার প্রাচীন গ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছে। অগ্নিকোণে মধ্যদ্বীপে মাজিদা প্রাচীন গ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছে। দক্ষিণদিকে কোলদ্বীপে সাত-কুলিয়া বা কুলিয়া পাহাড়পুর, চাঁপাহাটী গ্রামের কিয়দ অংশ এবং সমুদ্রগড়ের কিয়দংশ প্রাচীন বর্ত্তমান রহিয়াছে। নৈঋতকোণে ঋতু-দ্বীপে প্রাচীন রাতুপুর বা রাহুতপুর গ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পশ্চিম দিকে জহ্নুদ্বীপে প্রাচীন জান্নগর গ্রাম রহিয়াছে। বায়ু-কোণে মোদদ্রুমদ্বীপে প্রাচীন মাউগাছি গ্রাম বর্তমান রহিয়াছে। উত্তর দিকে রুদ্রদ্বীপে প্রাচীন রাতুপুর বা রুদ্রপুর নামক গ্রামটি গঙ্গা প্রবাহে লুপ্ত হইয়াছে বটে কিন্তু রুদ্রপুর মৌজা নামে নবদ্বীপের উত্তর রুদ্রদ্বীপের ঐ জমিগুলির নামকরণে দ্বীপের নাম বহাল রহিয়াছে। এই অষ্টদিকে অষ্টদ্বীপ বা অষ্টগ্রামের মধ্যস্থলের অন্তদ্বীপ বা নবদ্বীপ গ্রাম বা নদীয়া নগর। ইহার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রাচীন যে অংশটি বর্ত্তমান আছে তাহাতে বুড়াশিবতলা, মালঞ্চপাড়া, দণ্ডপাণিতলা, তেবরীপাড়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুপাড়া, পোড়ামাতলা, ব্যানার্জীপাড়া ইত্যাদি কতকগুলি প্রাচীনপাড়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সকল স্থানগুলি পরিদর্শন করিলে ইহার মধ্যে কোথায় যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু জন্মস্থান ছিল তাহা অনুমান করা যায়। এই নবদ্বীপ গ্রামের যে অংশটি গঙ্গা প্রবাহে লুপ্ত হইয়াছে ঐ অংশে বর্ত্তমানে প্রতাপনগর গৌরনগর, গঙ্গানগর নিতাইনগর, নিমাইনগর, মহাপ্রভু কলোনী, রুদ্রপাড়া প্রাচীনমায়াপুর, জন্মস্থানপাড়া, মালোপাড়া, কালিদহপাড়া, জাতীয় বিদ্যালয় বঙ্গবাণী (কলেজ), শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান আশ্রম, গিরিধারী আশ্রম, শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ আশ্রম, গোলাপ ভবন, শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির, অমৃত আশ্রম, (মীরাবাঈ) শ্যামাবাই আশ্রম, (রামচন্দ্রপুর) ভজন আশ্রম, স্বস্তি আশ্রম, ইত্যাদি কতকগুলি পাড়া ও কতকগুলি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নবদ্বীপ গ্রামের বা ধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী শ্রীপোড়ামা ও বাবা বুড়াশিব শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বকাল হইতে এই শ্রীনবদ্বীপ ধামে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাস, দোল, ঝুলন, চৌদ্দমাদল ও ধূলোট

কীর্ত্তনাদি পর্ব্বমেলা পূর্ব্বকাল হইতে অদ্যাবধি এই নবদ্বীপ ধামে প্রচলিত আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহই এই শ্রীনবদ্বীপ ধামের অধীশ্বর, তিনিও এই নবদ্বীপ ধামেই বিরাজমান আছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকম্ ন গচ্ছামি। অথচ দেখা যায়, তিনি শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গেলেন বটে কিন্তু গোবর্দ্ধন পর্ব্বতরূপে ব্রজবাসীর নিকট ব্রজেও রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিরহ হইতে ব্রজবাসীগণকে বাঁচাইবার নিমিত্ত ব্রজবাসীগণ কর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করাইয়া গোবর্দ্ধন পূজা করান, এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মূর্ত্তিমান গোবর্দ্ধনরূপ ধারণ করিয়া ব্রজবাসীগণের রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন পক্কান্নাদি ভোজন করেন। তখন হইতে ব্রজবাসীগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়াই জানিতেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গেলে ব্রজবাসীগণ গোবর্দ্ধনের সেবা করিয়া ও দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও দর্শনের আনন্দ পাইতেন। এখানেও ঠিক তাই, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর একসময় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বলিয়াছিলেন, প্রিয়ে! আমি নবদ্বীপ পরিত্যজ্য পাদমেকমং ন গচ্ছামি। অথচ দেখা যায়, তিনি নবদ্বীপ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসী হইয়া নবদ্বীপ ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু শ্রীবিগ্রহরূপে এই নবদ্বীপেই রহিলেন। যেমন ভক্ত প্রহ্লাদের প্রেমে এই শ্রীগৌরসুন্দর ফটিক-স্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংহরূপে প্রকট হইয়া প্রহ্লাদকে দর্শন দিয়াছিলেন। তেমনি এখানে শ্রীগৌরসুন্দর যে নিম্ববৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে সেই নিম্ববৃক্ষ হইতে প্রকট

হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দর্শন দেন। এবং সেই নিম্ববৃক্ষ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশ হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পার্শ্বে এই জন্মস্থানেও রহিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধানের পর গঙ্গার প্রবল প্রবাহে যখন এই জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হয় তাহার পূর্বে এই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ এই জন্মস্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া যান। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ এই জন্মস্থান হইতে সরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তিনিও নবদ্বীপধাম এবং নবদ্বীপবাসীকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারেন না। কারণ তখন ঐ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহই যে নবদ্বীপবাসীগণের প্রাণ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কত কত মহানুভবী বৈষ্ণব মহাপুরুষ এই নবদ্বীপধামকে ভজন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সমাধি এই নবদ্বীপধামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ যাহাদিগের আদি পুরুষ, ওপারে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান হইলে তাহারা কি তাহা জানিতেন না? তাঁহারা—বলেন আমরা পিতা-পিতামহের মুখে এবং এই নবদ্বীপধামের যাঁহারা আদি বাসিন্দা প্রাচীন মুখে শুনিয়া আসিতেছি, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। গ্রন্থাদিতে তাহার বহু প্রমাণও রহিয়াছে। এই নবদ্বীপধামের উত্তরে ঐযে প্রকাণ্ড চড়াভূমি, ঐস্থানেই বৈদিক ব্রাহ্মণ পল্লীতে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা ছিল। শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরের উক্তি আছে, যথাঃ—শ্রীব্রজ-বাসীগণ স্থানে, শুধাইব জনে জনে, কহ আর লীলাস্থলী কাঁহা। এখানেও ঠিক তাই, নদীয়াবাসীগণ স্থানে, শুধাইব জনে জনে, কহ গৌর জন্মস্থান কোথা।

যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়া নবদ্বীপবাসীদিগের সহিত

বিরোধ করিয়া অর্থবলে ও বুদ্ধিবলে বলীয়ান হইয়া, ওপারে মিঞাপুর নামক গ্রামে, মুসলমান পল্লীতে, পতিত ভিটায়, অশোচ্য স্থানে, শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান আবিস্কার করিয়া চাক্‌চিক্ক দেখাইয়া ভক্ত-গণকে ধোকা দিয়া ভ্রান্ত পথে চালাইতেছেন। তাঁহদিগের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থানের সন্ধান জানিতে গেলে তাঁহারা ভ্রান্তপথেই চালাইবেন। তাই বলি সাধু সাবধান, ফের করুন অবধান, ওপারে প্রাচীন গ্রাম বল্লালনগর রাজা বল্লালসেনের রাজধানী ছিল, ১১১৯ হইতে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা বল্লাল সেন ঐস্থানে বাস করিয়া রাজত্ব করেন। অদ্যাপি তথায় তাঁহার প্রাচীন স্মৃতি বল্লাল ঢিপি ও বল্লাল দীঘির খাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত বঙ্গাধিপ গঙ্গাবাসার্থে নবদ্বীপের নিকটে রাজধানী স্থাপন করেন। নবদ্বীপের প্রাচীনকালের ইতিহাস কুলকারিকা নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। যথা:—।

মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল গঙ্গা স্নান।
জহ্নুনগর উত্তরে করয়ে বাসস্থান॥
নিজ প্রিয় নিবাস বল্লাল নগর।
দেখ যার পূর্ব্বতট নবদ্বীপোত্তর॥

রাজা বল্লাল সেনের সময় নবদ্বীপের উত্তরে বল্লালনগর গঙ্গা হইতে বহু দূরে ছিল, যে নিমিত্ত জলাশয় দীঘি খনন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, আর সেই সময় নবদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে জল ছিল। যথা:—

কহে রাজা কাহারে কোথা অভিলাষ

* পরিশিষ্টে তারকব্রহ্ম গোস্বামীর পত্র দ্রষ্টব্য।

নব নব দ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপে প্রকাশ॥ কুলকারিকা

নবদ্বীপবাসীদের ঐ সময়ে "অলকানন্দা" ও গঙ্গা-স্নানের সুযোগ ছিল।

যথা ঃ— "অলকানন্দার জলে স্নান করি কুতূহলে,
নিত্য হরিনাম জপিও।"
প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গা স্নান করিও। (কবি জয়ানন্দ)

উপরি উক্ত পদগুলি দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায়, ঐ সময়ে গঙ্গা ও গঙ্গার শাখা অলকানন্দা নবদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। রাজা বল্লাল সেনের পরে রাজা লক্ষ্মণ সেন ধর্ম্মনিষ্ঠ পরম ভক্ত রাজ-কার্য্যে-উদাস হইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চাদি করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। যথা ঃ—

নবদ্বীপে যদা রাজা (লক্ষ্মণ) কৈল বাস।
তদা গঙ্গা বাসে বসে দ্বিজ আশ-পাশ॥
সদাচার রাখিবারে কর তথা স্থিতি।
বিদ্যাব্রহ্মণ্যের হৌক আদর্শের ক্ষিতি॥ কুলকারিকা।
নিজ সভাসদে দিল নবদ্বীপে ঘর।
যে ইচ্ছিল গঙ্গাবাস কিম্বা দ্বিজতত্ত্বর॥
(ঘটক প্রবর নুলোপঞ্চানন)

রাজা লক্ষ্মণ সেন রাজকার্য্যে উদাস থাকায় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হয়। সুযোগ বুঝিয়া ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজি আক্রমণ করতঃ রাজা লক্ষ্মণ সেনের বিলাসী সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া অধিকার করেন। পরে রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের কীর্ত্তি হিন্দু রাজ্য চিহ্ন লোপ করিয়া নিজেদের জাতীয় কীর্ত্তি, কাজীপাড়া, মাল্লাপাড়া, মিঞাপাড়া বা মিঞাপুর নামে গ্রাম বসাইয়া ঐ বল্লাল

নগরকে যবননগরে পরিণত করতঃ ইসলামপুরের জমি বলিয়া ঘোষণা করে। সেই সময় হইতে জমিদারীর চিঠা ও তৌজিগুলিতে বরাবর ইসলামপুরের জমি বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। যথা ঃ—

যে কালে লক্ষ্মণ সেন নীলাচলে চলে।
হিন্দুরাজ্য শেষ হৈল যবনের বলে॥ কুলকারিকা।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্ব্বকাল হইতে বল্লালনগরস্থ বল্লাল দীঘির পাড়ে ঈশানকোণে কাজীপাড়া, নৈঋতকোণে মিয়াপাড়া বা মেয়াপুর, মেয়াপুরের পূর্বদিকে ও কাজীপাড়ার দক্ষিণ দিকে মোল্লাপাড়া অবস্থিত ছিল বা আছে ভক্তিরত্নাকরাদি বৈষ্ণব গ্রন্থে ঐ স্থানের নাম সীমন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়া বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা ঃ—

ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
দেখ এই সিমুলিয়া গ্রাম শোভাময়॥
পূর্বে এ সীমন্তদ্বীপ বিখ্যাত জগতে। ভঃ রঃ ২৩

ঐ সীমন্তদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী সীমন্তদেবী বা সিমলাদেবী রাজা বল্লাল সেনের সময় অথবা তাহারও পূর্ব্বকাল হইতে অদ্যাপি ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অদ্যাপি প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শেষ শনিবারে এই সিমলাদেবীর পূজা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেই মুসলমান আমলে বাদশাহ হুসেন শাহের শাসন কালে সন ৮৯২ সালে আবির্ভূত হন। ঐ সময়ে এই নবদ্বীপের শাসন ভার ঐ সিমুলিয়ায় অবস্থিত কাজীপাড়া নিবাসী শ্রীল চাঁদকাজীর উপরে ছিল, অদ্যাপি ঐ চাঁদকাজীর সমাধি তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার বংশধরগণ স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণের উৎপীড়নে বর্ত্তমানে তথা হইতে উঠিয়া কেহ বা

ঢাকায় কেহ বা চাকদহে কেহ বা আরামবাগে গিয়া বসবাস করিতেছেন। ঐ চাঁদকাজীর সমাধির উত্তরে অনতিদূরে সীমন্তদেবীর পীঠস্থান। যখন এই শ্রীল চাঁদকাজী নবদ্বীপে আসিয়া সংকীর্ত্তনে বাধা জন্মায়, মৃদঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া দেয়, তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু মহাক্রোধাবেশে সাঙ্গপাঙ্গস্ত্র পার্ষদ লইয়া সুসজ্জিত হইয়া ঐ শ্রীল চাঁদকাজীকে শাসন করিয়া পদানত করতঃ ভক্তিপথে আনিবার নিমিত্ত মহা-সংকীর্ত্তন লইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যে পথ দিয়া কাজীর বাড়ী গিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে তাহার পরিস্কার বর্ণন আছে। যথা ঃ—

গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায় ॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইয়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥
বারকোনা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া ॥

এই তো গঙ্গার-তীর দিয়া যাইতে যাইতে চারিটি ঘাট পড়িল, তৎপরে গঙ্গানগর গ্রাম অতিক্রম করিয়া সিমুলিয়া কাজীর গ্রামে পৌছিলেন। কাজীর গ্রামে পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু এখনও কাজীর বাড়ী দূরে। সে কারণে এখনও কাজী সাহেবের কানে কোন শব্দ পৌছায় নাই। কেননা ইহার পরেই আবার বলিতেছেন—

নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া ॥
গৌরাঙ্গসুন্দর যায় যে দিকে নাচিয়া।
সেইদিকে সর্ব্বলোকে চলয়ে ধাইয়া ॥

কাজীর বাড়ীর পথ ধরিল ঠাকুর।
বাদ্য-কোলাহল কাজী শুনয়ে প্রচুর॥

এতক্ষণে কাজী সাহেব বাদ্য কোলাহল শুনিতে পাইলেন। কিন্তু এখনও কীর্ত্তনমণ্ডলী দূরে, যে নিমিত্ত এখন কাজীসাহেব সংবাদ জানিতে লোক পাঠাইতেছেন।

কাজী বলে জান ভাই কি গীত বাজন।
কিবা কারো বিভা কিবাভূতের কীর্ত্তন॥
মোর বোল লঙ্ঘি কিবা করে হিন্দুয়ানী
ঝাট জানি আইস তবে চলিব আপনি॥

**ইহা হইতে উদ্ধব দাস ঠাকুরের পদে আরও অধিক স্থানের উল্লেখ আছে।** যথা :—

যে দিনেতে গৌরহরি, কাজীরে দলন করি,
নবদ্বীপে করিলা ভ্রমণ।
চারি ঘাট উত্তরিয়া, গঙ্গানগর গ্রাম দিয়া,
পরে জলাশয় সুশোভন॥
জলাশয় ঐশ্যান্তেতে, চাঁদ কাজী করে স্থিতে,
সিমুলিয়া নামে সেই স্থান।
কাজীরে দলন করি, ভক্ত সঙ্গে গৌরহরি,
দক্ষিণ দিশা করিলা গমন॥
সংকীর্ত্তনে মত্ত হই, শঙ্খ তন্ত পল্লী দুই,
মহানন্দে করিয়া ভ্রমণ।
শ্রীধরের গৃহ হইয়া, গাদিগাছা মাজিদা দিয়া
পশ্চিম দিশা পার ডাঙ্গা স্থান॥

তাহার উত্তর দিয়া, রাজ পণ্ডিতের গৃহ হইয়া,
ভক্তগণে মহাসুখী করি।
বায়ুকোণে কিছু দূরে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে,
নিজগৃহে গেলা গৌরহরি ॥
উত্তরেতে নিজ ঘাট, তার পূর্ব্বে মাধাই ঘাট,
নিকটেতে শ্রীবাস ভবন।
তাহার ঐশান্য কোণে, বার কোনা ঘাট নামে,
যাঁহা হয় শুক্লাম্বরাশ্রম ॥
তার উত্তরে কিছু দূরে, নগরিয়া ঘাট বরে,
তার উত্তরে গঙ্গানগর গ্রাম।
এ উদ্ধব মন্দমতি শোধিতে আপন মতি
নগর ভ্রমণ বিরচিল গান ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণনার সহিত এই পদের মিল আছে এই উদ্ধব দাস ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়া ইহার বর্ণন সর্ব্বমান্য। এই সকল প্রমাণ দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ী ও কাজীর বাড়ীর দূরত্ব নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। তৎপরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ীর ঈশান কোণে অনতিদূরে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী।

এই শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে যখন মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন লীলা আরম্ভ করেন, তখন নবদ্বীপের পাষণ্ডীগণ সকলে বলাবলি করে যথা ঃ

কেহ বলে আরে ভাই—পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি হৈল দেশের উৎসাদ ॥
আজি মুই দেওয়ানে শুনিনু সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে হেথা ॥
শুনিলেক নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া আনিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥

যেতে দিলে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমাসবা লইয়া প্রমাদ উপস্থিত ॥
তখন বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর ॥
তখনো না কৈলে ইহা পরিহাস জ্ঞানে।
সর্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে ॥
কেহ বলে আমরা সবের কোন দায়।
শ্রীবাসে ধরিয়া দিব যেবা আসি চায় ॥
শ্রীবাস বামুন এই নবদ্বীপ হতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি লৈয়া ফেলাইব স্রোতে ॥
ও বামুন ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥ চৈ: ভাঃ স ২৩

এই প্রমাণে বেশ বুঝা যায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ী বা শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী কখনও কাজীর গ্রামে বা কাজীর বাড়ীর নিকটে ছিল না। তৎকালে গঙ্গার গতি মহাপ্রভুর বাড়ীর উত্তর পশ্চিম দিয়া দক্ষিণ বাহিনী উত্তর দিক হইতে গঙ্গার শাখা অলকানন্দা পূর্ব্ব দিয়া দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গার সহিত মিলিত ছিলেন। কাজী দলনে যাতায়াত পথে কীর্ত্তন মণ্ডলী লইয়া মহাপ্রভু যে অলকানন্দার সেতু পার হইয়াছিলেন. উদ্ধব দাস ঠাকুরের আর একটি পদে তাহার বর্ণনা আছে। যথা ঃ—

অলকানন্দের কূলে, নাচে গোরা বাহু তুলে,
পদভরে ধরা টলমল।
সেতু হইল শ্রীঅনন্ত, দেখিলেন ভাগ্যবন্ত,
অতিক্রান্ত, কীর্ত্তন মণ্ডল ॥

এই নবদ্বীপধামের চারিদিকে যে চারিটি পারঘাটা ছিল, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা ঃ—

১। উত্তর দিকের পারঘাটার প্রমাণ যথা —

গঙ্গায় হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক নগর॥
( বংশী শিক্ষা চতুর্থোল্লাস )

তবে সবে পারঘাটে দৌড়াইয়া যাইল।
নেয়েরে ডাকিয়া তথা কহিতে লাগিল॥
ওহে নেয়ে পার হইঞা গেছে কি নিমাই।
নেয়ে কহে ভোরে ভোরে যাইল গোঁসাই॥
তবে সবে কপালেতে করি করাঘাত।
জাহ্নবিরে ডাক দিয়া কহে এক বাত॥
ওরে দেবী নিরদয়া হইয়া যেমন।
নিমায়ে করিলি পার সন্ন্যাস কারণ॥
তেঁই আজ হৈতে তোর নিরদয়া নাম।
অবনী ভরিয়া লোক করিবেক গান॥
আর তোর এ ঘাটের নাম আজ হৈতে।
নিরদয়া ঘাট হইল জানিহ নিশ্চিন্তে॥

২। পূর্ব্বদিকে পারঘাটার প্রমাণ যথা—

এসব আখ্যান যত নবদ্বীপ বাসী।
শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইয়া সন্ন্যাসী॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সর্বলোক হর্ষ হইয়া॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈলা খেয়াঘাটে।
খেয়ারে করিতে পার পড়িল সঙ্কটে। চৈঃ ভাঃ

৩। পশ্চিমদিকে পারঘাটার প্রমাণ যথা—
ঠাকুর থাকিয়া কথো দিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে॥
নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হইল ধ্বনি।
বাচস্পতি গৃহে আইলা ন্যাসি চূড়ামণি॥
ক্ষনেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারী করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥ চৈঃ ভাঃ

৪। দক্ষিণদিকে পারঘাটার প্রমাণ যথা—
নানারঙ্গজানে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
লুকাইয়া গেল প্রভু কুলিয়া নগর॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি কর্ণমূলে কহিলা বচন॥
চৈতন্য গোঁসাই গেলা কুলিয়া নগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা কহ সত্বর॥
সর্ব্বলোক হরি বলি বাচস্পতি সঙ্গে।
সেইক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে॥
সবে গয়া মধ্যে নদীয়া কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্বলোক মহানন্দে ধায়॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা আপনি।
কোলাকুলি করি সবে করে হরিধ্বনী॥
খেয়ারীর কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত কত হাট বা বসিল ততক্ষণ॥ চৈঃ ভঃ

এই চারি পারঘাটার প্রমাণেও কি গৌরসুন্দরের জন্মস্থান এপারে না হইয়া ওপারে হইতে পারে? ঐ গ্রাম হইতে গঙ্গা তো বহুদূরে ছিলেন। যন্নিমিত্ত জলাশয় দিঘি খনন করিবার প্রয়োজন হইয়া ছিল। গঙ্গার নিকটে কেহ দিঘি খনন করে না ইহা সুনিশ্চয়। আবার

বল্লাল দিঘরি পাড়েই যদি শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান হইত, তাহা হইলে তাহা শাস্ত্রপুরাণাদিতে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও কিছু বর্ণন থাকিত। ওপারে বল্লাল দিঘির পাড়ে মুসলমান পল্লীতে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান এইসব অশাস্ত্রীয় অযুক্তিকর কথা যাহাদিকের শাস্ত্রদৃষ্টি আছে তাহারা কি প্রকারে মানিতে পারে? তাহারাই মানিতে পারে যাহাদিগের শাস্ত্রদৃষ্টি নাই, মহাজন বাক্যে বিশ্বাস নাই। আবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতা শ্রীসনাতন রাজ-পণ্ডিতের বাড়ী মালঞ্চ পাড়ায় ছিল। তথায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মস্থান প্রাচীন পতিত ভিটা আজবধি বর্ত্তমান আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বাল্যবয়সে, বিবাহের পূর্বে যখন ঐ পিত্রালয় হইতে নিত্য গঙ্গাস্নানে আসিতেন, তখন নিত্য গঙ্গার ঘাটে শচীমাতার সহিত দেখা হইত, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তাহার প্রমাণ আছে। যথা ঃ—

সর্ব নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃপ কন্যা চাহে অনুক্ষণে॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহাভাগ্যবান।
দয়াশীল স্বভাব শ্রীসনাতন নাম॥
তার কন্যা আছে পরম সুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী প্রায় সেই জগন্মাতা॥
শচীদেবী তারে দেখিলেন যেইক্ষণে।
সেই কন্যা পুত্রে যোগ্যা বুঝিলেন মনে॥
শিশুকাল হইতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ মাতৃ বিষ্ণু ভক্তি বহি আন॥
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে॥
আই করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
যোগ্যপতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ॥

গঙ্গাজলে আইমনে করেন কামনা।
এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা॥

এই প্রমাণে জানা যায় মালঞ্চপাড়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিত্রালয় হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান অধিক দূরে ছিল না "যেহেতু নিত্য গঙ্গাস্নানের কালে শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মিলন হইত।" এতদৃশ শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকতেও যদি ওপারে মায়াপুর মুসলমান পল্লীতে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান হয়, তাহা হইলে ইহা কলি মহারাজেরই চক্রান্ত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। যখন সংবাদ-পত্রাদিতে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে, তখন ব্রজমণ্ডলের গৌর-গতপ্রাণ ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ সকলে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধি অঙ্গনে একত্র মিলিত হইয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের জন্মস্থান লুপ্ততীর্থ উদ্ধার বিষয়ে সমালোচনা করেন। পরে রাধাকুণ্ডের সন্নিকটে কুঞ্জরা নামক গ্রামের সিদ্ধ শ্রীল গৌরচরণ দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত পরম বৈরাগ্যবান ভজন অনুরাগী বৈষ্ণব চূড়ামণি (অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার) গৌরগতপ্রাণ শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজকে যোগ্য জানিয়া শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীরাধাগোবিন্দদেবের আজ্ঞা মালা দিয়া সকলে মিলিয়া শক্তি সঞ্চার করতঃ তাঁহাকে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি ১৩২৩ সালে নবদ্বীপে আসিয়া কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান নির্ণয় সমিতি গঠন করেন। ঐ সমিতির সভাপতি কাশিম বাজারের মহারাজা স্যার শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল, তৎপরে উক্ত শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজ ঐ সমিতির

সহযোগিতায় অসাধারণ অধ্যাবসায়ে এই লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হন। শাস্ত্রপুরাণ ইতিহাস জীবন চরিত পূর্ব্বকাল হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত স্থানীয় জমিদারদিগের ও গভর্ণমেণ্ট ঘরের নক্সা, দলিল পত্রাদি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করেন।

১। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের পরে The map of the rivers of Bengal মুদ্রিত হয়, "নদীয়া নগর" জলাঙ্গী ও গঙ্গার মিলন স্থানের পশ্চিম তীরে ও প্রবাহিত গঙ্গার তীরে চিহ্নিত আছে।

২। ১২০০ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯৩ খৃঃ একখানা নক্সার তরফ নদীয়ার উত্তর ও পূর্ব্বদিকে স্রোতস্বিনী গঙ্গা দেখা যায়। ঐ ম্যাপে নদীয়ার ঈশান কোণে গঙ্গা জলাঙ্গী (বাখড়ে) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল, জানা যায়। ঐ খড়ে নদীর উত্তরে বা গঙ্গার ঈশান কোণে মিঞাপুর, বল্লালদীঘি, ভারুইডাঙ্গা ও রুদ্রপাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলি বাগোয়ান পরগণার মধ্যে অবস্থিত। ঐ নক্সায় রুদ্রপাড়ার দক্ষিণে একটি মন্দির অঙ্কিত আছে তাহার পার্শ্বে "রামচন্দ্রপুর" নাম লিপিবদ্ধ আছে।

৩। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সার্ভেয়ার কোল ব্রুকের ম্যাপে জানা যায়ঃ

ক) গঙ্গা-খড়ে নদীর মিলন স্থানের পশ্চিমে নদীয়া নগর অবস্থিত।

খ) খড়ে নদীর উত্তরে বল্লালদীঘি ও বামুনপুকুর চিহ্নিত আছে।

৪। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া কালেকটারীর জরিপি ৪১ নং নক্সায় জানা যায় যে, মিঞাপুর, বল্লালদীঘি, মোল্লাপাড়া সারবন্দী অবস্থায় রহিয়াছে। মিঞাপুরের পশ্চিমে শ্রীনাথপুর নামে মৌজা আছে। মিঞাপুর ও শ্রীনাথপুর মৌজার মধ্যভাগে যে খাল রহিয়াছে উহাই অলকানন্দার খাল, উহার জলকর দমদমার খাল

বলিয়া উল্লিখিত।

৫। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়া কালেকটারীর চিঠায় মিঞাপুরবাসী মিঞাজান মণ্ডলের নাম আছে।

৬। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্মাইথের ম্যাপে গঙ্গা ও জলাঙ্গীর উত্তরে বল্লালদীঘি, ভারুইডাঙ্গা, শ্রীনাথপুর ঐ ১৮৫৪ সালের রেভিনিউ সার্ভের ম্যাপে ( Meapur ) মিঞাপুর, মোল্লাপাড়া, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা ও বামুনপুকুর উল্লেখ আছে।

৭। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে Village Directory of Nadia পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তকের ৪৩ পৃষ্ঠায় "Meyapur" P. O. Belpukur ঐ পুস্তকে নবদ্বীপ বালুচর, নদীয়া পোঃ নদীয়া বলিয়া উক্ত আছে।

৮। ১৮৮৭-১৯৩৩ খৃঃ অঃ খুলিয়ার কৃত পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত ম্যাপেও পাওয়া যায় ঃ—

ক) গঙ্গা খড়ে নদীর মিলন স্থানের পশ্চিমে নদীয়া নগর।

খ) জলাঙ্গী বা খড়ে নদীর উত্তরে বল্লালদীঘি ভারুইডাঙ্গা বামুনপুকুর।

৯। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে District Gazzetter of Nadia by Garret I. C. S পৃষ্ঠা ১৮৩ : —"The people point to the middle of the stream as the spot where Chaitanya was born."

১০। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সার্ভেয়ার জেনারেল Ryder's map খানায় আছে গঙ্গা ও খড়ে নদীর মিলন স্থানের পশ্চিমে নবদ্বীপ নামান্তর নদীয়ানগর খড়ে নদীর উত্তরে মিঞাপুর Meapur মিঞাপুরের পূর্ব্বদিকের বল্লালদীঘি, বল্লালদীঘির পুর্ব্বদিকে মোল্লাপাড়ার উত্তর-

দিকে বামুনপুকুর। মিঞাপুরের পশ্চিমে শ্রীনাথপুর। ইহার পশ্চিমে ভারুইডাঙ্গা। ইহার পশ্চিমে রুদ্রপাড়া। ঐ রুদ্রপাড়ার দক্ষিণে একটি খেয়াঘাট আছে. উহাই নিদয়া ঘাট নামে প্রসিদ্ধ।

১১। ১৯১৯ খৃঃ অঃ ১লা ডিসেম্বর—ক) সার্ভেয়ার জেনারেল Ryder's কৃত উক্ত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ম্যাপে বর্ণিত Meapur ও খ) ১৮৮৬ সালে ডাক বিভাগের মুদ্রিত, উপরে (৭) দফার "ভিলেজ ডাইরেকটরী অফ নদীয়া" পুস্তকের বর্ণিত Meapur নামটি পরিবর্ত্তন করিয়া উক্তগ্রামে শ্রীমায়াপুর "Sree Mayapur" নামে একটি পোষ্টাফিস ডাক বিভাগ দ্বারা বিগত ১লা ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নদীয়া কালেকটরীর ১৮৪৮ সালের চিঠায় ৫৪৭ নং খাসের ১৮ দাগে ঐ গ্রামের নাম বাসিন্দা সম্বন্ধে মিঞাজান মণ্ডল, সাকিম মিঞাপুর বলিয়া দেখা যায়।

১২। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে খাসমহলের জরিপ বিবরণ খাসমহলের চড়া-ভূমি "চরনিদয়া" নামে নবদ্বীপের উত্তরে স্থিত। উহাই "প্রাচীন মায়াপুর" শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান মাঠ। (ইহা নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত বলিয় উক্ত জরিপের ফাইলে লিপি-বদ্ধ আছে।) বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত ইংরাজ সরকারের প্রাচীন দলিল চিঠা তৌজির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। বিভিন্ন সময় মোকদ্দমার কাগজপত্র ও দলিল প্রভৃতি যাহা আদালতে পেশ করা হইয়াছিল, তাহার সাহায্যেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান মায়াপুরের নির্দেশ নিঃসন্দেহে করা যায়।

পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে যে সকল জরিপ ও ম্যাপ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা

করিয়া জানা যায় যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ শহরের উত্তর ভাগে দেড় মাইল প্রশস্ত ভূমিখণ্ড গঙ্গাগর্ভস্থ হয়, তাহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম ভবনও লুপ্ত হয়। নবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভায় প্রচারিত নব্য শ্রীমায়াপুর পূর্ব্বোক্ত মিঞাপুর গ্রাম যে ইসলামপুর পরগণার জমি, এই কথা উহারা প্রাচীন নদীয়া অবস্থিতি মীমাংসা নামক পুস্তকের ১২৯ পৃষ্ঠায় ১৬/১৭ পংক্তিতে 'ইসলামপুর পরগণা অন্তর্গত ভূমিতে শ্রীমায়াপুর অবস্থিত" এই বর্ণন দ্বারা স্বীকার করিয়াছেন। বল্লালদীঘি মিঞাপুর গ্রাম সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণিত চিঠা, তৌজি ও গভর্ণমেণ্ট ম্যাপগুলি সাক্ষ্য দিতেছে। যথা—

| | | |
|---|---|---|
| | ১১৯৯ বাঙ্গলা সাল | |
| তৌজি | ১ ১১ ঐ | নবদ্বীপ দর্পণ |
| নম্বর | ১২৫৭ ঐ | ২ খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠায় |
| ১ | ১২৫৮ ঐ | দ্রষ্টব্য |
| | ১২৭৮ ঐ | |

গভর্ণমেণ্ট ম্যাপ ১৮৮৭ খৃঃ অঃ—১৯১৩ খৃঃ অঃ পরিবর্ত্তিত ও স্থান ১৯১৭ খৃঃ অঃ ও ১৯১৮ সালের ম্যাপ যাহা ইংরাজীতে মুদ্রিত হইয়াছে। আর ৩ নং ব্রাহ্মণপুকুর গ্রামের জমিদার দখলকার আব্দুল ছত্তার সাহেবদিগের মিয়াপুরের দাখিলাগুলিও ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবে। "নবদ্বীপ-তত্ত্ব" নামক গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীল কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নির্ম্মিত শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থানের মন্দির সম্বন্ধে বর্ণন। প্রাচীন মায়াপুর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, "টেরিটোরীয়াল এরিষ্টক্রেসী অব বেঙ্গল" নামক ইংরাজ

সরকারের মুদ্রিত ই রাজী পুস্তক হইতে "কান্দীর রাজবংশের বিবরণী" পাঠ করিয়া আমরা ইহাই অবগত হইয়াছি যে, নবদ্বীপের উত্তর-বায়ব্যে যথায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম-ভিটা ছিল, ঐ স্থান গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়া পুনরায় চড়া পড়ে। ঐ চড়া নবদ্বীপ হইতে পৃথক এবং রামচন্দ্রপুর গ্রামের সংলগ্ন হয়। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঐ চড়া-ভূমিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থানের নির্দ্দেশ ও নিদর্শন পাইয়া সেই স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মভূমির স্মৃতিস্তম্ভ রূপে লাল পাথরের একটি বহু মূল্যবান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ চড়াভূমিতে রামচন্দ্রপুর নামে গ্রাম বসাইয়া ঐ মন্দির হইতে বহু লোকের এবং বহু অতিথি, অভ্যাগত, বৈষ্ণব ও সাধু মহাত্মার প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে রেজাখাঁয়ের কানুনগো ছিলেন, সেই নিমিত্ত নবাবী আমলের নবদ্বীপ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রাচীন দলিল-পত্র তাঁহার হস্তগত ছিল। দ্বিতীয়, তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের অধীনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাই নবদ্বীপ সংক্রান্ত দলিল-পত্রাদি সংগ্রহ করা ও সত্য ঘটনা অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুযোগ ছিল। আর তৎকালে নদীয়ার যাবতীয় বন্দোবস্তের ভার ঐ দেওয়ানজীর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এই সব কারণে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভিটা আবিষ্কার করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ হইয়াছিল। উক্ত মন্দিরটি ১১৯৯ বঙ্গাব্দে, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৩০ বৎসর ঐ মন্দিরে ঠাকুর সেবা হয়। পরে ১২২৯ বঙ্গাব্দে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে

গঙ্গাবক্ষে পতিত হয়। গভর্ণমেণ্টের ১৮৪৬ সালের "কলিকাতা রিভিউর" ৪৩২ পৃষ্ঠায় ইহা বর্ণিত আছে—"এই দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ নির্ম্মিত শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মস্থানের মন্দিরটি গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায় ৫০ বৎসর পরে বঙ্গাব্দ ১২৭৯ সালে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার গঙ্গার ভাঙ্গনে ঐ মন্দির বাহির হইয়া পড়ে এবং পরবর্ত্তী বন্যায় পুনরায় অদৃশ্য হয়। এ সম্বন্ধে নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ ও প্রবীণ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মহত্মা শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও অন্যান্য খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরিত পত্রাংশ শ্রীল কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের "নবদ্বীপতত্ত্ব" নামক পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ** দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাহাদুর শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভুর জন্মভূমিতে যে ১১৯৯ সালে * *। নবরত্ন চূড়াবিশিষ্ট বৃহদাকার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ঐ মন্দির গঙ্গাগর্ভে পতিত ও প্রোথিত হইয়া যায়। পরে ১২৭৯ সালে পুনরায় গঙ্গার ভাঙ্গনে ঐ মন্দির বাহির হইয়া পড়ে। যাঁহারা সচক্ষে ঐ মন্দির দেখিয়াছিলেন, এতাদৃশ বহু লোক অদ্যাপি নবদ্বীপে ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরাও উক্ত সময়ে গঙ্গাসলিলে নিমগ্ন, বৃহৎ শৃঙ্খলযুক্ত ঐ মন্দির নিজেরাও দেখিয়াছি। বর্ত্তমান ঐ স্থান নবদ্বীপের উত্তর-বায়ু কোণে অর্দ্ধক্রোশদূরে অবস্থিত। — —১৩২৪ সাল ৮ই শ্রাবণ স্বাক্ষর—

শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন

শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি

ডাঃ শ্রীল সত্যচরণ মল্লিক

শ্রীঅহিভূষণ কাব্যতীর্থ

শ্রীবিনোদলাল গোস্বামী

শ্রীতারকব্রহ্ম গোস্বামী

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

ইহা ব্যতীত আরও বহু প্রমাণের দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, শ্রীধাম নবদ্বীপের উত্তর-বায়ুকোণে যে বিস্তৃত চড়াভূমি উহাই শ্রীগৌর সুন্দরের জন্মভূমির মাঠ। আর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নির্ম্মিত মন্দিরটিই শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থানের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। ঐ চড়াভূমির যে স্থানে ঐ মন্দিরটি ভূতলশায়ী আছে, সেই ভূমিখণ্ডই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মভিটা। যখন শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজ এই অনুসন্ধান কার্য্য চালাইতে থাকেন, তখন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া জন্মস্থানের বিবাদ, মীমাংসা করিবার ছলে উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া উহার কাগজ পত্রাদি ছিনাইয়া লয় এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত উহাকে গৃহমধ্যে আটক করিয়া লাঠি, জুতা আদি দ্বারা প্রহার করতঃ মৃতপ্রায় অবস্থায় উহার শিখা কাটিয়া গলার কণ্ঠী ছিঁড়িয়া মুখে চূণ, কালি মাখাইয়া উলঙ্গ করিয়া মৃতদেহ মনে করিয়া গঙ্গার চড়ায় ফেলিয়া যায়। শ্রীধাম নবদ্বীপে বড়াল ঘাটে অবস্থিত শ্রীরাধারমন সেবাশ্রমের তৎকালীন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক চড়াভূমি হইতে উহাকে তুলিয়া আনিয়া শ্রীরাধা-রমণ সেবাশ্রমে নিজ নিকটে রাখিয়া সেবাযত্ন করিয়া সুস্থ করেন। আরও দুই একবার ঐ স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ উহাকে উহার চালাঘরে

আটক করিয়া গৃহ জ্বালাইয়া দেয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় কোন প্রকারে উহার জীবন রক্ষা পায়। এইসব অমানুষিক অত্যাচারে উহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। সেই অবস্থাতেও তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, জীবন সংকল্প করিয়া এই লুপ্ততীর্থের উদ্ধার কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৩২৩ সাল হইতে ১৩৩৮ সাল পর্য্যন্ত এই চড়াভূমির স্থানে স্থানে "বোরিং" যন্ত্রে প্রায় সাতশত কূপ খনন করিয়া সেটেলমেণ্টের ১৪৪৭ নং দাগে কুড়ি হাত মাটির নিম্নে ঐ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নির্ম্মিত সেই ভূতলশায়ী মন্দির প্রাপ্ত হন। তথা ভারত ও বাংলা গভর্ণমেণ্ট একজিকিউটিভ-কাউন্‌সিল-সদস্য মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র কে. সি, আই. ই, কর্তৃত্বাধীনে ইংরাজী ১৯৩৫ সালের রেভিনিউ জরিপে এই চড়াভূমিকেই শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমির মাঠ বলিয়া "রেকর্ড" এবং নবদ্বীপ মিউমিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত প্রাচীন মায়াপুর ধাম বলিয়া ঘোষিত হয়। তথা থানা নবদ্বীপের ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার ২৮৯৪ নং চর, নিদয়া খাসমহলের ১৯১৮ সালের জরিপি নক্সার দাগ ১১১৯। ১৯৩৫ সালের "রেভিনিউ" জরিপে ঐ দাগের নম্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৭৪৭ দাগ বলিয়া রেকর্ড ভুক্ত হইয়াছে। ইহাই শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের বাড়ী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্ম-ভিটা, শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী বর্ণিত মায়াপুর নামক স্থান। ( বর্ত্তমানে প্রাচীন মায়াপুর শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান আশ্রম )

| দখলকার | জমির শ্রেণী | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ভারত সম্রাট পক্ষের দেওয়া ১৫ বৎসরের লিজ হোল্ডার প্রফুল্ল নলিনী দাসীদিগর পতিত জমি। ১৯১৮ সালের দাগ ১১১৯ | পুরাতন পতিত ১৯৩৫ সালের দাগ ১৪৪৭ | নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাভুক্ত এবং প্রাচীন মায়াপুর শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি মাঠ বলিয়া "রেকর্ড" ভুক্ত হইল। |

'রেভিনিউ' বোর্ডের ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের "এটেষ্টশন" উপলক্ষে সরকারী জরিপের খতিয়ান দৃষ্টে শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজ এই সকল "নকল" উদ্ধৃত করেন। তৎপরে উক্ত শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজ যে স্থানে কুড়ি হাত মাটির নিম্নে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নির্ম্মিত সেই ভূতলশায়ী মন্দির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার অতি সন্নিকটে তৃতীয়বার বর্ত্তমানকালের এই শ্রীমন্দিরের ভিত আরম্ভ করেন এবং অন্তকাল আগত বুঝিতে পারিয়া—এই অসম্পূর্ণ মন্দিরেই ১৩৩৯ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব তিথিতে 'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই অখণ্ড নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞ বসাইয়া এই শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীরাধারমণ বাগের শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত-সখী-বেশধারী, ভিখারী বৈষ্ণব শ্রীরাধা-বিনোদিনী-সখী দাসীর করে নামযজ্ঞ ও সেবা পরিচালনার ভারার্পণ

করিয়া অপূর্ণ বাসনা লইয়া প্রাচীন মায়াপুর এই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান আশ্রমেই অন্তর্হিত হন।

শ্রীযুক্তা রাধাবিনোদিনী সখী দাসী তাঁহার পৃষ্ঠপোষক প্রচারক শিষ্য-আদি কেহ না থাকায় এই অসম্পূর্ণ মন্দিরেই অতি দরিদ্রভাবে নামযজ্ঞ ও সেবা চালাইয়া ১৩৬০ সালের ৬ই আষাঢ় তারিখে এই সেবার ভার আমাদিগের শ্রীশ্রীগুরুদেব ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজের করে অর্পণ করিয়া নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। তাঁহার পিছে পিছে আমাদিগের শ্রীগুরুদেবও আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ঐ ১৩৬০ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে মানব-নেত্রের অগোচর হন। তাঁহার অপ্রকটে বর্ত্তমানে এই সেবার দায়িত্ব দীন ভিখারী আমাদের উপর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই আশ্রমটি একটি সাধারণ আশ্রম নহে। এই আশ্রমটি প্রেম পুরুষোত্ত সংকীর্ত্তন পিতা শচী দুলাল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরির জন্মস্থান আশ্রম ভারতের পীঠস্থান মহাতীর্থ। এই মহতি সেবা চালাইবার নিমিত্ত শ্রীগুরু দত্ত ভিক্ষার ঝুলি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এই আশ্রমটিতে বৈষ্ণব-গণ, ভক্তবৃন্দ ও আগন্তুক যাত্রীগণের বাসোপযোগী কোন গৃহাদি, নাট-মন্দির, ভোগ মন্দির ইত্যাদি কিছুই নাই। এমন কি যে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ পূজিত হইতেছেন, সেই মন্দিরটিও অসম্পূর্ণ। নিত্য সেবার ব্যবস্থা কিছুই নাই। তাই ধর্ম্মপ্রাণ প্রত্যেক ভক্তবৃন্দ ও মাতৃ-গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা জানাইতেছি যে, যিনি যেরূপ যোগ্য তিনি তদনুকূল সেবার আনুকূল্য করিয়া কীর্ত্তিমতী, কীর্ত্তিবান্, সৌভাগ্যবতী, সৌভাগ্যবান্ হউন। জয় নিতাই! জয় গৌর! জয় শ্রীগুরুদেব! অলমিতি।

বিনীত নিবেদক—

***শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণব ও ভক্তবৃন্দের কৃপাপ্রার্থী***

শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত

দীনাতিদীন—***শ্রীমহাপ্রভু দাস বাবাজী***

# প্রথম পরিশিষ্ট

## শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নির্ণয়ে

### ভারত ও বাংলা গভর্ণমেণ্টের সহৃদয়তা।

এ বৎসর বাংলা গভর্ণমেণ্টের একজিকিটিভ্ কাউন্সিল সদস্য মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, কে, সি, আই, ই, কর্ত্তৃত্বাধীন রেভিনিউ বোর্ডের পক্ষে খাস বন্দোবস্তী মহান নদীয়া কালেক্টরীর ২৮৯৪ নং তৌজিভুক্ত "চর নিদয়া" মহাকালের সরকারী জরীপ উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিবরণাদি দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি সংক্রান্ত মহল্লার নাম নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাভুক্ত "প্রাচীন মায়াপুর তথা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমির মাঠ" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

১। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত মণ্ডলীর স্বাক্ষরিত বিগত ১৯১৭ সালের ৩০শে জুলাই তারিখের দরখাস্তে স্বীকার করা হইয়াছে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ শহরের উত্তরবর্ত্তী মাঠের যে অংশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নির্ম্মিত মন্দির সমাহিত আছে, উহা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমির কীর্ত্তিস্তম্ভ। ( অর্থাৎ বৈষ্ণব গ্রন্থোক্ত মায়াপুর )

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ( অর্থাৎ ১৯২৫ ইংরাজীর ) পত্রপাঠে অবগত হওয়া গেল "নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বিলুপ্ত। তথায় গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির আছে।"

৩। নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির বিগত ১৯৩০ ইংরাজীর ২৮শে জানুয়ারী তারিখের ঘোষণা পত্রে অবগত হওয়া যায়—"নবদ্বীপ শহরের উত্তরদিকস্থ মাঠ বা রামচন্দ্রপুরের চড়াকে প্রাচীন দলিল-পত্রাদির সাহায্যে 'প্রাচীন মায়াপুর ধাম' নামে ঘোষিত হইয়াছে।"

৪। শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি নির্ণয় সমিতি এবং রসোড়া এষ্টেট পক্ষ বিগত ১৯৩০ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ মন্দির সংক্রান্ত স্থানে চারিভাষা সমন্বিত প্রস্তর ফলক প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ চড়াভূমিকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমির জমি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ( সম্প্রতি ঐ প্রস্তর ফলকগুলি রসোড়া এষ্টেটের জমিদারী কাছারীতে রক্ষিত আছে। )

৫। সরকারী ডাক বিভাগের কৃষ্ণনগর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফিসের বিগত ৩০/৪/৩০ ইংরাজীর বি/৪ নং পত্র এবং ৪/২/৩১ ইংরাজীর বি ৪/২৯/৩০ সংখ্যক দুইখানি পত্র পাঠে জানা যায় ডাক বিভাগ "নবদ্বীপ পোষ্ট অফিসের শাখারূপে প্রাচীন মায়াপুর নামে একটি ডাকঘর মঞ্জুর করিয়াছেন।" যতদূর সম্ভব উক্ত ডাকঘর শীঘ্র শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৬। ভারত গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের সিমলা হইতে প্রেরিত ১৯৩২ ইংরাজীর ৯ই সেপ্টেম্বরের বিবরণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় "গঙ্গাগোবিন্দের লুপ্ত মন্দির উহার বিষয়ে পূর্ত্ত বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।"

৭। নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের ১/৫/৩০ ইংরাজীর ৩৫৯৯ জি, সংখ্যক পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় "উক্ত রামচন্দ্রপুরের চড়ার মন্দির সংক্রান্ত ৭ খণ্ড জমির অনুমান ৩০ বিঘা একোয়ার বাবদে ২৯৮৪ টাকার প্রয়োজন হইবে।" ( মাননীয় মণিপুর মহারাজ শ্রীযুক্ত চূড়াচান্দ সিংহ বাহাদুর এই ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। )

উপরিউক্ত ৭টি বিশেষ বিবরণ অতগত হইয়া ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ্যাটেসটেশন উপলক্ষে বর্ণিত ২৮৯৪ নং তৌজিভুক্ত

৫ নং রুদ্রপাড়া সংক্রান্ত চর-নিদয়া মহলের "খাস জমি ও গ্রামের নাম রেভিনিউ বোর্ডের পক্ষে সরকারী-কানুনগো দ্বারা 'প্রাচীন মায়াপুর' বলিয়া রেকর্ডভুক্ত হইল এবং ঐ জরিপ সংক্রান্ত ১৪৪৭ দাগের চিহ্নিত ভূমিখণ্ডকে ও শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানের মাঠ" নামে ঘোষিত হওয়ার ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইল।

গত ডিসেম্বর মাসে সরকারী পরামর্শ সভায় নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের দ্বারা প্রাচীন মায়াপুরের একটি পুলিশ ফাঁড়ি থানার প্রস্তাবও মঞ্জুর হইয়াছে।

ভারত ও বাংলা গভর্ণমেণ্ট পক্ষের এই সৌজন্যের জন্য আমরা 'নিখিল বৈষ্ণব মণ্ডলী' বারম্বার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

নিবেদ ইতি—

২৫/২/৩৬, ১২ই ফাল্গুন ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

নিবেদক—

**শ্রীব্রজমোহন দাস**

---

( কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান নির্ণয় সমিতির কার্য্য বিবরণী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

# দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

## *শ্রীশ্রীনবদ্বীপের সংস্থান।*

শ্রীল চৈতন্যদেবের লীলাকথা আলোচনা করিতে গেলেই তাঁহার আবির্ভাব স্থান ও প্রধান লীলার স্থান শ্রীনবদ্বীপ ধামের ভৌগিলিক সংস্থানের জ্ঞান অপরিহার্য্য। কিন্তু শ্রীভাগীরথীদেবীর ঘন ঘন প্রবাহ পরিবর্ত্তনে মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপের অনেকাংশই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই জন্য এতদিনে মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি শ্রীনবদ্বীপের সংস্থান বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় আসিয়াছে সরল বিশ্বাসী ভক্তগণকে এ সম্বন্ধে ভ্রান্তপথে পরিচালনেরও চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে দেখিয়া প্রাতঃস্মরণীয় গৌড়রাজর্ষি বৈষ্ণবধর্ম্মের রক্ষক কাশীমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি নির্ণয় সমিতি সংস্থাপিত হয়। পরলোকগত বৈষ্ণব প্রবর মহারাজা বাহাদুরের ও নিত্যধামগত শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজীর আগ্রহে এ সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করিবার জন্য গত ১৩৩৪ সনের ২৭শে চৈত্র তারিখে সোমবারে এলবার্ট হলে একটি প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হয়। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশপ্রাণ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল এই সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন—"যে ভক্তিবাদ বাঙ্গালীর একমাত্র সম্পদ এবং যাহার পথ মহাপ্রভু বাঙ্গালীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, সেই বাঙ্গালীদের তাঁহার জন্মস্থান অনুসন্ধান করিয়া স্থির করা উচিৎ। বঙ্গীয় সরকারের উচিৎ—প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ হইতে উপযুক্ত লোক প্রেরণ করিয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নির্ম্মিত মহাপ্রভুর মন্দির আবিষ্কার করা।" এই সভার ফলে ঐ উদ্দেশ্যে যে সমিতি স্থাপিত হয়, এই জীবাধমকেই তাহার সম্পাদক পদ গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ

মহাপ্রভুর জন্মস্থানের উপর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন. ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। পরবর্ত্তীকালে গঙ্গার ভাঙ্গনে ঐ মন্দির পড়িয়া যাওয়ায় উহা এক্ষণে নবদ্বীপের উত্তর দিকস্থ রামচন্দ্রপুরের চরে প্রোথিত আছে। গঙ্গাস্রোতে ঐ সুদীর্ঘ ৬০ ফুট উচ্চ মন্দির পড়িয়া যাওয়ায় উহা মৃত্তিকায় বহু নিম্নে শায়িত আছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারও মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে এই অভিমত পোষণ করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও উহাই অভিমত। শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি নির্ণয় সমিতি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে তাঁহাদের যে নিষ্কারণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উপসংহারে আছে—

"শ্রীগৌরাঙ্গদেব মায়াপুর, নবদ্বীপ বা নদীয়ানগর বা অন্তর্দ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মায়াপুর নবদ্বীপের মধ্যে, নবদ্বীপ অন্ত-দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। জন্মভবন মায়াপুর। শ্রীগৌরাঙ্গদেব মায়াপুরের যে নিম্ববৃক্ষের নিকটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেই বৃক্ষের দ্বারা মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় দারুময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিত্য সেবা করিতেন। ভক্তরাজা বীর হাম্বির ঐ স্থানে কাল পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত বিগ্রহ স্থাপন করেন। কালক্রমে ঐ স্থান গঙ্গার গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্বে উক্ত শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হন। ঐ কাল পাথরের মন্দিরের এক খণ্ড এখনও নবদ্বীপে মহাপ্রভু পাড়ার মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দিরে রক্ষিত আছে। মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে ভাগীরথী যখন সরিয়া গেলেন, তখন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঐ স্থানে ৬০ ফুট উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই মন্দির কালক্রমে গঙ্গাগর্ভস্থ হয় এবং পুনরায়

গঙ্গার জল কমিয়া গেলে ১২৭৯ সালে ( ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ) নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ও জনসাধারণ ঐ মন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এখন ঐ মন্দির নবদ্বীপের উত্তরস্থিত চড়াভূমিতে ২০ হাত মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে "মায়াপুর" নামের প্রয়োগ কোনও প্রাচীন জীবনী গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না—উহার প্রয়োগ সর্ব্ব-প্রথমে "ভক্তিরত্নাকরেই" দেখা যায়। যাহা হউক, 'মায়াপুর' জন্মস্থান বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীল মুরারী গুপ্তের চৈতন্যচরিতে বা কবিকর্ণপূরের নাটকে ও কাব্যে উল্লিখিত না হইলেও "ভক্তিরত্নাকর" জন্মস্থানকেই মায়াপুর নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক, 'মায়াপুর" নামে আমাদের আপত্তির কোনও কারণ নাই, তবে জন্মস্থানটি নিঃসংশয়িতরূপে নিরূপিত হওয়ার প্রয়োজন। কাজী দলনের দিনে যে মহাসংকীর্ত্তন নদীয়া নগরে হইয়াছিল, তাহার গতিপথ শ্রীচৈতন্যভাগবতে অতি সুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে—আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়া জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি। মহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসের একটি পদে ঐ সময়ের স্থানগুলির বর্ণনা পাওয়া যায়, এবং তাহা সর্ব্বাংশে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনার পরিপোষক বলিয়া আমরা ঐ পদটি এখানে উদ্ধার করিলাম। যথা—

যে দিনেতে গৌরহরি কাজীরে দলন করি
নবদ্বীপে করিলা ভ্রমণ।
চারিঘাট উত্তরিয়া গঙ্গানগর গ্রাম দিয়া
পরে জলাশয় সুশোভন॥

জলাশয় ঐশান্যতে চাঁদ কাজী করে স্থিতে
সিমুলিয়া নামে সেই স্থান।
কাজীরে দলন করি ভক্তসঙ্গে গৌরহরি
দক্ষিণ দিশা করিলা গমন ।।
সংকীর্ত্তনে মত্ত হই শঙ্খ, তন্ত পল্লী ছুই
মহানন্দে করিলা ভ্রমণ।
শ্রীধরের গৃহ হৈয়া গাদিগাছা মাজিদা দিয়া
পশ্চিম দিশা পারডাঙ্গা স্থান ॥
তাহার উত্তর দিয়া রাজপণ্ডিতের গৃহ হৈয়া
ভক্তগণে মহাসুখী করি।
বায়ুকোণে কিছুদূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
নিজ গৃহে গেলা গৌরহরি ॥
উত্তরেতে নিজ ঘাট তার পূর্ব্বে মাধাই ঘাট
নিকটেতে শ্রীবাসঅঙ্গন।
তাহার ঐশ্যান্য কোণে বারকোণা ঘাট নামে
যাঁহা হয় শুক্লাম্বরাশ্রম ॥
তার উত্তরে কিছুদূরে নগরিয়া ঘাটবরে
তার উত্তরে গঙ্গানগর গ্রাম।
এ উদ্ধব মন্দমতি শোধিতে আপন মতি
নগর ভ্রমণ বিরচিল গান।”

কাজীর বাড়ী এখনও বিদ্যমান এবং উহার নৈঋ্ত কোণবর্ত্তী প্রাচীন সরোবর (বল্লালদীঘি) আজ পর্য্যন্ত রাজা বল্লাল সেনের স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মিঞাপাড়া এই বল্লালদীঘির

দক্ষিণ তীরে বিদ্যমান থাকায় উহা চাঁদকাজীর সমসাময়িত একটি প্রাচীন পল্লী, উহা সিমুলিয়ার অন্তর্ভূক্ত স্থান। উহা গঙ্গাগর্ভে পতিত না হইয়া অপতিত অবস্থায় আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সিমুলিয়ার অন্তর্ভূক্ত "মিঞাপাড়া" এবং অন্তর্দ্বীপের অন্তর্ভূক্ত 'মায়াপুর" দুইটি পৃথক স্থান। উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবধান হইতেছে একক্রোশ। এই মিঞাপাড়া (মিঞাপুর) কাজীপাড়া ও মোল্লাপাড়ার শ্রীচৈতন্যদেব নিজ জন্মস্থান মায়াপুর হইতে কাজীদলন করিতে আসিয়াছিলেন।

ইংরাজ শাসনকালের—(১) রেণেলের (Rennel's Memoirs of a Map of Hindusthan—1788) (২) কোলব্রুকের—(1796) (৩) স্মাইথের (Rewenue Survey—1854) মানচিত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জরিপের চিঠা ও নক্সা সকলই আমাদের অভিমতের সমর্থক। এমন কি জেলা গেজেটিয়ার ও (District Gazetter of Nadia by Garret I. C. S.—1910) আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থক। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান যে গঙ্গাগর্ভগত হইয়াছে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ)

যাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থান সম্বন্ধে পাঠকগণের একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে, তজ্জন্যই অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি, এম, এ, বি, এল,
সম্পাদিত
শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত।

# তৃতীয় পরিশিষ্ট

## শ্রীপাদ তারকব্রহ্ম গোস্বামীর পত্র

### শ্রীশ্রীরাধামোহন শ্রীশ্রীগৌরকিশোর।

শ্রীধাম নবদ্বীপের পারপারে বর্ত্তমান সময়ে মায়াপুর নামে শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান যাহা প্রকাশ হইয়াছে, ঐ মায়াপুরের পূর্ব্ব নাম "মেয়াপুর" ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপ মায়াপুরে। ঐ মায়াপুর কোথায়? অনুসন্ধানের সময়ে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সেই সময় বর্ত্তমান থাকিয়া অনুসন্ধানে নিযুক্ত হবেন। কিছুদিন পরে আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে,—"ঐ মেয়াপুরের নাম মায়াপুর।" তাহাতে আমাকে বুঝাইলেন, পূর্ব্বে ঐ মেয়াপুরের নাম মায়াপুর ছিল। ঐ স্থানটি মুসলমানের অধিকার হওয়ায় 'মেয়াপুর' নামে বিখ্যাত হইয়াছে," তাহাতে আমি বলিলাম, ঐ যদি সত্য হয়, তবে এখন প্রভুর জন্মস্থান নির্বাচন করুক। কিছুদিন পরে ঐ মেয়াপুরের পশ্চিম সীমায় একটি উচ্চস্থান জনশূন্য দেখিয়া ঐ স্থানটি নির্ব্বাচন করিয়া আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বলিলেন স্থান নির্ব্বাচন হইয়াছে এবং জমিদার মোল্লাসাহেবের নিকট হইতে আমরা ঐ স্থানটি লইয়াছি। আপনি ঐ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হবেন। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে যে ব্যয় হইবে তাহা আমরা দিব!" আমি ঐ কথায় নিযুক্ত হইলাম এবং শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। আমরা দুইজন নিযুক্ত থাকিয়া ঘরামী মুনিষের দ্বারা ১৫/২০ দিনের মধ্যে ৮ খানা খড়ের বড় কাঁচা ঘর নির্ম্মাণ করিলাম। ঐ স্থানের ঐ ৮ খানা ঘরের একখানা দক্ষিণদ্বারী ঘরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীমহাপ্রভুর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে মৃন্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা হইল এবং আমার নিজের

বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধামাধব বর্ত্তমান নবদ্বীপে আমার বাটীতে ছিলেন। তাহার ঐস্থানে লইয়া স্থাপন করা হইল। পরে প্রতিষ্ঠা কার্য্য ও উৎসবাদি সমাপনান্তর ঐ বর্ত্তমান মায়াপুরের ঠাকুর বাটীতে মেম্বারগণ আমার পুত্র-পরিবারগণ সহ আমাকে ঐ ঠাকুর বাটীতে বাস করাইলেন। কিছুদিন পরে ঐস্থানে শ্রীমন্দিরাদির পাকা ইষ্টকালয় আরম্ভ হইল। * ঐ ইষ্টকালয় শ্রীমন্দিরের ভিত খনন করিতে অনেক অস্পৃশ্য পদার্থ বাহির হইয়াছিল।

বর্ত্তমান মায়াপুর কথিত ঠাকুর বাটীতে আমি প্রথম হইতে একাদিক্রমে সাত বৎসর বাস করিয়া শেষে আমার বিশেষ অসুবিধায় ঐ ঠাকুরবাটি ত্যাগ করিয়া আমার পুত্র-পরিবারাদি লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলাম। ঐ মায়াপুরের বিস্তারিত বিবরণ সমস্ত লেখা হইল না। পরে বিস্তারিত বিবরণ লিখিব। ইতি—সন ১৩২৪ সাল, তারিখ ৯ই আশ্বিন।

*শ্রীতারকব্রহ্ম গোস্বামী*
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

ইঞ্জিনীয়ার শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজ কৃত নবদ্বীপ দর্পণ দ্বিতীয় খণ্ড হইতে উদ্ধৃত হইল।

---

* পশ্চিম শিয়রী নরকঙ্কাল বাহির হইয়াছিল। মুসলমান পল্লীতে মৃত্তিকাগর্ভে পশ্চিম শিয়রী নরকঙ্কাল বাহির হইলে ঐ স্থানকে কি বলা যায়, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য।

# ফাল্গুনী পূর্ণিমা

সর্ব্বসদগুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমাম্

যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ

## পূর্ব্বাভাষ

## স্বপ্নবিলাস কীর্ত্তন

( ১ )

নিধুবনে দুহুঁ জনে, চৌদিকে সখীগণে,
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশি শেষে বিধুমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি
কাঁদি কাঁদি কহে বঁধু-পাশে ॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ কি দেখিলাম অকস্মাৎ
এক যুবা গৌরবরণ।
কিবা তার রূপ ঠাম জিনি কত কোটি কাম
রসরাজ রসের সদন ॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবভূষা নিরবধি
নাচে গায় মহামত্ত হৈয়া।
অনুপম রূপ দেখি জুড়াইল মোর আঁখি
মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥
নব জলধর রূপ রসময় রসকূপ
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।

তবে কেন বিপরীত হেন হৈল আচম্বিত
কহ নাথ ইহার কারণ ॥
চতুর্ভুজ আদি কত বনের দেবতা যত
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে ।
তাহে তিরপিত মন নাহি ফেল কদাচন
(সে) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥
এতেক কহিতে ধনি মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি
বিদগ্ধ-রসিক নাগর ।
কোলেতে করিয়া গৌরী মুখ চুম্বে বেরী বেরী
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥

---

(২)

শুনইতে রাই বচন-অধরামৃত
বিদগ্ধ-রসময়-কান ।
আপনাকে ভাবে ভাব প্রকাশিতে
ধনি অনুমতি ভেল জান ।
সুন্দরী যে দেখিলা গৌর স্বরূপ ॥
সো নহি আন কেবল তুয়া প্রেম
মোর করব তেন রূপ ॥
কৈছেন তুয়া প্রেমা কৈছিন মধুরিমা
কৈছেন সুখে তুহুঁ তোর ।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ
কি করিব না পাইয়া ওর ॥

ভাবিয়া দেখিনু মনে তোঁহারি স্বরূপ বিনে
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।
তুয়া ভার কান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করবো উদয়॥
সাধিব মনের সাধা ঘুচিবে সকল বাধা
ঘরে ঘরে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয় প্রভু মোর দয়াময়
না ভজিনু মুঞি নরাধম॥

——

( ৩ )

বঁধু হে শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুঁহু ব্রজ জীবন তুয়া বিনা কৈছন
ব্রজপুর বাঁধব থেহা॥
জল বিনু মীন ফণী মণি বিনু
তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুঁহারি দরশ বিনু তৈছন
ব্রজপুর গতি তুঁহু জান॥
সকল সমাধি কোন সিধি সাধবি।
পাওবি কোন হি সুখ।
কিয়ে আন জন তুয়া মরম হি জানব
তছু লাগি বিদরয়ে বুক॥

বৃন্দাবন কুঞ্জ নিকুঞ্জহি নিবসরি
তুঁহু বর নাগর কান।
অহর্নিশি তুহাঁরি দরশন বিনু ঝুরব
তেজব সবহুঁ পরাণ॥
অগ্রজ সঙ্গে রঙ্গে যমুনা তটে
সখা সঙ্গে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে প্রেম পরাকাশবি
না বুঝয়ে বলরাম দাস॥

---

( ৪ )

শুন শুন সুন্দরী মঝু অভিলাস।
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ॥
ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব।
ব্রজবিনু প্রেম না হোয়ব লাভ॥
গোপ-গোপাল সবহুঁ জন মেলি।
নদীয়া নগর পর করবহুঁ কেলি॥
তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম।
অবিরত বদনে বোলব হরি নাম॥
ব্রজপুর ভাবে পূরব মনস্কাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম॥

---

( ৫ )

এত শুনি বিধুমুখী মনে হয়ে অতিসুখী
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব বুঝিনু স্বপন সত্য
সেইরূপ দেখিব হে আমি ॥
আমারে যে সঙ্গে লবে দুই তনু এক হবে
অসম্ভব হইবে কেমনে।
চূড়া ধরা কোথ থোবে বাঁশী কোথা লুকাইবে
কাল গৌর হইবে কেমনে ॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে
দেখাইল শ্রীরাধার অঙ্গ ;
আপনি তাহে প্রবেশিলা দুই দেহ এক হৈলা
ভাব-প্রেমময় সব অঙ্গ ॥
নিধুবনে এই কয়ে দুহুঁ তনু এক হ'য়ে
নদীয়াতে করিল উদয়।
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে
প্রেম বন্যায় জগত ভাসায় ।।
বাহিরে জীব উদ্ধারণ অন্তরে রস আস্বাদন
ব্রজবাসী সখাসখী সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন হেরি রাঙা শ্রীচরণ
না হেরিলাম সে সুখ-তরঙ্গে ।।

## জন্ম-লীলা কীর্ত্তন

( ১ ) ভাটিয়ালী

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি শুভগ সকলি।
নম লভিবে গোরা পড়ে হুলা হুলি ॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উন্মুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়ধ্বনি সুর কুল কুসুম বরিষে ॥
জগ ভরি হরিধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
আবাল বণিতা আদি নয় নারীগণ ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশ করিলা ॥
সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন ॥
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস ॥

( ২ ) তুড়ী বা করুণা

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে ॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজ মণি ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ ॥

দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদার উদরে জন্ম বিদিত সংসার ॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌর পদদ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা ॥

(৩) কল্যাণ।

নদীয়া আকাশে আসি উদিল গৌরাঙ্গ শশী
ভাসিল সকলে কুতূহলে।
লাজেতে গগন শশী মাখিল বদনে মসি
কালপেরে গ্রহণের ছলে ॥
বামাগণ উচ্চৈঃস্বরে জয় জয় ধ্বনি করে
ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাঁখ।
দামামা দাগড়া কাঁসি সানাই ভেঁউড় বাঁশী
তুরী তুরী আর জয় ঢাক ॥
মিশ্র জগন্নাথ মন মহানন্দে নিমগণ
শচীর সুখের সীমা নাই।
দেখিয়া নিমাই মুখ ভুলিলা প্রসব দুখ
অনিমিষে পুত্র মুখ চাই ॥
গ্রহণের অন্ধকারে কেহ না চিনয়ে কারে
দেব নরে হইল মিশামিশি।
নদীয়া নাগরী সঙ্গে দেব নারী আসি রঙ্গে
হেরিছে গৌরাঙ্গ রূপ রাশি ॥

পুত্রের বদন দেখি জগন্নাথ মহাসুখী
করে দান দরিদ্র সকলে।
ভুবন আনন্দময় গৌরবিধু সমুদয়
বাসু কহে জীব ভাগ্য ফলে ॥

(৪) ॥ বিভাষ বা তুড়ী ॥

হের দেখসিয়া নয়ান ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে শচীর মন্দিরে চাঁদের উদয় দিনে ॥
কিয়ে লাখবান কবিল কাঞ্চন রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর, জলদে নিকষিল স্থির বিজুরী পারা ॥
কত বিধুবর, বদন উজোর নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ান ভ্রময় শ্রুতি-সরোরুহে ধায় মকরন্দ লোভে ॥
আজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত নাভি হেম সরোবর।
কটি-করি অরি, উরু হেম গিরি এলোচন মনোহর ॥

(৫) ॥ সুহিনী বা পঠমঞ্চরী ॥

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। দশদিকে বাড়িল আনন্দ ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজ চিহ্ন সব দেখি ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে। সব অঙ্গে জগম নমোহে ॥
দূরে গেল সকল আপদ। ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন তছু পদে গান ॥

(৬) ॥ মঙ্গল, নটরাজ বা জয়-জয়ন্তী ॥

চৈতন্য অবতার শুনি লোক নদীয়ার
সকল উঠিল পরম-মঙ্গল রে।

সকল তাপহর শ্রীমুখ চন্দ্র দেখি
আনন্দে হইল বিহ্বল রে ।।
অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেব
সবেই নররূপ ধরি রে ।
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি
লখিতে কেহ নাহি পারি রে ।।
কেহ করে স্তুতি কারো হাতে ছাতি
কেহ চামর ঢুলায় রে ।।
পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে
কেহ আনন্দে নাচে গায় রে ।।
দশ দিকে ধায় লোক নদীয়ায়
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে ।
মানুষ দেবে মিলি এক ঠাঁই করে কেলি
আনন্দে নবদ্বীপ পুরী রে ।।
শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িল রে ।
গ্রহণ অন্ধকারে লখিতে কেহ নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য খেলা রে ।।
সকল সঙ্গে করি আইলা গৌর হরি
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মোর প্রভু আনন্দ কন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণ গান রে ।।

( ৭ ) ।। কল্যাণ ।।

ঐছে শচী জগন্নাথ পুত্র পঞা লক্ষ্মীনাথ
পূর্ণ কৈল সকল বাঞ্ছিত ।
ধনে ধান্যে ভরে ঘর লোক মান্য কলেবর
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ।।
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত অলম্পট শুদ্ধ দান্ত
ধন ভোগে নাহি অভিমান ।
পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ।।
লগ্ন গণি হর্ষমতি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে ।
মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন
দেখি এই তারিবে সংসারে ।।
ঐছে প্রভু শচী ঘরে কৃপায় কৈলা অবতারে
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।
গৌর প্রভু দয়াময় তারে হয়েন সদয়
সেই পায় তাঁহার চরণ ।।
পাইয়া মানুষ জন্ম যে না শুনে গৌর গুণ
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।
পাইয়া অমৃত ধুনী পীয়ে বিষ গর্ত্তপাণী
জনমি সে কেন নাহি মৈল ।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈত চন্দ্র
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস ।
ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে ধরি নিজ জন
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ।।

( ৮ ) ॥ সুহই ॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমা নিশি শচী অঙ্কাকাশে আসি
গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
সে শশীর সহচর ভক্ত তারকা নিকর
চারিদিকে প্রকাশিত হয় ॥
পাপ ঘোর অন্ধকার সর্ব্বত্র ছিল বিস্তার
বিধূদয়ে প্রস্থান করিল।
জীবের ভাগ্য-কুমুদ হেরি শশী মনোমদ
প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিল ॥
পাপ অমা নিশি ভোর হরিয়ে ভক্ত-চকোর
তুলিল আনন্দ কোলাহল।
প্রেম কৌমুদীর সুধা পীয়ে দূর কৈল ক্ষুধা
সবাই হইল সুশীতল ॥
সে প্রেম সুধার কণা পাঞা তৃপ্ত সর্ব্বজনা
জীবকুল ভেল আনন্দিত।
আপন করম দোষে না পাইয়া লব লেশে
প্রেমদাস ধূলায় লুণ্ঠিত ॥

( ৯ ) ॥ বসন্ত বা তুড়ী ॥

ভুবন মনো চারা গোকুল পতি গোরা
চাঁদের জনম কি শুভক্ষণে।
দেখিয়া পুত্র মুখ শচীর যত সুখ
তাহা কি কহিবারে পারে আনে ॥

নদীয়া পুরনারী আইসে সারি সারি
লইয়া থারি ভরি দ্রব্য বহু ।
সুসজ্জে সুর প্রিয়া মানুষে মিশাইয়া
বালক নিরখিয়া থির নহু ।।
শ্রীসীতা দেবী আসি সুতিকা গৃহে পশি
দেখিয়া শিশু উল্লাসিত হিয়া ।
মালিনী আদি সঙ্গে ভাসয়ে নানা রঙ্গে
করয়ে কত না মঙ্গল ক্রিয়া ।।
গোয়ালিনী বা কত গোয়ালা শত শত
লইয়া দধি আসে চারু সাজে ।
সবে বিহ্বল চিতে পূর্ব্ব স্বভাবেতে
ছড়ায় দধি আঙ্গিনার মাঝে ।।
রচিয়া করতালি হাসিয়া নাচে ভালি
তা দেখি দেবে গোপবেশ ধরি ।
নাচয়ে আঙ্গিনাতে কেবা না নাচে তাতে
সঘনে জয় জয় ধ্বনি করি ।।
বাজয়ে বাদ্য হেন কৌতুক নাহি যেন
মিশ্রালয়ে সে নন্দালয়ের রীতি ।
নরহরি কি কব প্রভু জন্মোৎসব
উৎসাহে কারু কিছু নাহি স্মৃতি ।।

## জন্ম-লীলা কীর্ত্তন

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি বড় ভাগ্যবান।
যে তিথিতে জনমিলা গৌর ভগবান ॥
হোলী লীলা দোলোৎসবে মত্ত নরনারী।
শুভলগ্নে অবতীর্ণ হৈলা গৌরহরি ॥
রাহু গরাসিল চন্দ্র হল অন্ধকার।
জনমিলা গৌরচন্দ্র জীবন সবার ॥
ঝলমল অঙ্গকান্তি কোটিচন্দ্রের জ্যোতি।
করুণা নয়নে চাহে জগতের প্রতি ॥
নবদ্বীপ ধামে এলো গোলকবিহারী।
জয় জয় ধ্বনি করে যত নরনারী ॥
জগন্নাথ মিশ্রের অতি হরষিত মন।
ইষ্টমন্ত্র জপে হেরে পুত্রের বদন ॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন ॥
উলু উলু জয় দেয় যত নারীগণে।
দেবে নরে নৃত্য করে শচীর অঙ্গনে ॥
মহাপ্রভু দাস ভনে প্রভু রাম সনে।
নাচিব গাইব লীলা হেরিব নয়নে ॥

( ১০ )

( আজু ) কি আনন্দ কি আনন্দ )
( নবদ্বীপ ধামে আজু কি আনন্দ )
গৌরাঙ্গ পাইয়া নাচে যত ভক্তবৃন্দ ।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কাঁসি করতাল ।
তুরি ভেরি জয়ঢাক বাজয়ে রসাল ।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া ।
নাচে গায় বুড়াবুড়ি হাতে নড়ি নিয়া ।।
পাষণ্ডি অসুর মেলি করে হুড়াহুড়ি ।
প্রেমাবেশে ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি ।।
জন্মলীলা গান করে যত ভক্তগণ ।
উলুধ্বনি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন ।।
জগন্নাথ মিশ্রের অতিহরষিত মন ।
ইষ্ট মন্ত্র জপ করে ঝরয়ে নয়ন ।।
মহাপ্রভু দাসের অতি আনন্দিত হিয়া ।
নাচে গায় মহামত্ত কক্ষতালি দিয়া ।।

---

## ।। অভিষেক ।।

( ১ ) ।। ভৈরবী ।।

আজু শচীনন্দন-নব-অভিষেক।
আনন্দ কন্দ নয়ন ভরি দেখ ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতহি সঙ্গে ॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন দেহা।
বরিষয়ে সবহুঁ নয়নে ঘন মেহা ॥
পুনঃ পুনঃ নিরখিতে গোরা মুখ ইন্দু।
উছলল প্রেম সুধা রস সিন্ধু ॥
জগ ভরি পুরল প্রেম তরঙ্গে ॥
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস পরসঙ্গে ॥

---

॥ সুহই ॥

আনন্দে ভকতগণ দেই জয় রব।
জগন্নাথ মিশ্র ঘরে মহা মহোৎসব ॥
পঞ্চ গব্য পঞ্চামৃত শতঘট জলে।
গৌরাঙ্গের অভিষেক করে কুতূহলে ॥
রতন বেদীর পর বসি গোরাচাঁদ।
অপরূপ রূপ সে রমণী মন ফাঁদ ॥

শান্তিপুর নাথ আর নিত্যানন্দ রায়।
হেরিয়া গৌরাঙ্গ মুখ প্রেমে ভাসি যায় ॥
মুকুন্দ মুরারী আদি সুমধুর গায়।
হরি বলি হরিদাস নাচিয়ে বেড়ায় ॥
কহে কৃষ্ণদাস গোরাচাঁদের অভিষেক।
নদীয়ার নরনারী দেখে পরতেক ॥

---

॥ ভূপালী ॥

শঙ্খ দুন্দুভি বাজয়ে সুস্বরে।
গোঁরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে ॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ্য থালি ॥
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত ॥
গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরিখনে।
গোরা অভিষেক রস বাসু ঘোষ ভনে ॥

---

# চতুর্থ পরিশিষ্ট

## ফুলদোল লীলা

জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে ভক্তবৃন্দের আগমন ও গৌরসুন্দরের সহিত মিলন এবং শচীমাতা কর্ত্তৃক গৌরসুন্দরের বেশ রচনা ॥

( ১ )

নবদ্বীপ ধামে আজু প্রাচীন মায়াপুরে ।
কি আনন্দ কি আনন্দ মিশ্র পুরন্দর ঘরে ॥
অপরাহ্ণ কালে যত গৌর পরিকর ।
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর ॥
শ্রীগৌরাঙ্গে ফুলদোলে দোলাবার তরে ।
সাজিয়া কাঁচিয়া অতি উৎকণ্ঠা অন্তরে ॥
দলে দলে নবদ্বীপের নর নারীগণে ।
মাল্য-চন্দন লয়ে এল শচীর অঙ্গনে ॥
হরিবোল হরিবোল মুখে এই ধ্বনি ।
হরিধ্বনি বিনা আর কিছুই না শুনি ॥
বাহিরে আসিয়া গৌর মিলি ভক্তসনে ।
একে একে সবাকারে দিল আলিঙ্গনে ॥
শচীমাতা গোরাচাঁদে আনিয়া তখনে ।
বেশভূষা করি দেন হরষিত মনে ॥
সুগন্ধি মলয় চন্দন সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া ।
অরুণ বসন তবে দেন পরাইয়া ॥
ললাটে তিলক তার মাঝে ফাগু বিন্দু
উদয় হইল যেন শরতের ইন্দু ॥
গণ্ডেতে মাকরি কর্ণে ফুলের কুণ্ডল ।

মস্তকে ফুলের চূড়া অতি মনোহর ॥
সুগন্ধি ফুলমালা গলে থরে থরে দিয়া ।
সুকুঞ্চিত কেশ দেন ফুলে সাজাইয়া ॥
সুগন্ধি ফুলের বলয় ফুল বাজু করে ।
বৈজয়ন্তি ফুল মালা দোলে উরু পরে ॥
চরণ উপর কোঁচা দোলে উত্তরীয় গলে ।
শোভা নিরখিয়া মুনিগণের মন ভোলে ॥
কটিতে কিঙ্কিনী আর চরণে নূপুর ।
চলে যেতে রুনুঝুনু বাজয়ে মধুর ॥
শচীমাতা এই রূপ বেশ নিরমিয়া ।
সপলকে শোভা হেরে নয়ন ভরিয়া ॥
মহাপ্রভু দাস বলে হেন দিন হবে কবে ।
সঙ্গে লয়ে শ্রীগুরু মোরে সে লীলা দেখাবে ॥

---

## শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ফুলবনে গমন
( ২ )

গৌরহরি পুনঃ আসি নিত্যানন্দ সঙ্গে ।
ফুলবনে নেচে নেচে চলে অতি রঙ্গে ॥
চারিদিকে ভক্তগণ তারকার মালা ।
মাঝে দুই পহুঁ যুগল চন্দ্রমা উজলা ॥
মৃদঙ্গ, মন্দিরা বাজে কাংস, করতাল ।
হরি হরি ধ্বনি অতি মধুর রসাল ॥
হরি বলি বাহু তুলি নেচে যায় ।
ফুল বরিষন কেহ করে দুহুঁ গায় ॥

ফুল সাজি হাতে কেহ আগে আগে ধায়।
সুগন্ধি কোমল ফুল পথেতে বিছায়॥
কেহ কেহ তাড়াতাড়ি কুঁড়ি ফুল বাছে।
নেচে যেতে দুই প্রভুর পায়ে বাজে পাছে॥
ফুলের উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে।
ফুল বনে আসি সবে হ'ল উপনিতে॥
মহাপ্রভু দাস বলে গুরু কৃপা বল।
আরোপে লীলা হেরি হয়েছে পাগল॥

---

## ফুল বনের শোভা দর্শন

( ৩ )

দুই প্রভু ভক্ত সঙ্গে বনে প্রবেশিয়া।
ফুল বনের শোভা হেরে বনেতে ভ্রমিয়া॥
বেলী, চামেলী, টগর. গন্ধরাজ, চাঁপা।
কৃষ্ণকলি, কৃষ্ণচূড়া, যুঁই থোকা থোকা॥
গুলঞ্চ, মালঞ্চ, অশোক, গোলাপ, কেশর।
মাধবী, মালতী, কেয়াফুল মনোহর॥
স্থল-পদ্ম, রক্ত জবা, লবঙ্গ-লতিকা।
সূর্য্য-মুখী, কুন্দ, বক, করবি মল্লিকা॥
কুটরাজ, কদম্ব, আর শেফালী বকুল।
ফুটিয়াছে এককালে ষড় ঋতুর ফুল॥
ফুলে উজলা বন ফুল বায়ু মন্দ।
ফুলে ফুলে গুঞ্জরত মধুকরবৃন্দ॥

পালে পালে মৃগ-মৃগী ফুল বনে বিহরে।
কস্তুরীর গন্ধে সবার মন প্রাণ হরে॥
ময়ুরা ময়ুরী সবে ফুল বন বেড়িয়া।
স্থানে স্থানে নৃত্য করে পেখম তুলিয়া॥
ফুল ডালে শুক শারী সুমধুর স্বরে।
তিন প্রহর গুণ গায় হরিষ অন্তরে॥
স্থানে স্থানে রত্ন মণ্ডপ বৃক্ষ-মূলে বেদী।
শোভার সমুদ্র পাথার নাহিক অবধি॥
তিন প্রভু হেরি ফুল বনের মাধুরী।
হরিষ অন্তরে চলে দোল মণ্ডপ পরি॥
মহাপ্রভু দাস বলে আর কতদিনে।
সে লীলা হেরিব আমি রহি গুরু সনে॥

---

## ফুল দোলায় আরোহণ

৪)

ফুল বনে ঐ হের গৌরাঙ্গ নিতাই।
দোল মণ্ডপ পরি বিরাজে দুই ভাই॥
অপরূপ ফুল দোল, ফুলে সাজাইয়া।
ভক্তগণ রাখিয়াছে যতন করিয়া॥
বাহু ধরা-ধরি করি, হের দুই ভাই।
দোলা পরি উঠি বৈসে গৌরাঙ্গ নিতাই।
ধূপ দীপ জ্বালি কেহ আরতিক করে।
বাহু তুলি নৃত্য কেহ করে প্রেম ভরে॥

অদ্বৈত গোঁসাই আর যত ভক্তগণ।
দোঁহারে দোলায় হয়ে আনন্দিত মন॥
কাংস, করতাল কেহ মৃদঙ্গ বাজায়।
সুতান সুছন্দে কেহ ফুল দোল গায়॥
চারিদিকে ভক্তগণ ফুল বরিষায়।
রাশি রাশি ফুল আসি পড়ে দোঁহার গায়॥
শ্রীবাস আর নরহরি চামর ঢুলায়।
গদাধর বদনেতে তাম্বুল যোগায়॥
ফোয়ারার জল আসি পড়ে দুহুঁ গায়।
সুগন্ধি শীতল জলে বসন ভিজায়॥
গ্রীষ্মতাপে তাপিত অঙ্গ শীতল হইল।
মহানন্দে দুই পহুঁ দুলিতে লাগিল॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ সে মাধুরী হেরি।
ফুল বরিষণ করে দোলায় উপরি॥
শ্রীগুরু কৃপায় লীলা আরোপে হেরিয়া।
মহাপ্রভু দাস নাচে দু'বাহু তুলিয়া॥

---

## ফুলদোল লীলা
### ( ৫ )

ফুল দোলায় দোলে হের গৌরাঙ্গ নিতাই।
কি আনন্দ, কি আনন্দ বলিহারী যাই॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলে মোড়া ফুল দোলা চাঁদোয়া তদুপরি॥

দোলাওতো ভক্তগণ করতালি দিয়া।
ফুল বরিষয়ে কেহ আনন্দিত হিয়া॥
সুগন্ধি কোমল ফুল কেহ বা তুলিয়া।
সাজি ভরি আনি যোগায় প্রেমেতে মাতিয়া॥
কেহ কেহ মালা গাঁথি নানা জাতি ফুলে।
দুঁহু গলে দিয়া ভাসে প্রেম অশ্রুজলে॥
কেহ কেহ নানা জাতি পুষ্প অলঙ্কার।
রচনা করিয়া আনে আনন্দ অপার॥
মনের আনন্দে আর কোন কোন জন।
দুহুঁ অঙ্গে পরায় হয়ে প্রেমেতে মগন॥
ফুল দোলে হেরি মত্ত ময়ুরা-ময়ুরী।
পেঁখম তুলিয়া নাচে চৌদিকে বেড়ি॥
ফুল ডালে শুক-শারী মনের আনন্দে।
দুই পহুঁর ফুল দোল গায় নানা ছন্দে॥
ফুলের সৌরভে মত্ত যত অলিকুল।
ফুল দোলা বেড়ি ঝুলে হইয়া আকুল॥
ফুল বন ফুল বন, ফুল বিলাস।
আনন্দ হৃদয়ে গায় মহাপ্রভু দাস॥

———

## ভাবাবেশে ফুলদোল

(৬)

দুলিতে দুলিতে গোরার হইল ভাবোদয়।
নিত্যানন্দ পানে তাই আড়নয়নে চায়॥

বুঝিলেন নিত্যানন্দ গৌর মন ব্যথা।
মুরলী আলাপী তাই কয় কত কথা।।
ত্রিভঙ্গ হইয়া বামে লইয়া গৌরাঙ্গ।
প্রাণপ্রিয়া বলি নিতাই করে কত রঙ্গ।।
বাম করে গৌরাঙ্গ কণ্ঠ ধরিয়া নিতাই।
ফুল দোলে দোলা খায় বলিহারী যাই।।
ভাব বিলাসি গৌরাঙ্গের ভাবে গড়া তনু।
ফুল দোলে পুরায় সাধা হয়ে নিতাই কানু।।
বিবর্ত্ত যুগল হেরি অদ্বৈত গোঁসাই।
বাহু তুলি নৃত্য করে সুখের অন্ত নাই।।
ফুল দোলে অপরূপ যুগল মিলন।
গৌরাঙ্গ শ্রীরাধিকা নিতাই রমণ।।
ফুল দোলে যুগল হেরি কোন কোন জন।
তুঁহু পরি করে ঘন ফুল বরিষণ।।
ফুল দোলে মধুর মধুর যুগল মিলন।
মহাপ্রভু দাস হেরে ভরিয়া নয়ন।।

— —

## ফুলদোলা হইতে অবতরণ ও গৃহে গমন

( ৭ )

পূর্ণ মনোরথ হল ভাব সম্বরিত।
নিতাই পানে চেয়ে গৌর হইল লজ্জিত।।
বাহু ধরা ধরি করি ফুল দোলা হইতে।
নিতাই গৌরাঙ্গ পঁহু নামিলা তুরিতে।।

অদ্বৈত, গদাধরে তবে দিয়া আলিঙ্গন।
আরম্ভিলা সবে মিলি মহাসংকীর্ত্তন॥
লম্ফ, ঝম্প দিয়া কেহ মৃদঙ্গ বাজায়।
উদ্দণ্ড নাচি কেহ ভূমে গড়ি যায়॥
হরি হরি ধ্বনি করে প্রিয় ভক্তগণ।
বাহু তুলি নৃত্য করে আনন্দিত মন॥
প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে প্রভু তিনজন।
নাচিতে নাচিতে এল শচীর অঙ্গন॥
মহাপ্রভু দাসে ভনে হের গো নয়নে।
শচীর অঙ্গনে গৌর নাচে সংকীর্ত্তনে॥

—

## মহা সংকীর্ত্তন

( ৮ )

দেখ দেখ প্রভু মোর গৌরাঙ্গ নিতাই।
শচীর অঙ্গনে দোঁহে নাচে এক ঠাঁই॥
যুগল চন্দ্রমা কিবা একত্র উদিল।
তারকা মণ্ডলী ভক্ত চৌদিকে বেড়িল॥
কোটি চন্দ্র জিনি হুঁহু বদন উজ্জলা।
নাগরী মোহন ছাঁদে কেবা নিরমিলা॥
মালতীর মালা হুঁহু হিয়া পরে দোলে।
রুনুঝুনু নূপুর বাজে চরণ কমলে॥
চৌদিকে বেড়িয়া যত প্রিয় ভক্তগণ।
দু'বাহু তুলিয়া নাচে করয়ে কীর্ত্তন॥

মৃদঙ্গ মন্দিরা তারা কেহ কেহ বায়।
ভাবের আবেশে কেহ ভূমে গড়ি যায় ।।
নদীয়া নাগরী যত আসি চারিভিতে।
উলু উলু জয় দেয় আনন্দিত চিতে ॥
সুর নর দেবে আসি অঙ্গন ভরিল।
সংকীর্ত্তনে মহামত্ত নাচিতে লাগিল ॥
হরি হরি ধ্বনি উঠে আকাশ ভরিয়া।
নদ নদী গঙ্গ নাচে তরঙ্গ তুলিয়া ।।
কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী তরুলতাগণ ।।
স্থাবর, জঙ্গম নাচে করয়ে কীর্ত্তন ।।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচয়ে কিন্নরী।
গান করে অপ্সরাগণ পুষ্প বৃষ্টি করি ।।
চন্দ্র নাচে, সূর্য্য নাচে, নাচে তারাগণ।
পাতালে বাসুকী নাচে, নাচে নাগগণ ।।
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে, নাচে সহস্রলোচন।
অরুণ বরুণ নাচে, নাচে দেব নারীগণ ।।
স্বর্গ নাচে, মর্ত্ত নাচে, নাচয়ে পাতাল।
পরম আনন্দে নাচে দশদিক পাল ।।
ধর্ম্মরাজ যম নাচে রথেতে চড়িয়া।
চিত্রগুপ্ত নাচে তার লেখনি ফেলিয়া ।।
নরকের পাপী যত হইয়া উদ্ধার।
গৌর গৌর বলি নাচে করে হু-হুঙ্কার ।।

নবদ্বীপ ধামে আজু মহা-সঙ্কীর্ত্তনে।
প্রেমের পাথার বহে শচীর অঙ্গনে ।।
মহাপ্রভু দাস লীলা আরোপে হেরিয়া।
প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝে বেড়ায় ভাসিয়া ।।

---

## সংকীর্ত্তনান্তে বিশ্রাম ভোজন ও শয়ন

(৮)

এই মতো নৃত্য গৌর করিয়া অঙ্গনে।
বেদী পরে বসিলেন লয়ে ভক্তগণে ।।
ঝর ঝর অঙ্গ হতে ঝরিতেছে ঘাম।
বেদী পরে বসি সবে করেন বিশ্রাম ।।
সময় জানিয়া তখন মলয় পবন।
সবাকার অঙ্গে বহি করয়ে সেবন ।।
চৌদিক হইতে আসি যত দাসগণ।
সঘনে করয়ে ঘন চামর ব্যঞ্জন ।।
গ্রীষ্ম তাপে তাপিত অঙ্গ শীতল হইল।
শচীমা আসি তবে ভোজনে বসাইল ।।
নানাবিধ ফল-মূল পানক মিঠাই।
সবাকার সম্মুখে মা দিলেন সাজাই ।।
তিন প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে অতি রঙ্গে।
ভোজন পান করিলেন প্রেম তরঙ্গে ।।
আচমন করাইয়া পরে যত দাসগণে।
বসনে মুছাইয়া দেয় তামুল বদনে ।।

তবে তথা হইতে আসি শয়ন মন্দিরে ।
বসিলেন তিন প্রভু পালঙ্ক উপরে ॥
একই পালঙ্ক পরে প্রভু তিনজনে ।
শয়ন করিলেন শচীর ভবনে ॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী ।
ফুলের পালঙ্ক ফুলের চাঁদোয়া মশারী ॥
ফুলের বালিশ আর ফুলের বিছান ।
তদুপরি তিন প্রভু সুখে নিদ্রা যান ॥
গোবিন্দ দাসের অতি হরষিত মন ।
চরণ তলে বসি করেন চরণ সেবন ॥
মহাপ্রভু দাসের কবে হেন দিন হবে ।
সঙ্গে লয়ে গুরু মোরে সেবায় নিয়োজিবে ॥

— — —

## শ্রীগৌরাঙ্গের চন্দন যাত্রায় নগর ভ্রমণ ও নৌকাকেলি নগর ভ্রমণ

( ১ )

নবদ্বীপ ধামে আজু প্রাচীন মায়াপুরে ।
কি আনন্দ কি আনন্দ জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ॥
চন্দন যাত্রায় গৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণ ।
দেখিবার তরে অতি উৎকন্ঠিত মন ॥
দলে দলে নবদ্বীপের নরনারীগণে ।
সাজিয়া কাঁচিয়া এল শচীর অঙ্গনে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ লয়ে ভক্তগণে।
বাহির হইলা দোঁহে নগর ভ্রমণে॥
হেমদণ্ড বাহু তুলি নেচে নেচে যায়।
নগরের নরনারী পিছে পিছে ধায়॥
সুগন্ধি মলয় চন্দন সর্ব্বাঙ্গে চর্চ্চিত।
অঙ্গে নানা অলঙ্কার কুসুমে রচিত॥
ললাটে তিলক শোভে মস্তকেতে চূড়া।
মণি মুক্তার মালা তার চৌদিকেতে বেড়া॥
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে গণ্ডেতে মাকরী।
থরে থরে পুষ্প মালা হিয়ার উপরি॥
কটিতে কিঙ্কিনী আর চরণে নূপুর।
চলে যেতে বাজে অতি মধুর মধুর॥
চরণ উপর কোচা দোলে উত্তরীয় গলে।
বৈজয়ন্তী মালা দোঁহার উরু পরে দোলে॥
গৌরাঙ্গের বামে শোভে অদ্বৈত গদাই।
দক্ষিণে শ্রীবাস আর শ্রীপাদ নিতাই॥
চৌদিকে বেড়িয়া যত প্রিয় ভক্তগণ।
কীর্ত্তন করিয়া করে নগর ভ্রমণ॥
কীর্ত্তনের তালে তালে পহুঁ তিনজন।
বাহু তুলি নেচে নেচে করেন গমন॥
লম্ফ ঝম্প দিয়া কেহ মৃদঙ্গ বাজায়।
করতালি দিয়া কেহ নাচে উভরায়॥

সানাই, ভেউর বাজে কাংস করতাল।
হরিধ্বনি কোলাহল আনন্দ বিশাল ॥
এই মতো ভ্রমে প্রতি ভক্ত ঘরে ঘরে।
নারীগণে উলু উলু জয়ধ্বনি করে ॥
নাগরিয়া লোক সব সুমাল্য চন্দনে।
সবারে ভূষিত করে হরষিত মনে ॥
কেহ কেহ ফল-মূল পানক মিঠাই।
ভোজন পান করায় মুখ পানে চাই ॥
আচমন করাইয়া কেহ তামুল দেয় মুখে।
আরতি করে কেহ অতি মনো সুখে ॥
এই মতো নগরের প্রতি ভক্ত ঘরে।
নর-নারীগণ ভাসে আনন্দ সায়রে ॥
মহাপ্রভু দাস ভনে আর কতদিনে।
শ্রীগুরু সঙ্গে লীলা হেরিব নয়নে ॥

———

## নৌকাকেলি

(২)

নৌকাকেলি করিবারে প্রভুর হইল মন।
সুরধুনী তীরে তাই করেন গমন ॥
সুরধুনীর ঘাটে আছে নৌকা সুসজ্জিত।
দেখিয়া গৌরাঙ্গের মন অতি হরষিত ॥
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত দুহুঁ করে ধরি।
উঠিলেন গৌরাঙ্গচাঁদ নৌকার উপরি ॥

ভক্তগণ সবে মিলি হরি হরি বলি।
নৌকায় চাপিল হয়ে মহা কুতূহলি ॥
তবে কেরোয়াল লই গোরা বনমালি।
অতি বেগে চালায় নৌকা হয়ে কুতূহলি ॥
আকাশে মেঘের ঘটা তরঙ্গ উঠিল।
সুরধুনীর মাঝে নৌকা পাকেতে পড়িল ॥
ঝলকে ঝলকে নৌকায় উঠে পানি।
ভয় পেয়ে ভক্তগণে করে হরিধ্বনি ॥
তা হেরিয়া গৌর নাবিক সবাকারে কয়।
চারি যুগের নাবিক আমি কেন কর ভয় ॥
হরি হরি বলি এবে সিঞ্চ সবে পানি।
তীরেতে তরণী গিয়া লাগিবে এখনি ॥
মহাপ্রভু দাস ভনে কিসের পরমাদ।
সুচতুর নাবিক আমার পহুঁ গোরাচাঁদ ॥

---

## নৌকাকেলি ( তুড়ী )

( ৩ )

না জানি গোরাচাঁদের কোন্ ভাব মনে।
সুরধুনীর তীরে গেলা সহচর সনে ॥
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চাপিল গোরা প্রেমাবেশ হৈয়া ॥
আপনি কাণ্ডারী হইয়া বায় নৌকাখানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি ॥

পারিসদগণ সবে হরি হরি বলে।
পুরব সওরি কেহ ভাসে প্রেম জলে ॥
গদাধর মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের উল্লাসে ॥

— — —

## নৌকাকেলি ( ধানশী )

( ৪ )

আরে মোর, আরে মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়
সুরধুনীর মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হইয়া
সহচর মিলিয়া খেলায় ॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরবর রভস রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলী।
ডুবু ডুবু করে না বহয়ে বিষম বাঁ
দেখি হাসে গোরা বনমালী ॥
কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরিবোল
দু'কূলে নদীয়ার লোক দেখে।
ভুবন মোহন নাইয়া দেখিয়া বিবশ হৈয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে ॥
জগজন চিতচোর গৌরাঙ্গ সুন্দর মোর
যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে এ হেন আনন্দ কন্দে
বঞ্চিত হইনু মুই এক ॥

— — —

## নৌকা হইতে অবতরণ ও গৃহে গমন

( ৫ )

তীরে চল, তীরে চল নবীন কাণ্ডারী।
দেখিয়া মেঘের সাজ আমরা ভয়ে মরি ॥
বাড়িল পবনের বেগ তীরে লাগে ঢেউ।
এখনি ডুবিবে নৌকা না বাঁচিব কেউ ॥
এত শুনি গৌরাঙ্গ নাবিক মুচকি হাসি কয়।
চারি যুগের নাবিক আমি নাহি কোন ভয় ॥
হরি হরি বল সবে দিলাম অভয়।
কলিকালে পারে যাবার এই তো উপায় ॥
হরি হরি সবে মিলি কর জয়ধ্বনি।
তীরেতে তরণী গিয়া লাগিবে এখনি ॥
এত শুনি সবে মিলি হরি হরি বলে।
তিন প্রভু নৌকাপরি নাচে বাহু তুলে ॥
সুরধুনীর ভাগ্যের পরিসীমা নাই।
যাহা নৌকাকেলি করেন গৌরাঙ্গ নিতাই ॥
এই মতো কেলি করে গোরারায়।
দুই কূলের লোক যত দেখে নদীয়ায় ॥
এইরূপে নৌকাকেলি সুরধুনীর জলে।
ভক্ত সঙ্গে গোরাচাঁদ করে কুতূহলে ॥
দূরে গেল পবনের বেগ মেঘের গরজনি।
তীরেতে তরণী আসি লাগিল আপনি ॥

নৌকা হইতে নামি তবে অতি মনোরঙ্গে।
তিন প্রভু গৃহে যায় ভক্তগণ সঙ্গে ।।
শ্রীগৌরাঙ্গের নৌকাকেলি আনন্দ পাথার।
শ্রীগুরু রামদাস তাহে দিতেছে সাঁতার ।।
মহাপ্রভু দাস ভনে আর কতদিনে।
নাচিব গাইব লীলা হেরিব নয়নে ।।

---

## শ্রীগুরু চরণে নিবেদন ও প্রার্থনা

কোথা প্রভু রামদাস করুণাসাগর।
তুমি কি না জান প্রভু আমার অন্তর ।।
ব্রজভূমি ছাড়ি আর কোথাও না যাব।
মাধুকরী বৃত্তি করি জীবন কাটাব ।।
সকল্প করিয়া এই ছিনু ব্রজবনে।
কে জানিত প্রভু তোমার এত ছিল মনে ।।
রাধাদাসী অভিমানে ব্রজভূমে বাস।
তোমার লাগে না ভাল কর উপহাস ।।
মহাপ্রভু দাস নামে কলঙ্ক রটিল।
কেনই বা তুমি মোরে এই কথা বল ।।
তখনে বুঝিনি ইহা পরিহাস জ্ঞানে।
তোমার অভিপ্রায় যা-তা বুঝিনু এখনে ।।
স্বপ্নে মহাসংকীর্ত্তন নবদ্বীপে শুনি।
ব্রজধামে না দেখি আর একটি পরাণী ।।

সেই সংকীর্ত্তনে সবে মিলিয়াছে গিয়া।
শূন্য ব্রজে একা আমি রয়েছি পড়িয়া।।
সর্পার্ষদে গৌর সনে মিলি তুমি পরে।
লীলায় প্রবেশিলে হায় ছাড়ি মো সবারে।।
এই লীলা দেখাইয়া মন হরি নিলে।
পাগল করিয়া নবদ্বীপে লয়ে এলে।।
প্রিয়জনের প্রাণে তবে প্রেরণা জাগিয়ে।
তোমার অভিপ্রায় যা-তা নিচ্ছ করাইয়ে।।
লুপ্ত গৌর-জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুরে।
যথায় বসে তুমি কেঁদেছিলে উচ্চৈঃস্বরে।।
যে সেবা প্রকাশ লাগি তুমি কেঁদেছিলে।
তথাকার সেই সেবাভার মোরে দিলে।।
বিদ্যাবুদ্ধি হীন যেই অতি নরাধম।
(আরও) ট্রাষ্টি সেবাইতে তারে করালে গণন।
একি অনুগ্রহ তব অথবা নিগ্রহ।।
বুঝিতে না পারি তাই মনেতে সন্দেহ।
কৃপার কত বল বুঝি দেখাইতে চাও।।
তাই কাকেরে গড়ুর করি বৈকুণ্ঠে চড়াও।
তোমার গুণ গাই মোর নাই হেন ভাষা।
তোমার গুণ মোর বুকে করিয়াছে বাসা।।
আমি যেই দশার জীব তাহা যেবা জানে।
তোমার কৃপার জয় গায় সেই জনে।।
কি আর বলিব প্রভু তব রাঙা পায়।
দিয়াছ দারুণ ভার আর আমার মাথায়।।

শকতি সঞ্চার কর নৈলে প্রাণে মরি।
তব শক্তি বিনা ভার বহিতে না পারি ॥
আমি প্রাণে মরি তাহে কোন দুঃখ নাই।
যদি প্রভু তোমার মুখে হাসি দেখতে পাই ॥
গুপ্ত গৌরাঙ্গ লীলা লুপ্ততীর্থ আর।
লুপ্তসেবা প্রকাশ করা এ ব্রত তোমার ॥
অপূর্ণ ব্রত তোমার পুরাইতে চাও।
ক্রীড়ার পুত্তলি তাই আমারে নাচাও ॥
আমি যেই দশার জীব তাহা তুমি জান।
তবে মোর দ্বারে এত বড় আশা কেন ॥
বিদ্যাবুদ্ধি হীন অতি অযোগ্য যে আমি।
আমা হতে না হবে কার্য্য যেন প্রভু তুমি ॥
তোমার প্রিয় যোগ্যজনে প্রেরণা জাগাও।
তাদের দ্বারে এই কার্য্য করাইয়া লও।
বিদ্যাবুদ্ধি আমাতে যে কিছুমাত্র নাই।
বল দেখি লোক সমাজে আমি কেমন করে যাই ॥
এযে বড় প্রভু মোরে ঠেকাইলে দায়।
কি করিব কি হইবে চিত্তে না জুয়ায় ॥
আমাকে নিমিত্ত করি তুমি কর কাজ।
লোক সমাজে আমি যেন নাই পাই লাজ ॥
আর শুন প্রভু মোর এক নিবেদন।
কাম ক্রোধ আদি এই দস্যু ছয়জন ॥
আমার হৃদয়ে বসি চালায় কুপথে।
বড় দুঃখ পেতেছি যে ইহাদের হাতে ॥

লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা আর শত্রু তিনজন।
মোর পিছে লাগিল যে কি করি এখন॥
তৃণাদপি আসন হতে নামাইয়ে হায়।
অভিমান মঞ্চপরি আমারে উঠায়॥
বল প্রভু মঞ্চ হতে নামিব কি মতে।
পাছে কি বঞ্চিত হব তব কৃপা হতে॥
তব কৃপা বিনা মোর নাই অন্য বল।
সবেমাত্র প্রভু তোমার কৃপাই সম্বল॥
মায়ার তরঙ্গে আর কলিরাজ হাতে।
বল প্রভু রক্ষা এবে পাই কোন মতে॥
বলবান প্রভু তাই তোমারে জানাই।
এ সবার হাতে মোরে লহগো বাঁচাই॥
মহাপ্রভু দাস তোমার অতি মন্দ ছার।
রক্ষাকর্ত্তা তোমা বিনা নাহি কেহ আর॥

---

## মহাপ্রভু দাসের ভজন কীর্ত্তন

ভজ ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥—ধুয়া
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে নবদ্বীপ চান্দ॥
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর দুলাল নাচে নবদ্বীপ চান্দ॥

আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
হাড়াই নন্দন নাচে নিত্যানন্দ রাম ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে নিত্যানন্দ রাম ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নাচে নবদ্বীপ চান্দ ॥
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নাচে লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে গোলকের চান্দ ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নাচে গোলকের চান্দ ॥
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে গোকুলের চান্দ ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নাচে গোকুলের চান্দ ॥
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে বৃন্দাবন চান্দ ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নাচে বৃন্দাবন চান্দ ॥
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে নন্দকুল চান্দ ॥

আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে কৃষ্ণ বলরাম॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নাচে কৃষ্ণ বলরাম॥
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে যুগল রাধেশ্যাম॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
গদাই গৌরাঙ্গ নাচে যুগল রাধেশ্যাম॥
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে ব্রজের শ্যাম চান্দ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর দুলাল নাচে ব্রজের শ্যাম চান্দ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
সপার্ষদে গৌর নাচে ব্রজের শ্যাম চান্দ॥
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে ভানুকুল চান্দ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর দুলাল নাচে ভানুকুল চান্দ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
সপার্ষদে গৌর নাচে ভানুকুল চান্দ॥
(গৌর) আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর অঙ্গনে নাচে যুগল রাধেশ্যাম॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
শচীর দুলাল নাচে যুগল রাধেশ্যাম॥

আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
সপার্ষদে গৌর নাচে যুগল রাধেশ্যাম ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
সপার্ষদে গৌর নাচে নবদ্বীপ চান্দ ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
সপার্ষদে গৌর নাচে নাচে রাধারমণ রাম ॥
আমাদের আমাদের আমাদের প্রাণ।
সপার্ষদে গৌর নাচে নাচে গুরু রাম ॥
ভজ ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

———

## অন্তিম প্রার্থনা

হা গৌরাঙ্গ প্রাণনাথ দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে ॥
বহুদিন হতে আশা আছয়ে অন্তরে।
গাঁথিয়া মালতীর মালা পড়াব তোমারে ॥
না পূরিল আশা মোর জীবন হল শেষ।
চক্ষু হোল জ্যোতিহীন পাকিয়াছে কেশ ॥
মরণের কালক্রমে আগত দেখিয়া।
দিবানিশি ভয়ে মোর কাঁপিতেছে হিয়া ॥
যেইকালে কফে মোর কণ্ঠ রুদ্ধ হবে।
সেইদিনে ভবের খেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে ॥
সেইকালে প্রভু মোর এই নিবেদন।
না ভুলিয়ে আমি যেন তোমার চরণ ॥
( প্রভু ) নিত্যানন্দ সঙ্গে তুমি দিবে দরশন।
ভক্তবৃন্দ মুখে আমি শুনিব কীর্ত্তন ॥
সেইকালে প্রভু তুমি সম্মুখেতে রবে।
অভয় শীতল পদ মোর বক্ষে দিবে ॥
মোর দুই নেত্র ভৃঙ্গ মুখ পদ্ম রবে।
হা গুরু গৌরাঙ্গ বলে প্রাণ বাহিরাবে ॥
অবশ্য প্রভু মোর এ আশা পুরাবে।
নিত্যধামে সঙ্গে করি মোরে লয়ে যাবে ॥
রামদাস ভৃত্য অধম মহাপ্রভু দাস।
( এই ) অন্তিম প্রার্থনা করে দন্তে করি ঘাস ॥

## প্রার্থনা

হা গৌরাঙ্গ প্রাণনাথ দয়া কর মোরে।
তোমা হেন দয়ালু নাই এ ভব সংসারে ॥
বহুকাল হতে বন্দী আছি মায়া পাশে।
স্মরণ লইনু তাই মুক্তি পাবার আশে ॥
গুণসিন্ধু প্রভু তুমি করুণার খনি।
উদ্ধারহ শিরে দিয়ে চরণ দুখ নি ॥
নিজ ধামে লয়ে প্রভু করি নিজ দাস।
নিজ সেবা দান করি রাখ নিজ পাস ॥
সেবা পেয়ে সেবানন্দে মাতিয়া রহিব।
নিতি নব নব লীলা নয়নে হেরিব ॥
না কর নৈরাশ প্রভু পূর্ণ কর আশ।
কাতরে প্রার্থনা করে মহাপ্রভু দাস ॥

---

## হেঁয়ালী

( গৌর হে ) নাই বা দিলে ধরা এবার হাতে হাতে মোর।
( তুমি ) খোল দেখি কেমন পার হিয়ার বাঁধন ডোর ॥
দুখের আগুন জ্বালিয়ে বুকে করবে আমায় জয়।
তোমার দেওয়া দুঃখে আমার নাইকো কোন ভয় ॥
ভয় যাহারি অভয় তাহারি এই জেনেছি সার।
এবার যখন গুরু পেয়েছি হব তখন পার ॥

হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী।
সংকীর্ত্তন কেরোয়াল দু'বাহু পশারী ॥
ঝড় তুফানে ভয় করিনা নাবিক বলবান।
ঘূর্ণিপাকে তরাইবে গেয়ে হরিনাম ॥
প্রেম ভক্তির মাস্তুলেতে তুলিয়া বাদান।
নেচে গেয়ে করবে পার পাব পরিত্রাণ ॥
হই না আমি মহাপাপী পতিত প্রধান।
তবু মরণে ভয় করিনা গুরু বলবান ॥
রামদাস গুরু আমার প্রেম ভক্তির খনি।
মৃত্যুকালে লয়ে যাবে দিয়ে হাতছানি ॥
রামদাস গুরু আমার তোমার প্রিয় দাস।
তাঁর কৃপায় তোমায় পাব এ দৃঢ় বিশ্বাস ॥
মহাপ্রভু দাস সকাতরে কয় তাই।
রামদাস গুরু যেন জন্মে জন্মে পাই ॥

**॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥**

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

**শ্রীমহাপ্রভু দাস বাবাজী**

সম্পাদিত

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটার ইতিহাস বইখানি সংগ্রহ করুন।

ইহাতে গৌরাঙ্গের সঠিক জন্মস্থান ও তাঁহার লীলার বিবরণ বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে।

মূল্য—৮-০০ টাকা মাত্র।

সাধন সম্পদ— ২-০০ টাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটা ও নিম্ববৃক্ষের বিবরণ— ৩-০০ টাকা ( যন্ত্রস্থ )

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ— ১৫-০০ টাকা।